সাগরতীর্থ
৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি আয়োজিত
সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলায় উপস্থিত
দেশলোক
স্টল নম্বর ৪৫৮
চলবে ৯ জানুয়ারি থেকে ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
সকলকে সাদর আমন্ত্রণ

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ২৫ পৌষ – ০২ মাঘ, ১৪৩২ ঃ ১০ জানুয়ারি – ১৬ জানুয়ারি, ২০২৬
Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 12, 10 January - 16 January 2026
৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভোটার তালিকায় অবৈধ হস্তক্ষেপের অভিযোগে

রাজ্য সরকারের ৪ জন আধিকারিক ও ১ জন ডেটা এন্ট্রি অপারেটর বিরুদ্ধে এফআইআর করার রাজ্যের মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

রবিবার : গভীর রাতে রাজধানী কারাকাসে নিরন্তর বিমান হামলা

চালিয়ে আমেরিকা ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো মোরোস এবং স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে বন্দি করে নিয়ে গেল বলে জানিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

সোমবার : জলাভূমি ও কৃষিজমির চরিত্র বদল নিয়ে

অভিযোগের অন্ত নেই। এই প্রক্রিয়াকে নিখুঁত করতে রাজ্য সরকার বিশেষ সতর্কবার্তা দিয়ে জানিয়ে দিল ভূমি দপ্তর ও উন্নয়ন পর্ষদ প্রাথমিক ছাড়পত্র দিলেও এটাকে চূড়ান্ত অনুমতি হিসাবে ভাবা ঠিক হবে না।

মঙ্গলবার : কর্মী প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা পেতে বেতনের সর্বোচ্চ সীমা

১৫০০০ টাকা থেকে বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিল সুপ্রীম কোর্ট। এই নির্দেশে কর্মীদের বহুদিনের দাবি মান্যতা পেল বলে মনে করা হচ্ছে।

বুধবার : সিএএ সার্টিফিকেটকে এসআইআর শুনানীর নথির

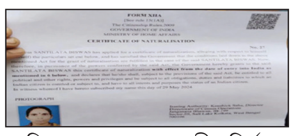

তালিকায় যুক্ত করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আগের নথি তালিকায় এটি না থাকায় আশঙ্কা ছড়িয়েছিল মতুয়া মহলে। নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তে তাঁদের আশঙ্কা অনেকটা কাটলো বলে মনে করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার: মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগের মামলায়

স্কুল সার্ভিস কমিশনকে ফের দাগীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ১১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই তালিকা প্রকাশ করতে হবে। তালিকায় কি কি তথ্য রাখতে হবে তাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে হাই কোর্ট।

শুক্রবার: কয়লা পাচার মামলায় ভোরবেলা থেকে আইপ্যাকের

কর্ণধার প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়ি ও সেক্টর ফাইভের অফিসে হানা দেয় ইডি। সেখানে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। ইডির দাবি তিনি নাকি জোর করে তাদের থেকে কিছু নথি ছিনিয়ে নিয়েছেন। মমতার দাবি তাঁর পার্টির নথি নিয়ে গেছে ইডি।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

বাঙালি ফের ডুবতে চলেছে অস্থিরতায়

ওঙ্কার মিত্র

বহুদিন পর ফের বাংলার সমাজ জীবনে ঢুকতে শুরু করেছে অস্থিরতার স্রোত। একটা বিধিবদ্ধ কাজ ভোটার তালিকা পরিমার্জন। সংঘাত শুরু হয়েছে তা এক কথায় নজিরবিহীন। পাশাপাশি রাজনীতির ধারালো হাতিয়ার হয়ে উঠেছে মন্দির–মসজিদ বিতর্ক। ডিএহীন সরকারি কর্মচারীরা ধর্নায়। নিরাশায় পথে আশা কর্মীরা। শিক্ষকরা চাকরি সম্প্রতি তদন্তকারীদের কাজে বাধা দেওয়া নিয়ে রাজনীতির হাওয়া গরম হয়ে উঠেছে বাংলার গ্রাম শহরে। এসব জানিয়ে দিচ্ছে বাংলার আকাশে ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে অস্থিরতার মেঘ। সেই মেঘের বিষ

সময় অন্তর আসে এর বড় সংস্করণ। প্রতিবার তাও পেরিয়ে যায় নির্বিবাদে। এবার সেই নিরীহ কাজটা নিয়ে বাংলায় যে রাজনৈতিক হারিয়ে বসে রয়েছে রাস্তায়। ধর্ষণের আখড়া তৈরী হয়েছে হাসপাতাল, কলেজ ক্যাম্পাস। দুর্নীতির তদন্ত হারিয়ে ফেলছে মানুষের বিশ্বাস। বর্ষণে হানাহানি, খুনোখুনির যে স্রোত ধেয়ে আসছে তাতেই ভেসে যাওয়ার আশঙ্কায় বাঙালি জীবন।

এরপর দুয়ের পাতায়

নথিপত্র হস্তগত মুখ্যমন্ত্রীর ইডির ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ জানুয়ারি সকাল ৬ টা নাগাদ ইডির প্রতিনিধি দল হঠাৎ হানা দেয় কলকাতার লাউডন স্ট্রীটের আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে। কয়লা পাচার দেন। তিনি ঘোষণা করেন, এবার তিনি সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের আইপ্যাকের দপ্তরেও যাবেন কারণ ওখানেও ইডি তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের

মামলার তদন্তে ইডি তল্লাশি শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে প্রতীক জৈনের বাড়িতে পৌঁছে যান। তল্লাশি চলাকালীন তিনি একটি সবুজ রঙের ফাইল, কিছু হার্ডডিস্ক, ল্যাপটপ এবং ফোন নিয়ে বেরিয়ে আসেন। এমনকি ওই স্থানে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর অফিসও দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়েছিল তারাও তল্লাশি চলাকালীন গাদা গাদা ফাইল মুখ্যমন্ত্রী যে গাড়িতে গিয়েছিলেন সেই গাড়িতে তুলে দিচ্ছেন। এই দৃশ্য দেখে অনেকেই হতভম্ব হয়ে গেছেন। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, এটা একটা ক্রাইম। আইপ্যাক কোন বেসরকারি সংস্থা নয় আমাদের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অথরাইজড সংস্থা। ইডি তল্লাশির নামে আমাদের দলের স্ট্র্যাটেজির কাগজপত্র চুরি করেছে বা লুট করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও কটুক্তি–ব্যঙ্গক্তি করতেও ছাড়েননি। ইডি অবশ্য প্রতীক জৈনের বাড়ি থেকে যাবার সময় যেটা জানিয়েছেন, তারা কোন সিজার লিস্ট করেনি। কিন্তু নোটে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যে সবুজ ফাইল হার্ডডিস্ক নিয়ে গেছে। এই ব্যাপারে ইডি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে। অন্যদিকে জানা যাচ্ছে, প্রতীক জৈনের বাড়ির লোকেরাও হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন। কিন্তু অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, কেন্দ্রীয় সংস্থা বিশেষ করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের মতন সংস্থা একটি আর্থিক নয়ছয় ঘটনার যারা তদন্ত করছে তাদের তল্লাশি চলাকালীন একজন সাংবিধানিক পদে থাকা মুখ্যমন্ত্রী এভাবে ফাইল নিয়ে চলে যেতে পারেন কি?

এরপর দুয়ের পাতায়

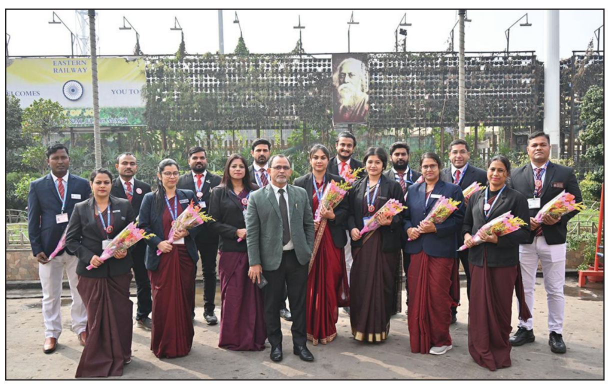

এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় অভিনব কায়দায় রেল পরিষেবা চালু করতে চলেছে ভারতীয় রেল। পুণ্যার্থীদের জন্য যেমন বিশেষ ট্রেন রয়েছে তেমনই তাদের জন্য তৈরি হয়েছে হোল্ডিং এরিয়া। যেখানে পৌঁছলে কাউন্টারে গিয়ে টিকিট কাটতে হবে না, রেলের কর্মীরাই সেখানে উপস্থিত হয়ে পুণ্যার্থীদের টিকিট কাটিয়ে দেবেন। এর জন্য শিয়ালদহ কলকাতা, কাকদ্বীপ, লক্ষ্মীকান্তপুর এবং নামখানায় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে পুণ্যার্থীদের প্ল্যাটফর্ম। এবার গঙ্গাসাগর যাত্রীরা পাবেন গ্যালপিং ট্রেনের সুবিধা। কলকাতা ও শিয়ালদহ স্টেশন ছেড়ে ট্রেন সরাসরি পৌঁছবে কাকদ্বীপ–নামখানা। মাঝখানে একটাই স্টপেজ লক্ষ্মীকান্তপুর। এই ব্যবস্থা আলিপুর বার্তার খবরের জের বলেই অনেকে মনে করছেন। এর আগে নিত্যযাত্রী এবং পুণ্যার্থীদের যন্ত্রণা লেগেই থাকতো ট্রেনগুলিতে। এই ব্যবস্থায় তার অবসান হল। এবার হাওড়া থেকে মেট্রোয় সরাসরি পৌঁছতে পারবে শিয়ালদহে। ছবিতে হোল্ডিং এরিয়ার ডানদিকে রেলের টিটি টিম।

ছবি : সৌজন্যে ভারতীয় রেল

৪০ বছর পর সাগরে ফিরলো অগ্নিকাণ্ডের স্মৃতি

প্রণব গুহ ও কুনাল মালিক

দীর্ঘ ৪০ বছর পর গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গনে ফিরে এল ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের স্মৃতি। ১৯৮৬ সালের এরকম এক জানুয়ারির সকালে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে যায় হনুমান পরিষদের যাত্রী শিবির। হতাহেতের সংখ্যা ছিল প্রচুর। চোখের সামনে দেখেছি তাদের যন্ত্রণা। সিভিল ডিফেন্স ও ভারত সেবাশ্রমের কর্মীরা তাদের ক্ষুদ্র পরিকাঠামো নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে পোড়া দেহগুলি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে বেশির ভাগকেই বাঁচানো যায়নি। শনাক্তও করা যায়নি অধিকাংশকেই। দূরে সাগরতীরে পর পর সাজানো গণ চিতায় জ্বলেছিল চিনতে না পারা অগুনতি লাশ। সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড ও সেই সব লাশ চোখের সামনে দেখে বহুদিন রাতে আচমকা ঘুম ভেঙেছে। কাকতালীয় ভাবে ঘটনার ১৫ মিনিট আগেও ওই শিবিরে উপস্থিত ছিলাম। এখনও সেই স্মৃতি ভাবলে শিউরে ওঠে হৃদয়।

৪০ বছরে সাগর দিয়ে বহু ঢেউ বয়ে গিয়েছে। সেদিনের দুর্গম তীর্থক্ষেত্র আজ সুগম পর্যটন স্থল। সেদিন সাগরদ্বীপে বিদ্যুৎ ছিল না, ছিল না স্থায়ী দমকল কেন্দ্র। এখন পাকা নির্মাণে ভরে গিয়েছে সাগরবেলা, তৈরি হয়েছে গঙ্গাসাগর বকখালি উন্নয়ন পর্ষদ। কিন্তু ২০২৬–এর ৯ জানুয়ারি শুক্রবার কাকভোরের অগ্নিকাণ্ড জানিয়ে দিল আজও সুরক্ষা মিললো না আগুনের গ্রাস থেকে।

আনুষ্ঠানিকভাবে ৮ জানুয়ারি কলকাতার আউট ট্রাম ঘাটে আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার শুভ উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরের দিনই শুক্রবার ভোরে কপিল মুনির মন্দির লাগোয়া ২ নম্বর স্নানঘাটের রাস্তার পাশে হোগলার ছাউনিতে বিধ্বংসী আগুন লেগে যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, ভোর ৪:৩০ মিনিট নাগাদ ২ নম্বর স্নান ঘাটের যে

হোগলা নির্মিত ছাউনি হয়েছিল, যেগুলোতে থাকার কথা তথ্যসংস্কৃতি দপ্তরের কর্মী, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি, পুলিশ প্রশাসন এবং সেই সঙ্গে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বজরং পরিষদের। হঠাৎই ভোররাতে একটি ছাউনিতে আগুনের শিখা দেখা যায়। তারপর স্থানীয় মানুষজন চিৎকার চেঁচামেটি শুরু করে। প্রথমে স্থানীয় মানুষজনই জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে হাওয়ার বেগে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ২ টি ইঞ্জিন এবং ৫ টি ফায়ার ফাইটিং বাইক।

এরপর দুয়ের পাতায়

শীতের ব্যাটিং, পূর্বের রেকর্ড ভাঙবে কি?

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোটা রাজ্য জুড়ে এখন শীতের দাপুটে ব্যাটিং চলছে। বছর শেষে চাড় হাঁকিয়ে পরেরদিন থেকেই একের পর এক ছক্কা মেরে চলেছে শীত। দীর্ঘদিন পর এই ধরনের হাড়হিম করা শীত অনুভব করছে রাজ্যবাসী। ৩১ ডিসেম্বরের পর কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০.২ ডিগ্রিতে নেমেছে। বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলাতে রীতিমতো শৈত্যপ্রবাহ চলছে। ঘন কুয়াশায় ঢাকা বিভিন্ন এলাকায় চোখে পড়ছে আগুন জ্বালিয়ে মানুষ তাপ উপভোগ করছেন। আবহাবিদদের ভাষায় বর্তমানে যে পরিস্থিতি চলছে এক ধরনের শৈত্যবলয় যাকে নাম দেওয়া হয়েছে 'পাহাড়ি'। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হয়েছিল ৯.০। সেটা অবশ্য ১ থেকে ১০ ক্যাটাগরি ধরলে সপ্তম। ১২৭ বছর আগে ১৮৯৯ সালে কলকাতায় রিপোর্ট করা হয়েছিল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ জানুয়ারি ৬.৭ ডিগ্রি। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, ১২৭ বছরের পূর্বের রেকর্ড বর্তমানের শীত কি ভেঙ্গে দেবে? এই প্রসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া

দপ্তরের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, আপাতত আগামী ৭ দিন তাপমাত্রা ৯ থেকে ১০ ডিগ্রির মধ্যেই থাকবে। তবে কিছু কিছু জেলায় বিশেষ করে উত্তরের জেলায় এই তাপমাত্রা আরেকটু নামতে পারে। এরই মধ্যে দক্ষিণ–পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি গভীর নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। যদিও তার জেরে আমাদের রাজ্যে কোন প্রভাব পড়বে না অর্থাৎ বৃষ্টি হবে না। আবহাওয়া শুষ্কই থাকবেই। তবে উত্তর–পশ্চিম দিক দিয়ে যে শৈত্যপ্রবাহ আসছে তার গতি বেড়েছে তার জেরেই কিছুটা তাপমাত্রা কমতে পারে বলেই মনে হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এত দীর্ঘদিন ধরে টানা শীতের আমেজ অনুভব করেনি বাংলার মানুষ। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রের খবর গোটা ফেব্রুয়ারি মাস ধরে শীতের এমন দাপট থাকতে পারে। শীতের এই হাড় কাঁপানো মরশুমে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা জানাচ্ছেন, ভালোভাবে গরম পোশাকে আচ্ছাদিত হয়ে তবেই বাইরে বেরোতে হবে। মাথা, গলা, কান ঢেকে রাখতে হবে গরম পোশাকে। হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে। ঘনঘন গরম পানীয়, চা, কফি, দুধ পান করাও জরুরী। খুব ভোরে বয়স্ক মানুষদের হাঁটতে না বেরোনোই ভালো। শীতে দুস্থ মানুষদের শীতবস্ত্র দান করাও জরুরি। পোষ্যদের প্রতি যত্ন নিতে হবে।

জবা কুসুমেই মুক্তি এই বছরে

প্রিয়া শাস্ত্রী : বছর শুরু হয়ে গিয়েছে। বছরের যোগফল এসে দাঁড়িয়েছে '১'। সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী নতুনভাবে শুরু হতে চলেছে সবকিছু। কেমন যাবে আমাদের এই বছরটা। আগের বারের মতনই খারাপ নাকি কাটবে ভালো। যদিও এক এক রাশির জন্য এক এক রকম তবে সর্বোপরি কেমন কাটতে পারে তারই আভাস দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

রবি আমাদের জীবনের প্রাণশক্তির কারক। সৌরজগতের কেন্দ্রস্থলে তেজশক্তি বিকিরণ করছে। রবির কল্যাণকর তেজ এবং জ্যোতি ও শক্তি থেকে এই জগতের সৃষ্টি। বিশ্বজগৎ পরিচালিত সূর্য্যের তেজ, জ্যোতি এবং শক্তির সম্মিলিত প্রয়াসে। রবিকে 'বিশ্বাত্মা' বলা হয়। রবির সূক্ষ্মতম আত্মজ্ঞানের মধ্যে বুধের মস্তিষ্ক প্রসূত জ্ঞান বিকাশ করিতে পারে। রবি এবং বুধের সমন্বয়ে বুধাদিত্য যোগেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানাদিত্য বা জ্ঞানরবির যোগ। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, রবি পিতার কারক গ্রহ এবং নবম ভাবও বিচার্য্য।

রবির স্বরূপ–প্রকাশধর্ম্মী, দৃষ্টিশক্তি কারক, জ্ঞানের আধার, আত্মা, অগ্নি–প্রকৃতি, প্রতাপশালী, জ্ঞানশ্রেষ্ঠ, মান, যশ, পদোন্নতি, প্রতিভা, উদ্ভাবনী শক্তি, বেদান্ত জ্ঞান, রাজসম্মান, দেবালয় প্রভৃতি।

জাতি– ক্ষত্রিয় পুরুষকারক, সত্ত্বগুণ। ধাতু– স্বর্ণ, পারদ। রবির প্রকৃতি– রবি নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ জ্ঞান দান করিতে পারে। লগ্ন হইতে উপচয় স্থানে (তৃতীয়ে, ষষ্ঠে, দশমে ও একাদশে)রবির অবস্থান বলবান হয়। দশমভাব অর্থাৎ কর্মভাবের কারক গ্রহ রবি। হঠাৎ মান, যশ, পদোন্নতি ও আর্থিক উন্নতি বিচার্য্য।

রাষ্ট্রীয় গণনার ক্ষেত্রে জাতীয় মন্ত্রিসভা, রাষ্ট্রদূত, জাতীয় গবেষণা, রাষ্ট্রের জনগণের প্রতি ভালোবাসা, জাতীয় খেলাধূলা প্রভৃতি রবি থেকে বিচার্য্য। এবছর এসব ক্ষেত্রের ব্যক্তিদের ভালো ফল আশা করা যায় যদিও জাতচক্রের কারণে কিছু কিছু

বিপরীত ফল হতে পারে।

রবি দু:স্থানপতিদের সঙ্গে (অর্থাৎ তৃতীয়, ষষ্ঠ ও অষ্টমপতি)–র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে লগ্নে থাকলে অশুভ ফল দান করে নতুবা শুভ ফল প্রদান করে। শত্রু, মিত্র, তুঙ্গ, নীচ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবস্থান এবং শুভাশুভ বর্গ থেকে ভাবপতির শুভাশুভ কারকতানুসারে ফলের বৈষম্য লাভ হয়।

যাদের জন্ম ১, ১০, ১৯ বা ২৮ তারিখে তারিখে তাদের জন্য এবছরটি অত্যন্ত শুভ।

মেষ, সিংহ এবং ধনু রাশির জাতকদের জন্য নতুন সুযোগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। বলা যাচ্ছে, ভারত আত্মনির্ভরের পথে আরো এগোতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে, অগ্নিকারক গ্রহর প্রভাবে গরম বাড়তে পারে সেইজন্য পেটের সমস্যা বা ক্লান্তি এড়াতে খাদ্যাভ্যাসে যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

তবে, সূর্যের উজ্জ্বলতার প্রভাব পড়বে। সৎ পথে থাকুন, ভালো থাকবেন আর উপরোক্ত রাশি ও সংখ্যার যে সব জাতক বা জাতিকাদের মিল নেই তারা কিন্তু ভয় পাবেন না, 'জবাকুসুম সঙ্কাশং' মন্ত্রটি পাঠ করুন।

এরপর দুয়ের পাতায়

কূটনৈতিক নিরবতা খুলে দেবে আগ্রাসনের আগ্নেয়গিরি

নরেন্দ্রনাথ কুলে

ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পত্নী বন্দী আমেরিকার হাতে। তাঁদের বন্দী করে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ তো বন্দী নয়। এ যেন অপহরণ করে বন্দী করা হয়েছে, যেমন করে সন্ত্রাসবাদীরা তাদের নিজস্ব দাবি নিয়ে হাইজ্যাক করে যাত্রীবাহী উড়ান বা কাউকে অপহরণ করে পণবন্দী করে। ঠিক সেই ভাবে ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রপতিকে তাঁর দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদীদের মত অপহরণ করেছে আমেরিকা। কোন যুদ্ধ নয়। অথচ যেন যুদ্ধবন্দী। আমেরিকার ট্রাম্প সরকার গণতান্ত্রিক সরকার। বৃহত্তম গণতন্ত্র বলে যে দেশ গর্ব করে, সে দেশ অন্য দেশের স্বাধীনতা হরণ করে। এমনতর তার প্রথম কর্মকাণ্ড নয়। অন্য অনেক দেশের গণতান্ত্রিক সরকারকে বিপর্যস্ত করেছে প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে। এভাবেই আমেরিকা অভ্যস্ত। আজকে ভেনিজুয়েলার নিদর্শন তৈরি করতে আরো ৩টি দেশকে টার্গেট করছে আমেরিকা। আমেরিকার দাদাগিরিকে ট্রাম্প আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। ৪৫ তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ষড়যন্ত্র তত্ত্বে ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্যে ট্রাম্প আমেরিকার ইতিহাস তৈরি করেছিল। বিগত শাসনকালে আমেরিকার জটিল রোগ বর্ণবিদ্বেষ নতুন করে তখন মাথাচাড়া দিয়েছিল। তাছাড়া মুসলিম বিদ্বেষে ট্রাম্প মুসলিম দেশের নাগরিকদের আমেরিকা ভ্রমন নিষিদ্ধ করেছিলেন। শরণার্থীর অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য মেক্সিকো বর্ডারে প্রাচীর তুলেছিলেন যা ট্রাম্পের প্রাচীর নামে খ্যাত। এমনকি শরণার্থী শিবিরে পরিবার পৃথকীকরণের নামে অভিভাবকদের কাছ থেকে শিশুদের আলাদা করে রাখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই ব্যবস্থা শিশুদের জন্য একেবারেই স্বাস্থ্যকর ও সুস্থ পরিবেশ ছিল না বলে অভিযোগ ছিল। এমনকি শিশুদের কান্না থামিয়ে রাখার জন্য

ইঞ্জেকশন দিয়ে ওষুধ প্রয়োগ করা হত যা শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে বিঘ্নিত করবে বলে বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেছিলেন। ট্রাম্পের এমন অমানবিক আচরণ তখন সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। শুধু তাই নয় তাঁর বিরুদ্ধে ৩৪টি জালিয়াতির অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। পরিশেষে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে তাঁকে। ইতিহাসবিদ ও পন্ডিতদের মতে ৪৫ তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনিই আমেরিকার ইতিহাসে সবথেকে নিম্নমানের প্রেসিডেন্ট। বিদ্দজনের কাছে একজন নিম্নমানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিবেচিত হলেও তিনি পুনরায় ক্ষমতা দখল করেছেন। ৪৭ তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর নিম্নমানের তত্ত্বকে অন্যরূপে পরিবেশনে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। তিনি দেশে দেশে শান্তির দূত হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ইজরায়েল–প্যালেস্টাইনের যুদ্ধবিরতির পক্ষে একদিকে কথা বলেছেন, আর একদিকে ইজরায়েলকে মদত দিয়ে চলেছেন। ইউক্রেন–রাশিয়ার যুদ্ধে ইউক্রেনের মদতে যেমন আছেন, তেমন আবার রাশিয়ার বিষয়ে নিশ্চুপ থেকেছেন। আর ভারত–পাকিস্থানের ক্ষেত্রে তিনিই নিজেকে পরিত্রাতা হিসেবে সর্বদা দাবি করেছেন। এমতাবস্থায় ট্রাম্পের নাম নোবেল শান্তি পুরস্কারের সম্ভাব্য তালিকায় স্থান পাওয়ার চর্চা পর্যন্ত হয়েছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

অর্থনীতি

সর্বোচ্চ উচ্চতায় বাজার থমকে

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও
মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

আজ বুধবার এই লেখা যখন লিখছি তখন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি ২৬১৪০, অদ্ভুতভাবে গত সপ্তাহে যখন লিখছিলাম আমেরিকার মার্কেট বাড়লেও ভারতের বাজার ক্রমাগত একটা রেঞ্জের মধ্যেই রয়েছে অর্থাৎ থমকে রয়েছে। ২০২৬ সালের প্রেক্ষিতে মেটাল সেক্টর, সরকারি ব্যাংক উপরের দিকে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে নতুন ভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগ

অর্থাৎ বিগত বুধবারে বাজার ছিল ২৬১৫০ এর কাছাকাছি। বাজার বর্তমানে বড় একটা রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে যার উপরে ২৬৫০০ এবং নিচে ২৫৮০০, আগামীতে বাজেটের উপর ভিত্তি করে বাজারে বড় মুভমেন্টের সম্ভাবনা রয়েছে। শুরু না হলে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ দিয়ে খুব দ্রুত বাজার উপরের দিকে যাওয়াটা সমস্যা জনক। এখন দেখার আন্তর্জাতিক সমস্যা মিটিয়ে ভারত আবার কতটা আমেরিকার কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে, বাজার সেটাই হয়তো দেখতে চাইছে।

রেলে ৩১১ ইন্সপেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় রেলের বিভিন্ন ডিভিশন ও জোনে কাজের জন্য সিনিয়র পাবলিসিটি ইন্সপেক্টর, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট, জুনিয়র ট্রান্সলেটর (হিন্দি), স্টাফ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টর, পাব্লিক প্রসিকিউটর, সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট (ট্রেনিং) পদে ৩১১ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং ০৪/2025. কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড–। (ট্রেনিং) সাইকোলজির দ্বিতীয় শ্রেণির মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা সাইকোলজিক্যাল টেস্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজে অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটার ও স্ট্যাটিস্টিক্সে জ্ঞান থাকতে হবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা, অর্গানাইজেশন সাইকোলজির স্পেশালাইজেশন থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। দৃষ্টিশক্তি দরকার বি–১, মূল মাইনে: ৩৫,৪০০ টাকা। শূন্যপদ : ২টি।

ল্যাব, অ্যাসিস্ট্যান্ট, গ্রেড–৩ (কেমিস্ট অ্যান্ড মেটালার্জিস্ট) : কেমিস্ট্রি বা মেটালার্জি বিষয় নিয়ে সায়েন্স শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। দৃষ্টিশক্তি দরকার বি–১, মূল মাইনে: ১৯,৯০০ টাকা। শূন্যপদ: ৩৯টি। চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট আইনের ডিগ্রি কোর্স পাশরা কোনো বারে ৩ বছর ওকালতি করে থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। দৃষ্টিশক্তি দরকার সি–১ মূল মাইনে: ৪৪,৯০০ টাকা। শূন্যপদ: ২২টি।

পাব্লিক প্রসিকিউটর: আইনের ডিগ্রি কোর্স পাশরা কোনোবারে ৫ বছর ওকালতি করে থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। দৃষ্টিশক্তি দরকার সি–১ মূল মাইনে: ৪৪,৯০০ টাকা। শূন্যপদ; ৭টি।

সিনিয়র পাবলিসিটি ইন্সপেক্টর : যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা পাব্লিক রিলেশন্স, অ্যাডভার্টাইজিং, জার্নালিজম, ম্যাস কমিউনিকেশন–এর ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে যোগ্য। সংশ্লিষ্ট ফিল্ডে অন্তত ২ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে। দৃষ্টিশক্তি দরকার সি–১ মূল মাইনে: ৩৫,৪০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৫টি।

স্টাফ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টর : যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা লেবার, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, লেবার ল–এর ডিপ্লোমা, পার্সোন্যাল ম্যানেজমেন্টের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা, এলএল.বি.(লেবার ল), হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কিংবা এম.বি.এ. পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের এম.বি.এ. পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে। দৃষ্টিশক্তি দরকার সি–১ মূল মাইনে: ৩৫,৪০০, শূন্যপদ : ২৪টি।

জুনিয়র ট্রান্সলেটর (হিন্দি): হিন্দি বা, ইংরিজি বিষয়ের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা ইংরিজি বা, হিন্দি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে থাকলে যোগ্য। হিন্দি থেকে ইংরিজি ট্রান্সলেশনের সার্টিফিকেট বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হতে হবে আর ২ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে। দৃষ্টিশক্তি দরকার সি–১ মূল মাইনে: ৩৫,৪০০ টাকা। শূন্যপদ: ২০২টি।

কোন রেলে কোন ক্যাটেগরিতে ক'টি শূন্যপদ তা সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে পাবেন–৩০ ডিসেম্বর থেকে, সংশ্লিষ্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে। প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা: সব রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায়ই প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার বেসড টেস্ট ও সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৩০ ডিসেম্বর থেকে ২৯ জানুয়ারির মধ্যে। কোন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় কোন ওয়েবসাইটে – দরখাস্ত করবেন: কলকাতা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbkolkata.gov.in, রাঁচি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়ে বসাই টে www.rrbranchi.gov.in, পটনা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbpatna.gov.in, গুয়াহাটি রেলওয়ে রিক্রক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbguwahati.gov.in, আহমেদাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়ে বসাই টে www.rrbahmed–abad.gov.in, আজমীর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrba–jmer.gov.in, প্রয়াগরাজ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে : www.rrbald.gov.in

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী

যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

১০ জানুয়ারি – ১৬ জানুয়ারি, ২০২৬

মেষ রাশি : যেকোনো সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবেন। শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে সাফল্যের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। আইনি বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। নিকটাত্মীয়ের বৈবাহিক জীবনে ঝামেলা কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে। সরকারি চাকরিতে কর্মরত ব্যক্তিরা বিশেষ দায়িত্ব পেতে পারেন।

বৃষ রাশি : সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনও সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু সময় ধরে আপনাকে সমস্যায় ফেলছে এমন একটি স্বাস্থ্য সমস্যা উন্নতি করবে। অংশীদারিত্বের ব্যবসায় ছোটখাটো সমস্যা অব্যাহত থাকতে পারে। চাকরি সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন।

মিথুন রাশি : আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে আসার সম্ভবনা আছে। সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য লাভের প্রতিশ্রুতি দেয় এমন পরিকল্পনা সফল হবে। বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ বা সংস্কারের জন্য পরিকল্পনা এগিয়ে যেতে পারে। মার্কেটিং বা লেনদেনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করুন।

কর্কট রাশি : গ্রহের অবস্থান অনুকূল থাকবে। বিচারাধীন আইনি বা সরকারি বিষয় সুসংবাদ বয়ে আনতে পারে। ছাত্র এবং তরুণদের তাদের পড়াশোনা এবং ক্যারিয়ারের মনোযোগ দরকার। কোনও আত্মীয়ের সাথে সম্পর্কিত অপ্রীতিকর খবর ব্যক্তিগত জীবনে কষ্টের কারণ হতে পারে এবং প্রভাব ফেলতে পারে। সপ্তাহটি কোনও নতুন কাজ শুরু করার জন্য অনুকূল সময় নয়।

সিংহ রাশি : আর্থিকভাবে ভালো থাকবে। শিশুর হাসির খবর বাড়িতে উৎসবমুখর পরিবেশ বয়ে আনবে। ভাইদের সাথে তর্ক আরও বাড়তে পারে, তবে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতাকারীতা তা সমাধান করতে পারে। সামর্থ্যের বাইরে ব্যয় করা এড়িয়ে চলুন। ব্যবসায় কিছু সমস্যা অব্যাহত থাকতে পারে।

কন্যা রাশি : শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আগ্রহী থাকবে। যারা বিদেশ ভ্রমণের চেষ্টা করছেন তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। কিছু ঘনিষ্ঠ সহযোগী পরোক্ষভাবে কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। ধার নেওয়া বা কোনও ধরণের লেনদেন করা ক্ষতিকারক হবে। কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রম বাড়তে পারে। অংশীদারিত্বের ব্যবসা অনুকূল হবে।

তুলা রাশি : এই সপ্তাহে কিছু উত্থান–পতন হবে। স্থানান্তরের সম্ভাবনা আছে। যারা এটি করতে চান তাদের এটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। বিবাহের জন্য যোগ্য ব্যক্তিরা সুসংবাদ পেতে পারেন। সামর্থ্যের বাইরে ঋণ নেওয়া সমস্যার কারণ হতে পারে। কাঙ্ক্ষিত ফল না হলে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

বৃশ্চিক রাশি : বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ লাভজনক এবং সম্মানজনক হবে। মনোযোগ কাজ এবং আর্থিক কার্যকলাপের উপর থাকবে। পারিবারিক সহায়তাও থাকবে। প্রতিবেশী বা বন্ধুদের সাথে তর্ক হতে পারে। তরুণদের কোনও ঝুঁকি এড়ানো উচিত, ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসার উন্নতি হবে, নতুন পরিচিতি লাভজনক প্রমাণিত হবে।

ধনু রাশি : মুলতুবি অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তরুণরা তাদের দীর্ঘস্থায়ী ক্যারিয়ার–সম্পর্কিত প্রচেষ্টার ফলাফল দেখতে পাবে। কোনও পরিকল্পনা বা নীতিতে বিনিয়োগ করার আগেযাচাই প্রয়োজন। আদালতের বিষয় সম্পর্কিত নথি এবং কাগজপত্র–এর ক্ষতি সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় কাজের চাপ ভারী হবে। অফিসে অধস্তনদের বারবার বাধা দেওয়ার ফলে তাদের দক্ষতা প্রভাবিত হতে পারে।

মকর রাশি : সন্তানের সাফল্য আনন্দ এবং শান্তি বয়ে আনবে। নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করেন অনুসরণ করুন। গ্রহের গোচর অনুকূল। কাউকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি সমস্যায় ফেলতে পারে। ভাড়াটে বিষয়গুলি সমাধান হতে সময় লাগবে। ব্যবসার অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। কারো সাথে কোনও লেনদেন করা এড়িয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অবদান এবং নিষ্ঠা, সম্মান এবং খ্যাতি বৃদ্ধি করবে। অন্যদের প্রভাবিত করার ফলে ক্ষতি হতে পারে। টাকা ধার দেওয়া এড়িয়ে চলুন। আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে কিছু সময় ব্যয় করা ভালো হবে। কর্মক্ষেত্রে উপস্থিতি কর্মীদের দক্ষতা নিশ্চিত করবে। আয়ের উৎসও বৃদ্ধি পাবে। পরিবারের অনেক সদস্য স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগতে পারেন।

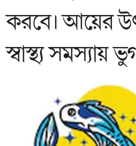

মীন রাশি : লক্ষ্য অর্জন একটি অগ্রাধিকার হবে এবং সাফল্যও অর্জন করবেন। ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ থাকবে। যেকোনো ধরণের লেনদেন করার সময় সতর্ক থাকুন। সন্তানদের কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। অংশীদারিত্বের জন্য সময়টি অনুকূল। চাকরিজীবীরা বদলির বিষয়ে সুসংবাদ পেতে পারেন। পদোন্নতিও সম্ভব। অতিরিক্ত কাজের চাপ শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

কূটনৈতিক নিরবতা খুলে দেবে

প্রথম পাতার পর

অবশেষে সেই পুরস্কার পেয়েছে ভেনিজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মাচাদো। দক্ষিণপন্থী গণতন্ত্রকামী এই মাচাদো যিনি নাকি ভেনিজুয়েলার গণতন্ত্রের জন্য লড়েছেন তিনি আবার ইজরায়েলের পক্ষে, এমনকি ট্রাম্পের কট্টর সমর্থক। তাঁর নোবেল পুরস্কার ট্রাম্পের সাথে ভাগ করে নিতে চেয়েছেন বলে মন্তব্য করেছিলেন। ৭টি যুদ্ধবিরতির ক্ষেত্রে ট্রাম্পের ভূমিকা আছে বলে তিনি মনে করেন। অথচ তাঁর দেশের প্রেসিডেন্টকে ট্রাম্পের প্রশাসন তথাকথিত যুদ্ধ ছাড়াই অপহরণ করা ট্রাম্পের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নমুনা হলে ভেনিজুয়েলা বিপদমুক্ত তা বলা যায় কি? নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত মানুষ যদি ইজরায়েলের পক্ষে, কিংবা ট্রাম্পের সমর্থক হন, তাহলে শান্তি শব্দের অর্থটা কেবল অভিধানের। নোবেল কমিটির নিঃশব্দ সমর্থন সেই ট্রাম্পের দিকেই বলা যেতে পারে।

ট্রাম্পের এমন কর্মকাণ্ড পৃথিবীজুড়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিন্দা কিছু প্রকাশিত হলেও প্রতিবাদের চেহারায় তা একেবারেই নয়। পাশাপাশি বৃহৎ শক্তির অন্যান্য রাষ্ট্রের নিশ্চুপ থাকা এবং ভারত ও ভারতের মত তুলনামূলক ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের মৌন থাকা ট্রাম্পের কর্মকাণ্ডকেই মান্যতা দেয়। ক্ষমতাধর রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রকে গ্রাস করার খেলায় আধুনিক সামরিক ক্ষমতার মাৎসন্যায় নীতির এই আধুনিক সংস্করণ যা শুধু সংকট দুর্বল রাষ্ট্রের নয় তার সাধারণ মানুষের জীবনের সামনে আর এক সংকটের পূর্বাভাস দিচ্ছে।

ট্রাম্প আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে বলে চিৎকার হলেও ট্রাম্পের বিচার কে করবে? অথচ আমেরিকার বুকে ভেনিজুয়েলার বন্দী প্রেসিডেন্টের বিচার চলছে। বামপন্থীদের ভাষায় আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র সম্পর্কে তাদের প্রকাশ্য সভায় ও মিছিলে শুনতে পাওয়া যায়। আজকের ট্রাম্পের কর্মকাণ্ড সেই চরিত্রের অন্যরূপ হাজির করেছে। সারা দুনিয়ার গণতন্ত্রকামী রাষ্ট্রের নীরবতা সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের সমর্থন ছাড়া আর কিছু নয়। সেই সমর্থনে লুকিয়ে থাকে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ। এমনকি তথাকথিত কমিউনিজমের চরিত্রের রাশিয়া এবং চীনও সেই স্বার্থই পোষণ করে চলেছে। তাহলে আজকের পৃথিবীর বুকে গণতন্ত্রের নামে, কমিউনিজমের নামে যদি সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের কলেবর বৃদ্ধি পায়, তাহলে পৃথিবীটাই সাম্রাজ্যবাদের আগ্নেয়গিরিতে বসে থাকবে। তখন ধ্বংসই কেবল রাষ্ট্রের সুখ। আমেরিকার পথ ধরে সেই দিন কি আরো দ্রুত এগিয়ে আসছে?

কুয়াশার চাদরে বন্দি সুন্দরবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : নতুন বছরের শুরু থেকেই কনকনে ঠাণ্ডায় কাঁপছে তিলোত্তমা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। মঙ্গলবার থেকে সুন্দরবনের উপকূলীয় এলাকাগুলিতে উত্তরের হাওয়া বইতে শুরু করায় শীতের দাপট কয়েক গুণ বেড়েছে। হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডার পাশাপাশি ঘন কুয়াশার দাপটে কার্যত থমকে গিয়েছে জনজীবন। সুন্দরবনের গোসাবা, কুলতলী, পাথরপ্রতিমা, নামখানা এবং গঙ্গাসাগর সর্বত্রই ভোরের দিকে দৃশ্যমানতা নেমে আসছে শূন্যের কাছাকাছি। এর ফলে জলপথে ফেরি চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। দুর্ঘটনা এড়াতে সকালে বেশ কিছুক্ষণ ফেরি সার্ভিস বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছে প্রশাসন। বেলা বাড়ার পর রোদ ঝলমলে আকাশ দেখা দিলে এবং কুয়াশা কাটলে পুনরায় পরিষেবা স্বাভাবিক হচ্ছে। সড়কপথেও কুয়াশার প্রভাব পড়েছে স্পষ্ট। হেডলাইট জ্বালিয়ে অত্যন্ত ধীর গতিতে চলছে যানবাহন। ফলে গন্তব্যে পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের। রাতে এবং ভোরে যারা জরুরি প্রয়োজনে বাইরে বেরোচ্ছেন, তাদের নাক–মুখ ঢেকে এবং ভারি গরম পোশাকে সজ্জিত হয়ে বেরোতে দেখা যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের ছবিটা আরও কিছুটা অন্যরকম। হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতে কাকভোরে অনেককেই রাস্তার ধারে খড়কুটো জ্বালিয়ে আগুন পোহাতে দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, গত কয়েক বছরের তুলনায় এবারের জানুয়ারির শুরুতেই শীতের কামড় বেশ জোরালো।

হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, আগামী কয়েকদিন এই পরিস্থিতি বজায় থাকবে। উত্তুরে হাওয়া ও কুয়াশার এই জোড়া ফলায় আপাতত ঠাণ্ডার আমেজ চুটিয়ে উপভোগ করছে রাজ্যবাসী, তবে যাতায়াতের দুর্ভোগে কিছুটা নাজেহাল সাধারণ মানুষ।

বাঙালি ফের ডুবতে চলেছে অস্থিরতায়

প্রথম পাতার পর

টাইম মেশিনে চড়ে একটু পিছিয়ে যেতে পারলে দেখা যাবে এমন অস্থিরতার স্রোতে আগেও কয়েকবার তছনছ হয়ে গেছে বাঙালির জীবন জীবিকা। ৫০ বা ৬০–এর দশকে জন্মে আজও যারা বেঁচে আছেন তারা জানেন স্বাধীনতার আগে ও পরে হিন্দু–মুসলিম দাঙ্গা, ১৯৫৩ সালে ন্যূনতম বাস ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে জঙ্গী আন্দোলনের কথা। ১৯৫৫–তে শুরু হওয়া খাদ্য আন্দোলন প্রাণঘাতী আকার নিল ১৯৫৯–এ। আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিল ৬৫ জন বাঙালি। ১৯৬২–তে চীনের ভারত আক্রমণ। ভাগ হয়ে গেল কমিউনিস্ট পার্টি। ভেঙে গেল কংগ্রেস। ১৯৬৬–তে ফের দানা বাঁধলো খাদ্য আন্দোলন। দেশভাগের শরণার্থী স্রোত বাড়িয়ে দিল পাকিস্তানে সংগঠিত দাঙ্গা। বারবার রাষ্ট্রপতি শাসন, বারবার সরকার বদল। অস্থিরতার অনিশ্চয়তায় ডুবে গেল বাংলার জনজীবন।

ফের অস্থিরতা ফিরে এল ১৯৭২ সালের পর। নকশাল দমনের নামে শেষ হতে থাকলো বাংলার মেধা। বাংলার যৌবন তখন পুলিশের ট্রিগারের সামনে। অনিশ্চয়তায় ডুবে গেল বাঙালির রুজি রোজগার। সে সময়ের পুলিশি অত্যাচার, শাসকদলের দাদাগিরি, জরুরী অবস্থা আজ কালো ইতিহাস।

তবুও পরিবর্তন এল। তেরঙ্গা শাসক ক্ষতম হয়ে এলো লাল বিপ্লবীদের যুগ। অচিরেই সাম্যবাদের স্বপ্ন ঘুচে গিয়ে নিঃশব্দে বাঙালি জীবনের প্রতি ধাপে প্রবেশ করলো কটু রাজনীতির বিষবাষ্প। সৃষ্টি হল সাইন্টিফিক রিগিং তত্ব। একদল বাঙালি শিখলো ক্ষমতা ধরে রাখার কৌশল। বাঙালি সমাজে পড়লো তার দীর্ঘ ছায়া যা ক্রমেই রূপ নিল অস্থিরতায়।

ফের পরিবর্তন এল। সকলের আশা ছিল এবার নতুন যুগের সঙ্গী হবে বাঙালি। কিন্তু এবারও হল না। নতুন নেত্রীর নতুন দলের সেই আশা মিটে গেল কয়েক বছরেই। সুদিনের বদলে ফিরে এল দুর্নীতি, তোলাবাজি, দাদাগিরির নির্লজ্জ প্রদর্শনী। ফিরে এল ধর্ম নিয়ে রাজনীতির কদর্য রূপ। আইন শৃঙ্খলার অবনতি অস্থির করে তুললো জীবন। জনমুখী প্রকল্পের নামে শুরু হল ভোটের বেসাতি। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ক্রমাগত টক্কর বাঙালিকে পিছিয়ে দিচ্ছে প্রতিদিন। জাতীয় অগ্রগতির কোনো সুফল পাচ্ছে না বঙ্গ জীবন। অস্থিরতা আরও একবার গলা টিপে ধরছে বাংলার।

আশা শুধু একটাই। বাঙালি তার ঘুরে দাঁড়াবার লড়াই ছাড়েনি। এসআইআর নিয়ে যে এত রাজনৈতিক লড়াই চলছে তাতে কিন্তু গা ভাসায়নি সাধারণ বাঙালি। তারা নির্বিবাদে ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েছে, বিএলওকে সাহায্য করেছে, শুনানীতে হাজির হচ্ছে, নথি জোগাড় করে জমা দিচ্ছে। যত বিরূপ প্রচার হচ্ছে বাঙালি তত নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে চোয়াল শক্ত করছে, নির্বাচন কমিশনের বিধি মেনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছে। আগামী নির্বাচনেও বাঙালিকে এভাবেই সঠিক ভূমিকা পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, প্রত্যেকটি জাতীয় স্তরে নিজেদের নেতৃত্ব কায়েম করতে না পারলে বাঁচার আশা নেই। আগামী দশকগুলোকে নিজেদের করতে হলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আঙিনায় দৃঢ় পদক্ষেপে দাঁড়াতে হবে বাঙালিকে। শুধু রাজ্যে রাজ্যে, দেশে দেশে মেধা বিক্রি করে বাঙালিয়ানা বজায় রাখা যাবে না। মরতে হবে অস্থিরতায় ডুবে।

সাগরে ফিরলো অগ্নিকাণ্ডের স্মৃতি

প্রথম পাতার পর

প্রায় ১ ঘণ্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে দমকল দপ্তর। কিন্তু ততক্ষণে বেশ কিছু হোগলা ছাউনি আগুনে ভষ্মীভূত হয়ে গেছে। ঘটনাস্থলে ছুটে যান সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী তথা সাগরের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রাও ও অন্যান্য সরকারি আধিকারিকরা। প্রসঙ্গত গত ৫ জনুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী গঙ্গাসাগরের প্রস্তুতি পর্ব খতিয়ে দেখে আসেন। সেই ঘটনার ৭২ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই এই বিধ্বংসী আগুন নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সূত্রের খবর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় প্রশাসনিক আধিকারিকদের নাকি প্রস্তুতি বৈঠকে বারবারই আগুন নিয়ে সতর্ক করেছিলেন। তা সত্ত্বেও এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলো কি করে সে নিয়ে নানা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। প্রসঙ্গত প্রতিবছরই সাগর মেলায় যে হোগলার ছাউনি নির্মাণ করা হয় সেটা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হত যে অগ্নি নিরোধক ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থাৎ হঠাৎ করে সেখানে আগুন লাগবে না। তাহলে এই আগুনের ঘটনা ঘটলো কি করে? সাগরের বিজেপি নেতা অরুনাভ দাস এই প্রসঙ্গে বলেন, 'এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নিরাপত্তা খতিয়ে দেখার ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই যে ঘটনা ঘটলো তাতে প্রমাণিত হচ্ছে যে এই ঘটনায় প্রশাসনিক ব্যর্থতা আছে। গত বছর প্রয়াগে মহাকুম্ভের সময় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে এ রাজ্যের শাসকদলের নেত্রী বলেছিলেন 'মৃত্যুকুম্ভ'। তাহলে এই ঘটনা কে কি বলবেন?' মেলা পূর্ণরূপে শুরু হয়নি, যদি ভরা মেলায় এই ঘটনা ঘটতো তাহলে কত প্রাণ মানুষের যেত সে কথা ভেবে আঁতকে উঠতে হচ্ছে! ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তার ফেসবুকে একটি ছবি দিয়ে পোস্ট করেছেন, 'সাগরে পুলিশ কন্ট্রোল রুম আগুনে ভষ্মীভূত। লক্ষণ ভালো ঠেকছে না।' সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এই প্রসঙ্গে বলেন, 'এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। শর্ট সার্কিট এর ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। দমকল দপ্তর দ্রুততার সঙ্গে খুব ভালো কাজ করেছে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। যেখানে মূলত ভষ্মীভূত হয়েছে সেখানে সাংবাদিকদের থাকার কথা। ওই ঝাউনি দ্রুত মেরামত করা হচ্ছে বা সংস্কার করা হচ্ছে। বঙ্কিমবাবু জানান, কোন প্রাণহানীর ঘটনা ঘটেনি। তবে এই ঘটনায় কপিলমুনির মন্দির লাগোয়া যে সমুদ্রতট আছে সেখানকার তীর্থযাত্রীদের মনে যথেষ্ট আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

মকর সংক্রান্তির ৫ দিন আগেই সাগর দ্বীপের এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মেলার সাফল্য নিয়ে অনেকেই অশনি সংকেত দেখছেন। এ বছর জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা দাবি করেছেন, এবার সাগর মেলায় তীর্থযাত্রীর সংখ্যা ১ কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে। এমনিতেই প্রতি বছর সাগর মেলার তাল কেটে দেয় মুড়িগঙ্গার পলি এবং ঘন কুয়াশা। এ বছর প্রশাসনের সামনে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি মূল সাগর দ্বীপে তীর্থযাত্রীদের সামগ্রিক নিরাপত্তা দেওয়াটাও আরো কঠিন চ্যালেঞ্জ। এখন দেখার এই সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সাগর মেলা কতটা সাফল্যের মুখ দেখে।

জবা কুসুমেই

প্রথম পাতার পর

রবি মন্ত্র / 'জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্ // ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।। মন্ত্রের অর্থ–জবাকুসুম ফুলের মতো রক্তবর্ণ, কশ্যপ মুনির পুত্র, মহাতেজস্বী এবং সকল পাপহরণকারী সূর্যদেবকে প্রণাম করি।এই মন্ত্রটি পাঠ করবেন – (১) রবিবার সকালে স্নান সেরে পরিস্কার বস্ত্র পূর্ব দিকে মুখ করে দাঁড়ান বা বসুন। (২) সামনে একটি তামার পাত্রে জল রাখুন। (৩) মন্ত্র পাঠের পর সেই জল সূর্যদেবকে নিবেদন করুন।

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন

এই দুই নম্বরে

৬২৯১৫৯১৬৩৫/৯০৬২৪০৬৮৪৮

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, নাটকের মহড়া, বই বা সিডি প্রকাশ করবেন? চিন্তা নেই আছে হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

নাম পরিবর্তন

আমি রিংকি(RINKI) সরদার, স্বামী রতন সরদার। আমার পুত্র সুবেন্দু সরদার। গ্রাম – দুমকি,পোঃ– জয়রামখালি,থানা –ক্যানিং, জেলা –দঃ ২৪ পরগনা'র স্থায়ী বাসিন্দা। আমার পুত্র সুবেন্দু সরদার। তার জন্মশংসা(CSDH/980/12)পত্রে ভুলবশত আমার নাম রিংকু(RINKU) সরদার হয়েছে। ৯ জানুয়ারী ২০২৬ আলিপুর ফার্ষ্ট ক্লাস কোর্ট এফিডেফিটবলে রিংকু(RINKU) সরদার ও রিংকি(RINKI) সরদার এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

ইডির ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

আর ইডির যে সমস্ত প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা নিয়ে তারাও কিভাবে একজনকে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বা নথিপত্র নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে চলে যেতে দিলেন? আবার সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের যে আইপ্যাকের অফিস সেখান থেকে পুলিশের লোকেরা যখন গাদা গাদা ফাইল লোপাট করে দিচ্ছিল তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারিনি কেন ইডি? সিপিএমের শতরূপ ঘোষ তো একটি টক–শোতে বলেই দিয়েছেন, ইডি কি তল্লাশি তে এসে গুরুত্বপূর্ণ ফাইলটা নিয়ে যাবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন? কলকাতার লাউডন স্ট্রিটের ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী যখন নিজেই ঘোষণা করছেন, এবার তিনি সল্টলেক সেক্টর ফাইভের আইপ্যাক এর অফিসে যাচ্ছেন তখন কেন ইডি পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত রাখেননি? এমনিতেই কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বসেছিলেন, তখন সাংবাদিকরা প্রশ্ন তুলেছিলেন, বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের একটা সেটিং তত্ত্ব আছে। কারণ এর আগে অনেক ঘটনা ঘটেছে তারপরে সমস্ত কিছুই চাপা পড়ে গেছে। আবার যখন কোন নির্বাচন আসন্ন হয় তখন ইডি–সিবিআই তৎপর হয়ে ওঠে। কারণ দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা সিবিআই বা ইডি যে সমস্ত তদন্ত করছে তার কোন সদর্থক ফল এখনো হাতেনাতে পাওয়া যায়নি। যদিও ইডি কলকাতা হাইকোর্টে গেছে, সেই মামলায় কি হয় সবাই এখন সেটার অপেক্ষা করছে। ইডি সূত্রে খবর পাওয়া যাচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক শুক্রবার বারোটার মধ্যে অর্থাৎ ৯ জানুয়ারি দুপুর ১২টার মধ্যে একটি রিপোর্ট তলব করেছে। যেখানে জানতে চাওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী প্রতীক জৈনের বাড়িতে কিভাবে পৌঁছলেন, সেখানে কি করলেন, কিভাবে ফাইল নিয়ে বেরোলেন এবং ইডির কোন কোন আধিকারিকরা ওই তল্লাশিতে ছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ। এখন সেই বিবরণ দেখে যদি কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি এ ব্যাপারে কড়া কোন পদক্ষেপ না নেয়, আগামীদিনে কিন্তু আবার সেটিং তত্ত্ব ভেসে উঠবে এবং ইডি বা কোন কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রতি মানুষের আর কোন ভরসা থাকবে না। ইডি সূত্রে আরও একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, কলকাতায় কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে তারা তল্লাশি চালায়নি, এটা সম্পূর্ণ একটি অর্থ নয়ছয় মামলার ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তির বাড়িতে হানা চালানো হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে নির্বাচনের কোন সম্পর্ক নেই।

শব্দবার্তা ৩৭৪

১			২	■	■	৩	■
	■	■	৪				
	■	■		■	■		■
৫	৬			■	■		■
■		■	■	৭			৮
■		■	■	৯	■	■	
					■	■	
■		■	■	১০			

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। কন্দর্প ৪। নানা রঙের ৫। ঋণের দলিল, খত ৭। মহৎকর্ম, কীর্তি ৯। জ্যোৎস্নারাত্রি ১০। লঙ্কার রাজা রাবন

উপর–নীচ

১। উত্তম গন্ধযুক্ত ২। কেরানি ৩। বড়ো ও দীর্ঘ পর্দা যা দিয়ে ঘরের কোনও অংশ আড়াল করা হয় ৬। মৃত্যুর তুল্য অবস্থা ৭। নতোদর ৮। এটা জোড়হস্তে করুন

সমাধান : ৩৭৩

পাশাপাশি : ২। অনবরত ৪। পরিবার ৫। খরচা ৭। কাটান ৯। সংকোচ ১০. ঠাকুরদাদা

উপর–নীচ : ১। জন্মপত্রিকা ২। অর্ডার ৩। বদ্ধশিক্ষা ৬। চালচলন ৮। নমস্কার ৯। সওদা

জেলায় জেলায়

সরকারি অফিসের মধ্যে বাজছে বক্স

কাটমানির টাকায় পিকনিক : বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কেশবপুর : ৪ জানুয়ারি ডোমজুড়ের দক্ষিণ ঝাঁপরদহ কেশবপুর রংপাড়ায় এসআইআর বিরোধী একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়। ওই মিছিলে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের জন্য এরপর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ছবিতে দেখা যায় অফিসের মধ্যে বক্স বাজছে। থরে থরে সাজানো খাবারদাবার। আর এই ছবি সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই ভোটের আগে শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির অভিযোগ কাটমানির টাকায় পিকনিক করা হচ্ছে সরকারি অফিসে যা বেআইনি। অভিযোগ অস্বীকার করে ডোমজুড় ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ জানান, রান্নার পর শুধু খাবার দাবার অফিসে রাখা হয়েছিল। বাইরে টেবিল চেয়ার পেতে খাওয়ানো হয়। জগৎবল্লভপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুবীর চ্যাটার্জি বলেন, সরকারি অফিসের ভিতরে পিকনিক হয়েছে এমন অভিযোগ সঠিক নয়। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।

আমতা সেতুর সিসি ক্যামেরা উধাও

দীপংকর মান্না , হাওড়া : দামোদর নদে আমতা সেতু বা আমতা ব্রিজ"। যার পোশাকি নাম রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র সেতু। জনবহুল এই সেতুটি আমতা, জয়পুর, উদয়নারায়ণপুর এমনকি হুগলির কিছু অংশের সংযোগ রক্ষা করে। প্রতিদিন সেতু দিয়ে শত শত যানবাহনের সাথে হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। বছর খানেক ধরে লক্ষ্য করছি সেতুর মাঝে থাকা সিসি ক্যামেরা কে বা কারা খুলে নিয়েছে। এমনকি আপনি সিসি ক্যামেরার আওতায় সতর্কীকরণ লেখাও চটকে দিয়েছে। ফলে সেতুটির

নিরাপত্তায় ব্যাঘাত ঘটছে। অথচ সেতুটির নাকের ডগায় ইরিগেশন দপ্তরের অফিস। নিরাপত্তার স্বার্থে অবিলম্বে সেতুটির দুই মুখ ও মাঝখানে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হোক।

প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ

সুমন আদক, হাওড়া : লিলুয়ার বামুনগাছি রেলব্রিজের সংস্কারের কাজের জন্য গত কয়েক মাস ধরেই ওই ব্রিজে ভারী যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। ফলে ওই রাস্তায় বন্ধ রয়েছে বাস চলাচলও। বিকল্প পথে চলছে গাড়ি। এর জেরে চরম সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। অভিযোগ, ব্যবসায় ক্ষতি হচ্ছে বাস মালিকদের। প্রতিবাদে ৫ জানুয়ারি সকালে অফিস টাইমে বেনারস রোড বামুনগাছি মোড়ে অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাতে সামিল হন বাসমালিক ও বাসের কর্মচারীরাও। এই রাস্তায় বাস চলাচল দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ কেন রয়েছে তা নিয়ে পথ অবরোধ করেন তাঁরা। পুরাতন এই ব্রিজের উপর দিয়ে ভারী যান চলাচল আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, পাশাপাশি রেলের তরফ থেকেও নতুন ব্রিজ তৈরির কাজ ভাড়া দিয়ে। আমাদের রোজগার তেমন নেই। যাতে দ্রুত এই রাস্তা তৈরি হয়ে বাস চলাচল শুরু হয় আমরা সেই দাবি জানাচ্ছি। গাড়ির কর্মচারী গৌতম পাইন বলেন, গত প্রায় ৬ মাস ধরে আমরা ভুক্তভোগী। আমরা আদৌ জানিনা কবে থেকে এই রাস্তায় ফের বাস চলবে। আমরা নিজেরাই এই অবস্থায় আশাহত হয়ে পড়েছি। আমরা সরকার এবং প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি। কোনও সুরাহা না মেলায় শেষে আমাদের এই অবরোধের পথ অবলম্বন করতে হয়েছে। মোট চারটে বাস রুট এখানে বন্ধ হয়ে রয়েছে। সমর মাইতি বলেন, এখানে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। বাস চলছে না। আমরা আর কতদিন অপেক্ষা করব? আমাদের জানিয়ে দিক কতদিনের মধ্যে কাজ শেষ করে বাস চলাচলের জন্য রাস্তা খুলে দেওয়া

চলছে। যার ফলে এই রাস্তা দিয়ে বাস চলাচল পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে বলে জানা গেছে। ছোট গাড়িগুলোই কেবল যাতায়াত করছে। এদিনের অবরোধ প্রসঙ্গে এক অভিভাবক বলেন, এখানে বাস রুট প্রায় ৬ মাস ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে। অথচ পয়সা দিয়ে ভারী গাড়ি বামুনগাছি ব্রিজ দিয়ে রাতে যাতায়াত করে। কিন্তু বাসের জন্য কোনও সুরাহা নেই। আমরা বাচ্চাদের বিকল্প রাস্তা দিয়ে স্কুলে পাঠাচ্ছি অনেক বেশি হবে। বাস চালিয়ে আর সংসার চালাতে পারছি না। মালিকদের পয়সা দিতে পারছিনা। পয়সা দিয়ে লরি ছাড়া হচ্ছে। অথচ বাস দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। আমাদের পরিস্থিতির সুরাহা না হলে আমরা আগামী দিনে সালকিয়া চৌরাস্তা, বেলগাছিয়া অবরোধ করে রাখব। এদিকে, এদিন সকালে বেশ কিছুক্ষণ ধরে রাস্তা অবরোধ চলে। পরে পুলিশের সঙ্গে কথাবার্তার পর প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তোলা হয়।

কমিশনারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শওকত মোল্লার

পার্থ কুশারী, ভাঙ্গর : ভাঙড়ের ঘটকপুকুর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের এক রাজনৈতিক সভা থেকে তিনি ইলেকশন কমিশনার গণেশ কুমারকে সরাসরি 'অপদার্থ' বলে কটাক্ষ করেন। একইসঙ্গে, বাংলায় এসআইআর আতঙ্কে যাঁরা

প্রাণ হারিয়েছেন, তার সম্পূর্ণ দায় ইলেকশন কমিশনের ওপর চাপান তিনি। শওকত মোল্লার অভিযোগ, বর্তমান ইলেকশন কমিশনারের ভূমিকার জেরেই রাজ্যজুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। সেই আতঙ্ক থেকেই একাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। সভা মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, বাংলার মানুষের আবেগ, সংস্কৃতি ও বাস্তব পরিস্থিতি না বুঝেই ইলেকশন কমিশন একের পর এক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছে, যার ফল ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্র রক্ষার নামে মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এসআইআর নিয়ে অযথা আতঙ্ক সৃষ্টি করে নির্বাচন কমিশন বাংলার মানুষকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করছে বলে অভিযোগ তোলেন শওকত মোল্লা। তাঁর কথায়, 'যাঁরা আতঙ্কে মারা গিয়েছেন, তাঁদের রক্তের দায় ইলেকশন কমিশনার এড়াতে পারেন না।' এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলার বাসিন্দাকে বাংলাদেশে পুশব্যাক

পাঁচজন নিখোঁজ—উদ্বেগে মৌসুনি দ্বীপের পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : পশ্চিমবঙ্গের ১৪ জন বাসিন্দাকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করার ঘটনার পর চরম উদ্বেগে তাদের পরিবার। নিখোঁজদের পরিবারের দাবি, সীমান্ত রক্ষীরা তাদের ছেড়ে না দিয়ে অসম সীমান্ত হয়ে আবার বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। ঘটনাটি শুরু হয় ওড়িশা থেকে। সেক হোসেনের পরিবারের ১৪ জন সদস্যকে 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে ওড়িশা সরকার গ্রেপ্তার করে জেলে রাখে। অভিযোগ, তাদের কাছ থেকে সব ভারতীয় নথিপত্র কেড়ে নেওয়া হয়। পরে নদিয়ার গেদে সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ তাদের বাংলাদেশে পুশব্যাক করে। বাংলাদেশে ঢোকার পর তারা বিজিবির হাতে ধরা পড়েন। এরপর তাদের তিন ভাগে—৫ জন, ৫ জন ও ৪ জন করে ভাগ করে হিলি সীমান্তের তিনটি আলাদা জায়গা দিয়ে ফের ভারতে পুশব্যাক করা হয়। ভাগ্যক্রমে ৫ ও ৪ জনের দুই দল একত্রিত হয়ে যায়। কিন্তু অন্য ৫ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ, ওই ৯ জনকেও পরে অসম সীমান্ত দিয়ে আবার বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হয়। বর্তমানে তাঁরা সিলেটের একটি গ্রামে

লুকিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে পরিবারের যোগাযোগ হলেও, কিভাবে দেশে ফেরানো হবে তা নিয়ে চিন্তায় আত্মীয়রা।

জানা গিয়েছে, সেক হোসেন ৩ ভাইয়ের মধ্যে ছোট ছিলেন। তাদের পরিবার ১৯৫০ সালে মেদিনীপুরের কাঁথি থেকে সুন্দরবনের নামখানার মৌসুনি দ্বীপে চলে আসে। এখানেই তাদের বসবাস ও বিয়ে হয়। পরে বড় ও ছোট ভাই কর্মসূত্রে ওড়িশায় চলে যান। সেক হোসেন সেখানেই মারা যান। তার স্ত্রী গুলজান বিবি সহ পরিবারের ১৪ জন সদস্য এখনও ওড়িশাতেই থাকতেন। সেক হোসেনের নাতি মুক্তার সেক বলেন, 'আমাদের পরিবারের সবার ভারতীয় নথিপত্র রয়েছে। তবুও জোর করে গ্রেপ্তার করে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। ৯ জনের সঙ্গে কথা হলেও ৫ জন নিখোঁজ। কীভাবে তাঁদের ফিরিয়ে আনব বুঝতে পারছি না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি বিষয়টি দেখার জন্য।'

মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মানসী ভট্টাচার্য্য জানান, 'এই পরিবার দীর্ঘদিন ধরে মৌসুনিতে বসবাস করছে। তাদের আত্মীয়রা ওড়িশায় কাজ করতেন। আমরা পরিবারের সঙ্গে কথা বলে একটি রিপোর্ট তৈরি করেছি, যা ব্লক প্রশাসনের কাছে জমা দেওয়া হবে।' এই ঘটনায় সীমান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। নিখোঁজ ৫ জনের খোঁজ ও আটকে পড়া ৯ জনকে দেশে ফেরানো নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

তৃণমূলের সভা ঘিরে যাত্রী দুর্ভোগ বোলপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর : ৬ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের যুব নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামপুরহাটের জনসভাকে ঘিরে বীরভূম জেলার একাধিক এলাকায় দেখা দিল চরম যানজট ও যাতায়াত সমস্যা। বিশেষ করে বোলপুর সাব ডিভিশনের বোলপুর বাসস্ট্যান্ডে তার প্রভাব পড়ে সবচেয়ে বেশি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রামপুরহাটের সভায় লোকজন নিয়ে যাওয়ার জন্য বোলপুর বাসস্ট্যান্ডের প্রায় অধিকাংশ যাত্রীবাহী বাস সভাস্থলের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যার ফলে সকাল থেকেই বোলপুর সহ বীরভূমের বিভিন্ন এলাকার সাধারণ যাত্রীরা পড়েন চরম দুর্ভোগে।

প্রতিদিন যেখানে বোলপুর বাসস্ট্যান্ডে যাত্রী ও বাসের স্বাভাবিক ভিড় লক্ষ্য করা যায়, সেখানে আজ সম্পূর্ণ উল্টো চিত্র দেখা যায়। বাসস্ট্যান্ড কার্যত জনশূন্য হয়ে পড়ে। যাত্রীদের ভিড় থাকলেও বাস না থাকায় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও অনেকেই গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেননি। বহু রুটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোনও বাস চলাচল করেনি বলে অভিযোগ।

বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের সঙ্গে কথা বললে তারা ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁদের অভিযোগ, বাস না থাকার কারণে তাদের রুজি–রোজগারে

বড় ধাক্কা লেগেছে। কেউ কাজে যেতে পারেননি, কেউ বা জরুরি প্রয়োজনে বাড়ি ফিরতে পারেননি। বিশেষ করে যাদের চিকিৎসা বা পারিবারিক জরুরি কাজ ছিল, তারা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন। এছাড়াও বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন দোকানদারদের অবস্থাও ছিল শোচনীয়। দোকান মালিকদের দাবি, প্রতিদিনের তুলনায় আজ বিক্রি হয়নি বললেই চলে। বাস বন্ধ থাকায় আমাদের ব্যবসা প্রায় বন্ধের মতো অবস্থা।"

সব মিলিয়ে রাজনৈতিক সভাকে কেন্দ্র করে বাস পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী—সবাই চরম অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগাম বিকল্প ব্যবস্থা না নেওয়ায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা।

বৃদ্ধি পাচ্ছে দেশি মদ বিক্রি

অভীক মিত্র , বীরভূম : ৬ জানুয়ারি রাজ্যের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়িতে(৬ ডিগ্রি)। জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়ায় বীরভূম জেলায় মদের বাজার তুঙ্গে উঠেছে। ২৩ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ২৫.০৩ কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছে বলে জেলা আবগারি দপ্তরসূত্রে জানা গিয়েছে। দেশি মদ ২,৪৮,৪৫৩ লিটার, বিলিতি মদ ১,৫৭,৭৫৮ লিটার, বিয়ার ৪৫,৫৫৭ লিটার বিক্রি হয়েছে। বাজারমূল্য হিসাবে দেশি মদ ৬ কোটি ৯৫ লক্ষ, বিলিতি মদ ১৬ কোটি ৮৬ লক্ষ, বিয়ার ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার বিক্রি হয়েছে।

শান্তিনিকেতন পৌষমেলায় ৬ দিনে ২,৪৯,৯৬,৪১১ টাকার মদ বিক্রি হয়েছিল। তার মধ্যে দেশি মদ ৯৮,৬৩,২৪০ টাকা এবং বিলিতি মদ ১,২৫,২৫,৭৪০ টাকার বিক্রি হয়েছিল। বোলপুর শান্তিনিকেতনে ৪৪টি দোকানে থেকে মদ বিক্রি হয়েছিল। যেকোনো বড়ো উৎসব, পুজো পার্বনে মদ বিক্রি বেড়ে যায়। নকল মদের উপর নজরদারি বাড়ানোর ফলে জেলায় বৈধ মদের বিক্রি বেড়েছে।

সৌজন্য বিনিময়, বিক্ষোভের মুখে মন্ত্রী

রবীন দাস, নামখানা : সম্প্রতি সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নামখানার রাজনগরে বীরেন গিরি নামে বিজেপি নেতার সঙ্গে দেখা করতে যান সাগর বিধানসভার বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। দেখা করতে যাওয়ার পথে তৃণমূলের কর্মীদের এক অংশের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন তিনি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় উত্তেজনা এতটাই চরমে পৌঁছায় নিজের গাড়ি রেখে মোটরসাইকেলে চড়ে পালিয়ে যেতে হয় মন্ত্রীকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নামখানা ব্লকের রাজনগর এলাকার বীরেন গিরি নামে তৃণমূলের এক নেতা কয়েক বছর আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছে। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা নিজে সেই তৃণমূল থেকে দলবদলু বিজেপির নেতার সাথে বৈঠক করার জন্য বীরেন গিরির বাড়িতে যায়। সেই খবর চাউর হতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা মন্ত্রীর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখায় বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, তৃণমূল থেকে পঞ্চায়েত ভোটের সময় দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান দেয় এই নেতা। এই ঘটনার পর বীরেন গিরি নামে ওই নেতা তৃণমূলের বেশ

কয়েকজন কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে মামলা করে আদালতে।

এ বিষয়ে নামখানা ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি অভিষেক দাস জানান, '২০২১ সালে রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা সাগর বিধানসভার বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা রাজনগর এলাকায় বীরেন গিরির বাড়ির কাছে একটি দুর্গা মন্দিরে মনস্কামনা পূরণের জন্য মানত করেছিলেন। সেই দুর্গা মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিলেন মন্ত্রী বীরেন গিরির পরিবারের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর সেই সুবাদে ওনার পরিবারের সঙ্গেও কথা বলতে গিয়েছিলেন। এরপর গ্রামবাসীরা এলাকার কিছু সমস্যা নিয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীকে জানান। গ্রামবাসীদের সমস্যা দ্রুত সমাধান করার আশ্বাস দেন তিনি। যে ঘটনাটি সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে যে মন্ত্রী নিজের গাড়ি ছেড়ে বাইকে করে পালিয়ে গিয়েছে! সেই ঘটনা হল, ওই এলাকার কিছুটা রাস্তা খারাপ থাকার কারণে স্থানরারাই মন্ত্রীকে জানিয়েছিল এখানে চারচাকা গাড়ি যেতে পারবেনা তাই কিছুটা রাস্তা বাইকে চেপে তিনি গিয়েছিলেন। এই ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক কোন সম্পর্ক নেই।'

এ বিষয়ে সাগর মণ্ডল–৫–এর বিজেপির যুব সভাপতি অভিজিৎ মাইতি জানান, 'এলাকাবাসীদের জন রোশের বহিঃপ্রকাশ এটা। এলাকাবাসীরা তাদের পরিষেবা পাচ্ছে না। রাস্তাঘাট বেহাল তাই মন্ত্রীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। এ রাজ্যে এই ঘটনা নতুন কিছু নয় প্রতিমুহূর্তে কোন না কোনো জায়গায় এই ঘটনা ঘটছে। উনি কোন বিজেপি নেতার সঙ্গে দেখা করতে যাবে সেটা ওনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এইটা সৌজন্যতা।'

বাঘের সাথে লড়াই, প্রাণ ফিরল মৎস্যজীবির

সুভাষ চন্দ্র দাশ, গোসাবা : ২ জানুয়ারি দুপুরে সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি জঙ্গল সংলগ্ন নদীখাঁড়িতে কলির দুর্যোধনের তৎপরতা এবং রণংদেহির জন্য বাঘের আক্রমণে জখম মৎস্যজীবি ফিরে পেলেন প্রাণ। নতুন বছরের শুরুতেই বাঘের আক্রমণে গুরুতর জখম হলেন এক মৎস্যজীবি। বর্তমানে জখম মৎস্যজীবি কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন কোষ্টাল থানার অন্তর্গত ছোট মোল্লাখালি পঞ্চায়েতের ৯ নম্বর কালিদাসপুর গ্রামের মৎসজীবি বিধান বিশ্বাস বনদপ্তরের বৈধ অনুমতি নিয়ে ৩১ ডিসেম্বর সুন্দরবনের নদীখাঁড়িতে মাছ–কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিল। সাথে ছিলেন সঙ্গী দুই প্রতিবেশী দুর্যোধন মণ্ডল ও লালু সরকার। ২ জানুয়ারি সকাল থেকে জঙ্গল এলাকার

নদীখাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরছিল তারা। সেই সময় একটি বাঘ সুন্দরবনের গহীন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বিধান বিশ্বাসের ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকে টানতে টানতে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সঙ্গীকে বাঘের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য দুর্যোধন ও লালু নৌকার বৈঠা আর গাছের ডাল ভেঙে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘক্ষণ লড়াইয়ের পর বাঘ সুন্দরবনের গহীণ অরণ্যের জঙ্গলে পালিয়ে যায়। সঙ্গীসাথীরা আক্রান্তকে উদ্ধার করে গ্রামের ঘাটে পৌঁছায়। রাত ৮ টা নাগাদ স্থানীয় ছোট মোল্লাখালি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। সেখানে ওই মৎস্যজীবির শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কলকাতায় স্থান্তরিত করেন চিকিৎসকরা।

অন্যদিকে, দুর্যোধন জানিয়েছেন, বনদপ্তর থেকে বৈধ অনুমতি নিয়ে মরিচঝাঁপি জঙ্গলের নদীখাঁড়িতে গিয়েছিলাম মাছ কাঁকড়া ধরতে। সেখানেই বাঘ বিধান বিশ্বাস কে আক্রমণ করে। বাঘের চোখে চোখ রেখে সঙ্গীকে উদ্ধার করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। মিনিট পাঁচেক লড়াইয়ের পর বাঘ পালিয়ে যায়। কোন রকমে তাকে উদ্ধার করে প্রাণে বাঁচাতে সক্ষম হই।'

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বাসুদেবপুরের প্রাথমিক ও জুনিয়ার স্কুলের নাভিস্বাস সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্বিকার

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাট খানার বাসুদেবপুর প্রাথমিক ও জুনিয়ার স্কুলের নাভিস্বাস উঠেছে। জনসাধারণের আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্বিকার রয়েছেন। অভিযোগে প্রকাশ বাসুদেবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন অবসর নিয়েছেন এবং অপর একজন চাকুরি ছেড়ে চলেগেছেন। কি শূন্যপদে দীর্ঘদিন যাবৎ কোন শিক্ষা নিয়োগ না হওয়াতে ছাত্রছাত্রীদে পড়াশুনা অসুবিধা হচ্ছে। মাত্র ২ শিক্ষকের পক্ষে সব ক্লাস নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আরও জানা যে এখানকার জুনিয়ার স্কুলটি ৬ বছর ধরে চলছে। কিন্তু এখনও বিদ্যালয়টি সরকারী অনুমোদন লাভ করেনি। গ্রামের বিদ্যালয়গুলির প্রতি এই ধরণের উপেক্ষা কি প্রধানমন্ত্রীর ২০ দফা কর্মসচি রূপারণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে না?

১০ম বর্ষ, ১০ জানুয়ারি ১৯৭৬, শনিবার, ০৯ সংখ্যা

অবৈধ দোকান ভাঙলেন মহকুমাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর : মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরের বাসস্ট্যাণ্ড এলাকায় সরকারি জায়গা দখল করে অবৈধ নির্মাণ গড়ে উঠেছিল দীর্ঘদিন আগে। সম্প্রতি অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ৪টি দোকান ভাঙলেন সদর মহকুমাশাসক শুভঙ্কর রায়। বহরমপুর থানার পুলিশের উপস্থিতিতে জে সি বি মেশিন নিয়ে এসে ভাঙা হয় দোকান ঘরগুলি। দোকান ঘর নির্মাণের বৈধ কোনো কাগজপত্র না থাকায়, প্রায় ৬মাস আগে দোকানগুলি ভেঙে ফেলার জন্য জেলা প্রশাসন থেকে নোটিশ জারি করা হয়েছিল। কিন্তু দোকানের মালিকরা তা না করায়, শেষ পর্যন্ত পুলিশের সাহায্যে প্রশাসন থেকে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয় দোকান ঘরগুলি। আগামীতে এভাবেই সরকারি জায়গা দখল করে থাকা বাকি অবৈধ নির্মাণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে এদিন সাংবাদিকদের জানান মহকুমাশাসক। অন্যদিকে যাদের দোকান ঘরগুলি ভাঙা হয়, তারা জানান, বহরমপুর পুরসভা এলাকা জুড়ে এরকম বহু দোকান এবং বাড়ি–ঘর সরকারি জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে। সেগুলিও ভাঙার দাবি করেন তারা।

শুভঙ্কর রায় বলেন, 'আমি ৬ মাস আগে অর্ডার করেছিলাম। ওনাদের সময় দেওয়া হয়েছিল। বারবার বলা হয়েছিল। কিন্তু তারপরও ওনারা দোকান ঘরগুলি সরাননি। এটি সরকারি জায়গা। সেখানে অবৈধভাবে দখল করে রাখা হয়েছিল। আমরা নোটিশ দিয়েছিলাম। তারপরে তাদের সুযোগও দিয়েছিলাম কাগজপত্র দেখানোর। তারা জমি সংক্রান্ত কোনো কাগজপত্র দেখাননি। তারপর ৬ মাস আগে ফের ওনাদের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল ওনাদের যা জিনিসপত্র রয়েছে, তা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু সেটাও ওনারা করেননি। তারপরে আমরা আজকে এই অবৈধ দোকান ঘরগুলি ভেঙে দিলাম। আগামীতে যদি এরকমভাবে কেউ অবৈধভাবে সরকারি জায়গা দখল করে নির্মাণ করে থাকে, তাহলে সেগুলিও ভেঙে ফেলা হবে।'

অভিষেকের বার্তা অনুব্রত–কাজল পাশাপাশি?

বিশাল দাস, বীরভূম : ৬ জানুয়ারি বীরভূমের রামপুরহাটের বিনোদপুর মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা শুধু রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না। এই সভার মঞ্চ থেকেই উঠে এল বীরভূমের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক ছবি, যা ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা ও আলোচনা।

মঞ্চে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁদিকে প্রথম সারির চেয়ারে বসতে দেখা যায় বীরভূম জেলা কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডলকে। তাঁর ঠিক পাশের চেয়ারেই বসেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ। দীর্ঘদিন ধরে এই দুই শীর্ষ নেতার মধ্যে মতানৈক্য ও সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে রাজনৈতিক মহলে যে গুঞ্জন চলছিল, সেই প্রেক্ষাপটে এই ছবি নিছক সৌজন্যমূলক নয় বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

বীরভূমের তৃণমূল রাজনীতিতে অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখ—দু'জনেই অত্যন্ত প্রভাবশালী মুখ। কিন্তু তাঁদের মধ্যে দূরত্ব, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং সংগঠন পরিচালনা নিয়ে মতভেদের কথা দীর্ঘদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। দলীয় সূত্রের দাবি, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বীরভূমের সংগঠনকে আরও মজবুত করতে শীর্ষ নেতৃত্ব ঐক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই একাধিক সভা ও সাংগঠনিক বৈঠকে স্পষ্টভাবে 'একসঙ্গে চলার' বার্তা দিয়েছেন। বিনোদপুরের মঞ্চে অনুব্রত ও কাজলকে পাশাপাশি বসিয়ে সেই বার্তাকেই কার্যত বাস্তব রূপ দেওয়া হয়েছে বলেই মনে করছেন তৃণমূলের একাংশ নেতা–কর্মী।

শুধু পাশাপাশি বসা নয়, সভা চলাকালীন অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখকে খোশ মেজাজে কথাবার্তা বলতেও দেখা যায়। কখনও হাসিমুখে আলোচনা, কখনও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মতবিনিময়—সব মিলিয়ে মঞ্চের সেই দৃশ্য এতদিনকার দ্বন্দ্বের জল্পনার সঙ্গে একেবারেই বিপরীত ছবি তুলে ধরেছে। এই দৃশ্য ঘিরে দলের অন্দরমহলে যেমন স্বস্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, তেমনই বিরোধী শিবিরেও শুরু হয়েছে নতুন করে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ।

তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, এই সৌহার্দ্য কি দীর্ঘস্থায়ী হবে? নাকি নির্বাচনের আগে দলীয় স্বার্থে তৈরি হওয়া সাময়িক সমঝোতা? রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আগামী দিনে বীরভূমে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত, কর্মসূচি ও নেতৃত্বের ভূমিকার মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হবে এই মঞ্চ–ছবি কতটা বাস্তব ঐক্যের প্রতিফলন।

তবুও আপাতত এটুকু বলা যায়, রামপুরহাটের বিনোদপুর মাঠের মঞ্চ থেকে উঠে আসা অনুব্রত–কাজল পাশাপাশি বসার সেই দৃশ্য বীরভূমের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐক্যের বার্তা আদৌ কতটা কাজে লাগল, তার উত্তর ভবিষ্যতই দেবে—কিন্তু এই মুহূর্তে সেই ছবি যে রাজনৈতিক জল্পনার নতুন ইন্ধন জুগিয়েছে, তা বলাই যায়।

আলোকপাত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ১০ জানুয়ারি – ১৬ জানুয়ারি, ২০২৬

স্বামীজীর পথ পাথেয় হোক

বাঙালীর জাগরণ, পরাধীন ভারতবাসীর জাগরণের লক্ষ্যে স্বামী বিবেকানন্দ বহুদিন আগেই পথ নির্দেশ করেছিলেন। সেই যুগে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর পর্ষদদের অগ্রগণ্য ভূমিকা করে সমাজকে পথ দেখিয়েছিল। স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের ভারত সেবাশ্রম সংঘ, যুগান্তর, অনুশীলন সমিতি প্রভৃতি সংস্থাগুলি পরাধীন দেশে বাঙালীর মাথা উঁচু বেঁচে থাকার পথ চিনিয়ে ছিলেন। একসময় বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের খানাতল্লাশীতে স্বামীজির বইপত্র পাওয়া যেত। স্বামীজি তখন দেহে নেই কিন্তু তাঁর বাণীকে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশনকে ইংরেজ শাসক ভয় পেয়ে সর্তক ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের 'জীবজ্ঞানে শিবসেবা'–র যে আদর্শ তা বিশ্ববাসীর কাছেপৌঁছে গেছে, ইসকনের প্রভুপাদের কৃষ্ণভাব আন্দোলনের বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রসার ও এক বছর সন্তানের হাত ধরে। নব জাগরণের বহু মানুষের জীবন সাধনায় যে বাঙালী ভারত ও বিশ্বে নিজস্ব স্থান করে নিয়েছিল, ইতিহাসের এক দুঃসহসময় হারিয়ে থাকে অনেক কিছু।

স্বামী বিবেকানন্দ আজকের বাঙলায়, আজকের ভারতে ক্রমশঃ আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল। শুধু রাজনীতির ভোটরূপে কিংবা খেলা মেলার ভীড়ে নয় প্রয়োজন হয়েছেন শিক্ষা থেকে বৌদ্ধিক ষ্টার অঞ্জনি।

আজকের মোবাইল আর সমাজ মাধ্যমের যুগে একদিকে যেমন যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব এসে গেছে অন্যদিকে সমাজমাধ্যমের সহজ লভ্যতার সুযোগে নীতি নৈতিকতার ওপর আঘাত আসছে। স্বামী বিবেকানন্দের বাস্তবচিত বাণী ও পথ শুধু উন্নত চরিত্রের সম াজ গঠনের জন্যই নয়, আগামী দিনের হারিয়ে যাওয়া বহু সংস্কৃতিকে সঠিক দিশায় পরিচালিত করতে তিনি আজও অপরিহার্য। ক্ষয়িষ্ণু বহু জীবনে স্বামিজী–নেতাজির আদর্শ কতটা সামাজিক তা প্রতিদিনের দৈনিক সংবাদপত্র গুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

কিছু মানুষের দুর্নীতি, অনৈতিক চরিত্র কখনই আদর্শ হয়ে উঠতে পারে না। সাধুসন্তরা পথ দেখান সত্যের কিন্তু ছাত্র সমাজের পথ দেখান শিক্ষকসমাজ। সেই শিক্ষক সমাজ এর মান–সম্মান নিয়ে যতই রাজনৈতিক বাক্‌বিতণ্ডা হোক বাস্তবক্ষেত্রে স্বামিজির জীবন নিয়ে পক্ষান্তরে আলোচনা কম। শুধু তিথি বা উদযাপন নয়, দৈনিক যাপনে যাতে বিবেকানন্দ প্রাসঙ্গিক হয়ে, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আদর্শ ও পথ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার জন্য আন্তরিকভাবে সিলেবাস কমিটির লোকজনকে সক্রিয় হতে হবে। জনপ্রতিনিধিদের প্রচেষ্টা থাকুক স্বামিজির পথকে, বাণীকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে পাথেয় করে তুলতে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য স্বতন্ত্র করে তুলেছিল নরেনকে

প্রবীর নন্দী

আমরা জানার চেষ্টা করব বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ তিনি কি কেবলমাত্র একজন ধর্মীয় সংগঠক না কেবল একজন ভারতীয় সনাতন ধর্মের প্রচারক অথবা এক ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতা মাত্র। নির্দিষ্ট করে বললে, তিনি এর কোনটাই নয় আবার তিনি এর সবটাই। দার্শনিক বিবেকানন্দ একজন চিন্তক, মানুষে মানুষে সমন্বয় ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মহান পথপ্রদর্শক। উদার, মানব প্রেমী ও স্বচ্ছ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একযোগী। বিবেকানন্দ সনাতন ধর্মের ধারক হওয়া সত্বেও তার মধ্যে কোন ধর্মীয় গোড়ামি সংকীর্ণতা ছিল না। তিনি ছিলেন অসাধারণ দেশপ্রেমিক, সাম্য ও মানবতায় বিশ্বাসী। তিনি হাতে অসি ধরেননি কিন্তু তিনি দেশবাসীকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন।

চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী বলেছেন, আমাদের আধুনিক ইতিহাসের দিকে তাকালে যে কেউ স্পষ্ট দেখতে পাবে? স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমরা কত ঋণী। ভারতের আত্ম মহিমার নয়ন তিনি উন্মীলিত করে দিয়েছিলেন। আমরা অন্ধ ছিলাম তিনি আমাদের দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় স্বাধীনতার জনক আমাদের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার তিনি পিতা।

বিবেকানন্দের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত পাশ্চাত্যের লোকেরা মনে করত। হিন্দু ধর্ম কুসংস্কার দুরাচার ও নীতিহীন লোকাচারের সমষ্টি মাত্র। হিন্দু ধর্ম বিশ্বে গুরুত্ব পাওয়ার দাবি করতে পারেনা। অনেক চেষ্টায় এলো সেই ঐতিহাসিক দিন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের ৪০০ তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে শিকাগোতে আয়োজিত বিশ্ব ধর্ম সভায় অখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতায় বিশ্ব সংস্কৃতির আধুনিক মানচিত্রে হিন্দু ধর্মের জন্য একটি নির্দিষ্ট উচ্চ স্থান নির্ধারণ করে দিলেন। বিবেকানন্দের ঝাঁকুনিতে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় গৌরব দেশাত্মবোধের চেতনা জেগে ওঠে। মহান দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ মনে করতেন প্রাচীন কাল থেকেই ভারতে ধর্ম ও দর্শন যথেষ্ট আছে। ভারতীয়দের এখন সবথেকে বেশি প্রয়োজন লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য খাদ্য সমাজে অবহেলিত মানুষদের সামাজিক ন্যায়, দুর্বল জনগণের মনে শক্তি ও সাহস সঞ্চয় আর সব থেকে বেশি প্রয়োজন নিজেদেরকে ভাবা যে আমরা পৃথিবীর মধ্যে গৌরব ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মহান জাতি। প্রতিটি মানুষের মধ্যে। বেদান্তের এই শাশ্বত সত্য তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের উপদেশ ও আদর্শ ভারতীয়দের মধ্যে নতুন উদ্যম ও আসার সঞ্চার করেছিল। তিনি শিখিয়েছিলেন, দেশ সেবাই ধর্মীয় সাধনা। দেশ বিপন্ন হলে ধর্মও–বিপন্ন হবে।

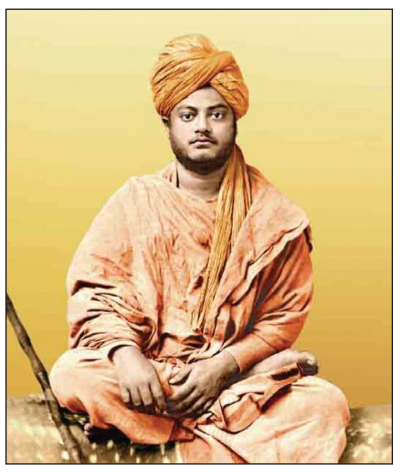

আমেরিকা জয় করার কথায় আবার আসি, সহায় সম্বলহীন অবস্থায় তিনি যখন আমেরিকায় পৌঁছলেন তখন তাঁর সম্পদ বলতে ছিল বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি অদম্য মনোবল আর অফুরন্ত ইচ্ছা শক্তি। সব বাধা অতিক্রম করে তিনি পৌঁছলেন শিকাগো ধর্ম মহাসভায়। তুফান তুললেন নাম গোত্রহীন অনাহুত সনাতন ধর্মের অনুসারী স্বামী বিবেকানন্দ। মাথায় পাগড়ি গেরুয়া আলখাল্লা পরা ভারতীয় সন্ন্যাসী আমেরিকার সংবাদপত্র গুলির শিরোনামে উঠে এলেন। আমেরিকার নারী পুরুষ তাকে একটুখানি দেখার আশায়, তাঁর কথা শোনার জন্য ভিড় করতে লাগলেন। একথা সত্যি যে ধর্ম মহাসভায় সব ধর্মের রথী মহারথীরা উপস্থিত থাকলেও নবীন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। কঠোর ত্যাগ বৈরাগ্যের আদর্শে বিবেকানন্দের চেতনা পরিমার্জিত হয়েছিল। এমন একজন গুরুর পদ প্রান্তে বসে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন, তা অন্যদের নাগালের বাইরে ছিল। এক কথায় বৈদিক ভারতের প্রজ্ঞা, আর্যদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি, সহমর্মিতা সেদিন বিবেকানন্দের শরীরী হয়ে উঠেছিল। অমিত তেজে মুহুর্মুহু ঝলসে উঠছিলেন। তিনি তাঁর সেই দিব্য শক্তির বিচ্ছুরণে সকলে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হচ্ছিল।

আমেরিকাবাসীর মন জয় করার পরে, একদিন নিউইয়র্কে আলো ঝলমলে ধনীতমদের ভোজ সভায় বসে বিবেকানন্দ ভাবছেন, যখন গুরুদেব দেহত্যাগ করলেন, তখন আমরা ১২ জন অজ্ঞাত অখ্যাত কপর্দকহীন যুবক। তখন অনেক প্রতিষ্ঠান সংঘ আমাদের পিষে ফেলতে চাইল। আমাদের পিষে মারতে চাইল, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, শাক্ত, তান্ত্রিক, গৃহী পরিবারের লোক জ্ঞাতি ও আত্মীয়রা। কেউ বলছে, গোটা কতক কলেজে পড়া ছেলে বেদান্ত বেদান্ত করে লাফাচ্ছে, কজন বোঝে? মুখে বললেই জগত মেনে নেবে? সংঘ নেই, সংগঠন নেই, সংবিধান নেই, তালিকাভুক্তি নেই, উপাধি নেই, বীজমন্ত্র নেই, গুরু পরম্পরা নেই। অমনি সব সন্ন্যাসী হয়ে গেল? সন্ন্যাসী জীবন যেন ছেলেখেলা?

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সান্নিধ্যে এসে আমরা এক অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছি। বাক সর্বস্ব না হয়ে জীবন যাপনের জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা ও বিরামহীন সাধনার অনুপ্রেরণা লাভ করেছি তাঁর কাছে। তিনি আজ পৃথিবীর সর্বত্র পূজিত। আসুন আজ আমরা মাথা নত করি তাঁর পায়ে যিনি শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের সান্নিধ্যে এসে তাঁর আশীর্বাদ ধন্য হয়ে বিশ্ব দরবারে ভারত বর্ষকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বিক্ষোভে উত্তাল ইরান

ঋজু দাস : ইরানে ক্রমবর্ধমান সরকার বিরোধী বিক্ষোভ দেশটির শাসক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য বড়সড় বৈধতা সংকট তৈরি করেছে। তেহরান থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিবাদ এখন ইরানের ৩১টি প্রদেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও এটি এখনও ২০২২–২৩ সালের মাহসা আমিনি–কেন্দ্রিক আন্দোলনের মতো ব্যাপক আকার নেয়নি, তবু বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমান অস্থিরতা ইরানি সমাজে গভীর অসন্তোষের ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রথমে তেহরানের গ্র্যান্ড বাজারে মুদ্রার দরপতনে ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীদের প্রতিবাদ থেকে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পরে এতে যোগ দেন মূলত তরুণ পুরুষরা। মানবাধিকার সংগঠন এইচ আর এ বিদেশে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে সমর্থনের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলছেন। 'গাজা নয়, লেবানন নয়—আমার জীবন ইরানের জন্য'–এই শ্লোগান এখন রাস্তায় রাস্তায় শোনা যাচ্ছে। অনেক নারী প্রকাশ্যে হিজাব পরতে অস্বীকার করছেন।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই পরিস্থিতিকে 'শত্রুর চক্রান্ত' বলে আখ্যা দিয়ে কঠোর অবস্থানের কথা বলেছেন। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে দমননীতি ও সীমিত ছাড় দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিলেও এবার সেই কৌশল কার্যকর নাও হতে পারে। এরই মধ্যে মার্কিন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিক্ষোভকারীদের

এন এ জানিয়েছে, এই বিক্ষোভে অন্তত ৩৪ জন প্রতিবাদকারী ও ৪ জন নিরাপত্তাকর্মী নিহত হয়েছেন, গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২,২০০ জনের বেশি মানুষকে। ৮ জানুয়ারি দেশজুড়ে ইন্টারনেট পরিষেবাও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বিক্ষোভকারীরা সরকারের কঠোর ধর্মীয় আইন, বাধ্যতামূলক হিজাব, অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং পাশে থাকার ইঙ্গিত দিয়েছেন। অন্যদিকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এই আন্দোলনকে ইরানি জনগণের জন্য 'নির্ণায়ক মুহূর্ত' বলে উল্লেখ করেছেন।

ইরানের রাস্তায় এখন একটাই প্রশ্ন—এই বিক্ষোভ কি শুধু প্রতিবাদে সীমাবদ্ধ থাকবে, না কি শাসনব্যবস্থার ভিত কাঁপিয়ে দেবে?

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

এইভাব অতীব সূক্ষ্ম অহং, এই ভাব অহংকার রূপে গণ্য হলেও বস্তুতঃ অহংকার নয়,। এই ধরণের অহং ও মুক্তিপ্রদ এবং জীবন্মুক্তগণের অন্তরে বাসযোগ্য হয়। আর দেহ–আমির জ্ঞান হল নিকৃষ্ট অহংকার। এই দেহই আমি, আমি ভোগে সুখী হব, আমার অন্য সকলের চেয়ে বেশী ভোগ্যবস্তু চাই ইত্যাদি আমি ও আমার আকারীয় যে জ্ঞান তা প্রাণীকে অশেষ দুঃখ বন্ধনে আবদ্ধ করে। রাগ–দ্বেষ সম্বলিত যে আমি তা আত্মার শত্রু, এবং সমূহ যন্ত্রণার আকর। এই নিকৃষ্ট অহঙ্কারকে জয় করলেই, প্রথম যে দুই মুক্তিপ্রদ অহঙ্কার, তা হস্তগত হয়। রাম বললেন, হে ব্রহ্মণ! ক্লেশকর ঐ তৃতীয় অহঙ্কারকে জয় ক"রলে মানুষ কেমন ভাব প্রাত হয়? বশিষ্ঠ বললেন, নিকৃষ্ট ঐ তৃতীয় অহঙ্কার পরিত্যাগে মানুষ যে অবস্থায় অবস্থান করুক না কেন, তাতে পরম উপাদেয় আত্মবোধ উদিত হয়। পরে প্রথম দুই উৎকৃষ্ট অহঙ্কারও যদি অন্তর হতে বিলুপ্ত হয়, তবে আরও উচ্চপদ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে লীন হওয়া যায়। তাই এমন পরমানন্দ, যা মানুষের স্বরূপ, তা লাভের জন্য সমস্ত অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। শরীরের ব্যাধির মত নিকৃষ্ট অহঙ্কার নিরাময়ে বিশেষ প্রচেষ্টা করা উচিত। পাপসর্বস্ব ঐ তৃতীয় অহঙ্কার বর্জন করাই পরমপদ লাভ করার শ্রেষ্ঠ উপায়। ঐ লৌকিক অহঙ্কার জয় ক"রে যে কর্মই করা হোক না কেন, তাতে অধোগতির সম্ভাবনা আর থাকে না। অহঙ্কার বর্জিত হলে, পঙ্কিলতাশূন্য অন্তরে, যেখানে কোন রাগ–দ্বেষাদির নিতান্ত অভাব, সেখানে কল্যাণশ্রী স্বতঃই অবস্থান করে। ধৈর্য্য ও যত্নের সাথে অহঙ্কার জয় করেই ভবসাগর পার হওয়া যায়।

বশিষ্ঠ বললেন, হে রাম! দাম–ব্যাল–কট যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গেলে, শম্বরের সেনাদল ছন্নছাড়া ও পরাজয় তৎপর হয়ে উঠল। শম্বর ভাবল, তার মায়াসৃষ্ট দামাদি অসুরত্রয় রণদক্ষ ও ভয়শূন্য হলেও অহঙ্কারী হয়ে ওঠায়, তাদের নিজেদের এবং সমস্ত রাজ্যের সর্বনাশ হয়ে গেল, এইবার আবার মায়াশক্তিতে নতুন ক"রে তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন নিরহংকারী অসুরযোদ্ধা সৃষ্টি ক"রলে দেবতাদের জয় করা যাবে। এরপর ভীম, ভাস ও দৃঢ় নামে তিন অসুর সৃষ্টি করল। তারা আত্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ হওয়ায় নিস্পাপ, নির্মল ও বীতরাগ গুণসম্পন্ন ছিল। নেহাত কর্তব্যজ্ঞানে সমত কার্য্য সম্পাদন করত। মনে কোন বিজাতীয় ভাব উদয় হলে আত্মবিচার ক"রে সৎ গুণের বৃদ্ধি করত। তাদের বোধে সর্বদা এইভাব জাগ্রত থাকত যে, আমাদের শরীর, ঐ দেবতাগণ, এই জগৎ সবই তৃণবৎ তুচ্ছ। সুতরাং তারা মৃত্যু–ভয়হীন ও অজেয় ছিল। এহেন নিরভিমানী যোদ্ধাগণ সহজেই আগন্তুক দেবতাদের পরাজিত ক"রে রাজ্য হতে দূরে নিক্ষেপ করত।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

ডায়মন্ড হারবার ও যাদবপুর: সিঁদুরে মেঘ আদৌ বর্ষাবে?

সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মরিয়া লড়াই। কেমন ছিল গত নির্বাচনের সংখ্যা চিত্র। এবারেই বা হাওয়া কেমন। সেসব নিয়েই ভোটের হাওয়া বুঝতে লোকসভা পরিক্রমায় নেমে পড়েছেন আমাদের বিশ্লেষক সুবীর পাল। এবার একাদশ কিস্তি...

"একেতে গরুর গাড়ি। তাতে আবার হেডলাইট।"

কথাটা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। গরুর গাড়ি বলতে ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে তিনি বুঝিয়েছেন, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস"কে। সারা দেশের নিরিখে আদতে এই আঞ্চলিক দলটির কঙ্কালসার চেহারার কথাই তিনি উপমার মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন অনেকটা ঘুরিয়ে নাক দেখানোর আদলে। চরিত্রগতভাবে রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ অথচ সর্বভারতীয় ইমেজ হাইজ্যাক করার তৃণমূলী এ হেন প্রয়াস সম্পর্কে এমন কথা বলতে গিয়ে তিনি আরও উল্লেখ করেন, কে যুবরাজ? কে তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান সেকেন্ড ইন কমান্ড? ওই দলের সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আমি রাজনৈতিক শিষ্টাচার মেনে অবশ্যই সমালোচনা করতে পারি। এর বাইরে আমি তৃণমূলের কাউকে মানি না। অনেকটা তাচ্ছিল্যের স্বরে বিরোধী দলনেতা মন্তব্য করেন, যাঁর কথা উঠছে তিনি আবার রাজনৈতিক নেতা কবে থেকে হলেন? ২০১১ সাল পর্যন্ত সিপিএমের বিরুদ্ধে সেই রক্তক্ষয়ী টিএমসি আন্দোলনের সময় তিনি কোথায় ছিলেন? রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাই বা কি রয়েছে? উনার এত বিপুল আয়ের উৎস কি? উনি তো সুখের পায়রার মতো উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন ওই দলে। আমি উনার মতো হেলিকপ্টার চড়া বা ঘরে এস্কেলেটর লাগানো নেতা নই। উনার একমাত্র পরিচয় হলো কয়লা, গরু, বালি, পাথর, চাকরি বিক্রি, রেশন সহ হাওলা কেলেঙ্কারির আসল নাটের গুরু। লিপস এন্ড বাউন্সের ব"কলমে উনি তো দেশের টাকা নানা জনের মাধ্যমে বিদেশী বান্ধবীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও ঢেলেছেন। পিসির কোল থেকে নেমে এবং পুলিশ বেষ্টনী ছেড়ে ডায়মন্ড হারবার সহ রাজ্যের যে কোনও এলাকায় একটিমাত্র বুথে জিতে দেখাক, তবে বুঝবো উনি একজন নেতা। গেঞ্জির বুক পকেট কি জিনিষ জানেন?

শুভেন্দু অধিকারীর এরকম লাগাতার বেনজির আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু যে ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তা মনে হয় সদ্যজাত শিশুরও অনুমান করতে খুব একটা কাঠখড় পোড়াতে হবে না। তবে এইসব অভিযোগের বিরুদ্ধে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও কড়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতাকে। তিনি বলেন, চুড়ান্ত হতাশা থেকে মানুষের ভুলভাল বকাটা একটা সহজাত দৃষ্টান্ত। উনিও এর ব্যতিক্রম হতে পারেন না। বাপের ব্যাটা হলে আমার বিরুদ্ধে যে কোনও একটা বেনিয়মের অভিযোগ প্রমাণ করে দেখাক। আমি ওয়াশিং মেশিনে ব্যবহৃত হতে বিজেপিতে কখনও যাব না উনার মতো। তিনি তো আবার গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল গোছের মানুষ। আমার পিছনে ইডি, সিবিআই লাগিয়ে কিচ্ছু হবে না। দশ পয়সার দুর্নীতি আমার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হলে আমি প্রকাশ্যে স্বেচ্ছায় ফাঁসিতে ঝুলে যাব। এমনতর রাজনৈতিক তরজার কিন্তু এখানেই শেষ নয়। গত লোকসভা ভোটে তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে ডায়মন্ড হারবার আসন থেকে সবাইকে কার্যত হতবাক করে, বিপুল মানে অভাবনীয় বিপুল ভোটে জয়লাভ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নয়াদিল্লির যাত্রা নিশ্চিত করেছিলেন। কিন্তু এখানেও বিতর্ক পিছু ছাড়েনি রাজ্য রাজনীতিতে ভাইপো হিসেবে বহুল কথিত ঘাসফুলের এই আইপ্যাক নির্ভর নেতাকে। ওই ভোটে গো–হারা হেরে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির অভিজিৎ দাস ওরফে ববি হেস্তনেস্ত চাইতে দৌড়ে ছিল কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে। এজলাসে ববি লিখিত নালিশ করেন বিভিন্ন তথ্য সহকারে যে, বিজিত সাংসদ নির্বাচনী বৈধতা লঙ্ঘন করে বিভিন্ন কারচুপি সহযোগে তাঁকে অন্যায় ভাবে পরাজিত করেছেন। মামলার গতিপ্রকৃতি যেভাবে এগিয়েছে তাতে সাম্প্রতিক কালে অভিযুক্তকে সশরীরে উপস্থিত থাকতে বাধ্য হতেও হয়েছিল।

ডায়মন্ড হারবার লোকসভা অঞ্চলের আবর্তে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করতে গেলে যেকোনও পরিস্থিতিতেই উপরিউক্ত আলোচনা বা সমালোচনা কি যে ভীষণ রকমের প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে তা প্রকৃতই কল্পনাতীত। এইসব রাজনৈতিক বিতর্ক এবং ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র যেন আক্ষরিক অর্থেই পারস্পরিক কায়া ও ছায়ার সম্পৃক্তে পরিণত হয়েছে বর্তমান সময়ে।

ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের অনুকরণে অনৈতিকতার থোক থোক জলছাপ লেগে রয়েছে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের পার্লামেন্টেরিয়ানকে ঘিরেও। তবে এখানকার সাংসদ সায়নী ঘোষের বিরুদ্ধে ওঠা গুঞ্জন অনেকটাই ভিন্নতর। প্রকৃত রাজনৈতিক কাহিনীটা এটাই যে, ডায়মন্ড হারবার লোকসভার মতো যাদবপুর সংসদীয় আসন প্রসঙ্গেও নানা আড্ডায় কান পাতলে বিভিন্ন ঠেকের অন্যতম ফিসফাস হলো, দুইজন সাংসদই হলেন তৃণমূলের সঙ্গে সংযুক্ত যুব নেতানেত্রী। আর উভয়ের বিরুদ্ধে আজও রয়েছে গেছে অবৈধ লেনদেনের সঙ্গে জড়িত থাকার মারাত্মক রকমের অমীমাংসিত অভিযোগ। সায়নী ঘোষের উপর অভিযোগের কালো কালির ছোপটা লেগেছিল ২০২৩ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে। যেখান থেকে এখনও কিন্তু তিনি ক্লিন চিট পেয়েছেন এমনটা নয়। মামলাটা আফটার অল বিচারাধীন।

একসময়ের টলিউডি টিভি সিরিয়াল খ্যাত তথা তৃণমূল সুপ্রিমোর আখ্যায়িত স্ট্রিট ফাইটার সায়নী ঘোষ বাস্তবিকই ইডির তদন্তের আতশকাচের নিচে আসেন ২০২৩, ৩০ জুন। ১১ ঘন্টা ইডির কলকাতা স্থিত দফতরে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে যোগসূত্র খুঁজে পায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দলটি তৃণমূলের অপর যুব নেতা কুন্তল ঘোষের বিরুদ্ধে। বড়মাপের একাধিক সম্পত্তি সংক্রান্ত বেআইনি লেনদেন সঙ্গে এই দুই যুব ঘোষের একটা সেতু বন্ধন রয়েছে বলে ইডির প্রাথমিক সন্দেহ।

তবে নিজের বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে আজ তিনি যাদবপুর থেকে নির্বাচিত সাংসদ। গত লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূলের ভোট প্রার্থী হয়েই মিডিয়ার ক্যামেরাকে সাক্ষী করে মাছ কিনতেন বেশ ঘটা করে। যাদবপুর লোকসভা এলাকার একটি মাছের বাজার থেকে। তখন তাঁর ভাবখানা এমনই, দেখ দেখ আমজনতা, আমি তোমাদেরই লোক। সময়ের নিয়মে নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে গেছে বছর দেড়েক। প্রার্থী থেকে তিনি সাংসদও হয়েছেন। তারপর যা হবার তাই হলো। ক্যামেরার লেন্সে তাঁর আর মাছ কেনার ছবি ধরা পড়ে না এখন। এমতাবস্থায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই কবিতাটি মনে পড়ে খুব যাদবপুরবাসীর অন্তরে অন্তরে, কেউ কথা রাখেনি। কেউ কথা রাখে না।

দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫২ সালে। তখন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা আসন থেকে জিতেছিল সিপিআই। ১৯৬৭ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত এখান থেকে টানা ১২ বার সিপিএম জয় পেয়েছিল। এরপর ২০১৪, ২০১৯ ও ২০২৪ সালে এখানে তৃণমূল বিজয়ী হয়। শেষতম নির্বাচনে এই এলাকায় সর্বমোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৮,৮০,৭৭৯ জন। তারমধ্যে তৃণমূল পেয়েছিল ১০,৪৮,২৩০ জনের সমর্থন। যার অর্থ ৬৮.৪৮% ভোট জমা পড়েছিল তৃণমূলের সিন্দুকে। উল্টোদিকে বিজেপির খাতে সঞ্চিত হয়েছিল ৩,৩৭,৩০০ জনের গেরুয়া প্রীতি। যার শতকরা প্রাপ্তি হলো ২২.০৩%। গাণিতিক হিসেবে এখানে তৃণমূলের কাছে বিজেপি পরাস্ত হয়েছিল ৭,১০,৯৩০ ভোটের তফাতে। যা এক কথায় অবিশ্বাস্য মার্জিন বলে অনেকেই মনে করেন।

এখনও পর্যন্ত রাজ্যের বিধানসভার ভোট ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এই লোকসভার মধ্যে যে সাতটি বিধানসভা আসন রয়েছে তার সবকটিতেই ঘাসফুল নেতা কর্মীরা বিজয়ের হাসি হেসে ছিলেন অনেকটা একচ্ছত্র ভাবে। ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুর, মহেশতলা, বজবজ এবং মেটিয়াবুরুজে যথাক্রমে জিতেছিল তৃণমূল ১৬,৯৯৬, ৪০,৭৭৪, ২৩,৩১৮, ৫৮,৮৩২, ৫৭,৯৪৯, ৪৪,৭১৪, ১,১৯,৬০৪টি ভোটের ফারাকে।

এমতাবস্থায় ডায়মন্ড হারবার লোকসভার অভ্যন্তরীণ যে সাতটি বিধানসভা আসনে চলতি বছরে ভোট হতে চলেছে, তাতে এই মুহূর্তে তৃণমূল অনেকটাই সাংগঠনিক দিক থেকে এগিয়ে রয়েছে বিজেপির থেকে। তার উপর দলীয় স্তরে সেবাশ্রয় প্রকল্পও টিএমসির পালে বাড়তি বাতাস অবশ্যই যুগিয়েছে যা নিরপেক্ষ ভাবে বলা যেতেই পারে। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস ঘাঁটলে এটাও একশো শতাংশ সঠিক মনে হবে, শাসক যার সংগঠন তার। তাও আবার সরকার যখন উল্টায় তখন তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়ে ওইসব সংগঠনের প্রতিটি স্তর। সুতরাং বিজেপিও এই অঞ্চল সম্পর্কে ইদানিং যথেষ্ট আশাবাদী যে, ভোটার লিস্ট থেকে সবরকমের ভুতুড়েরা বাদ পড়লে সার্বিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটলে অবাক হবার কিছু নেই ছাব্বিশের ভোট বৈতরণীতে।

১৯৫২ সালে ভারতের প্রথম লোকসভা নির্বাচনের সময় যাদবপুর নামে কোনও আসন ছিল না। বরং এই অঞ্চলটি ছিল তদানীন্তন সময়ের কলকাতা দক্ষিণ–পশ্চিম লোকসভার অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭৭ সালে আসন পুর্নবিন্যাসের মধ্যে দিয়ে যাদবপুর কেন্দ্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৮৪ সালের লোকসভা ভোটে এই যাদবপুরে ঘটে যায় বাংলার রাজনীতিতে এক চমকপ্রদ ঘটনা। একদা এটি ছিল লালদুর্গ। সেখানে স্বনামধন্য ভারতীয় রাজনৈতিক জ্যোতিষ্ক সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে রাতারাতি জনপ্রিয়তার পাদপ্রদীপে চলে এসেছিলেন আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন সোমনাথবাবু পরাজিত হয়েছিলেন ১৯,৬৬০ ভোটের পার্থক্যে। এরপর ১৯৯৮, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯ এবং ২০২৪ সালে তৃণমূল বিজয়ের মর্যাদা লাভ করেছে এখান থেকে মাখনের মধ্যে ছুরি চালানোর অবলীলায়। মোট ভোটার ছিল ২০,৩৩,৫২৫ জন এই কেন্দ্রে ২০২৪–এর দিল্লি দখলের লড়াইয়ে। তৃণমূল এখানে বিজেপিকে হারিয়ে দেয় ২,৫৮,২০১টি বেশি ভোট পেয়ে। বিজেপির প্রাপ্তির ভোট সংখ্যা ছিল ৪,৫৯,৬৯৮। শতকরায় যা হলো ২৯.৩৫%। পক্ষান্তরে তৃণমূলের জন্য ঘাসফুল বোতাম টেপেন ৭,১৭,৮৯৯ জন ভোটদাতা। অতএব ৪৫.৮৩% ভোটার রায় যায় সবুজ পার্টির অনুকূলে।

গত বিধানসভার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছিল। নাম আইএসএফ। সেই দলটি একটিমাত্র বিধায়ক পেয়েছিল ২০২১ সালে ভাঙর আসন থেকে। ২৬,১৫১ ভোট তৃণমূল থেকে অতিরিক্ত পেয়ে। যাদবপুর লোকসভা ভিতরে ভাঙর কেন্দ্রটি ছাড়া বাকি ছয়টি আসন যথা বারুইপুর পূর্ব, বারুইপুর পশ্চিম, সোনারপুর দক্ষিণ, সোনারপুর উত্তর, যাদবপুর এবং টালিগঞ্জে জয়ের স্বাদ পায় জোড়াফুল চিহ্ন। এই সমস্ত আসনে টিএমসির জয়ের ব্যবধান ছিল সংখ্যানুক্রমে ৪৯,৬৪১, ৩৬,৫৩২, ২৬১৮১, ৩৬,০৯০, ৩৮,৮৬৯ সহ ৫০,০৮০ ভোটের।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতির আচমকা হেরফের না হলে আগামী বিধানসভা ভোটে ভাঙড় জয় সম্পর্কে তৃণমূল কিন্তু আশঙ্কা একটা রয়েই গেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের ধারণা, যাদবপুর, টালিগঞ্জ আসন তৃণমূলের কাছে এখনও অনেকটা সুরক্ষিত মনে হলেও বারুইপুর পূর্ব, বারুইপুর পশ্চিম, সোনারপুর দক্ষিণ, সোনারপুর উত্তর কেন্দ্রগুলোর আকাশে যেন শাসকের জন্য সিঁদুরে মেঘ দেখা দিয়েছে। আবার কিছু ভোটকুশলীরা এটাও বলে থাকেন, যত গর্জায় তত বর্ষায় না। কি তাই তো পদ্মপুষ্কক প্রেমীগণ?

বক্স ব্রিজ নির্মাণ সহ রাস্তার উন্নতিকরণ

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : ৫ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রায় আড়াই কোটি টাকা অর্থানুকূল্যে শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্তর্গত ৩৭নং ওয়ার্ডে পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া জোড়াপানি নদী থেকে ঘোগোমালী বাজার পর্যন্ত বক্স ব্রিজ নির্মাণ সহ রাস্তার উন্নতিকরণ প্রকল্পের কাজের শুভ শিলান্যাস করেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ বরো চেয়ারম্যান ও অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের পর উক্ত ওয়ার্ডের কিছু সুধিবৃন্দ বলেন, আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত একটা ব্রিজ নির্মাণ তা আজ বাস্তবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শুভ সূচনা হল এতে আমাদের যাতায়াতের এক নতুন দিকের উন্মোচন হবে। এমনকি

এই ব্রিজ নির্মাণসহ পাকা রাস্তার আধুনিকরণের জন্য যে প্রকল্পটি হাতে নিয়েছেন তার জন্য শিলিগুড়ি পুরনিগমের কর্তৃপক্ষকে সহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে তারা সাধুবাদ জানানো হয়।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : সম্প্রতি কিছুদিন আগে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন রেজা সমাজসেবী সংস্থার বিশিষ্ট সমাজসেবী সাদ্দাম হোসেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে রেজা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফ থেকে ডাঙ্গীপাড়া এলাকায় একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। সংস্থার কর্ণধার হামিদ হাসমি জানিয়েছেন, সমাজসেবী সাদ্দাম হোসেনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সকাল থেকেই শুরু হওয়া স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরটি বিকেল পর্যন্ত চলে। এই শিবিরে প্রচুর সাড়া পাওয়া গিয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী নেহাল খান এবং মোহাম্মদ সাহেব, শাকিব খান।

উড়ালপুল নির্মাণের শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : ৭ জানুয়ারি কেন্দ্র সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রায় ৭০ কোটি টাকা ব্যয়ের সংশ্লিষ্ট উড়ালপুল প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শিলান্যাস করেন দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ রাজু বিস্তা। রাঙাপানি লেভেল ক্রসিং সুদীর্ঘ দিন ধরে এলাকাবাসীর কাছে ভোগান্তির বিষয় হয়ে উঠেছিল। রেললাইন পার হবার ক্ষেত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হত। জরুরি পরিষেবাগুলিকেও সমস্যার মধ্যে পড়তে হত। পাশাপাশি অনেক সময় মালগাড়ির ইঞ্জিন বিকল হওয়ার ক্ষেত্রে বা ট্রেন অনেক সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকবার কারণে লেগেই থাকতো যানজট রাঙাপানি এলাকায়। উড়ালপুল নির্মাণের খবর

প্রকাশ পেতে স্বস্তির নিঃশ্বাস সংশ্লিষ্ট এলাকার এলাকাবাসীদের মধ্যে। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে সাংসদ রাজু বিস্তা জানান, দীর্ঘদিনের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যেই এই প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

বেঙ্গল কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ১০৬ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সংগঠনের বাঁকুড়া জেলা কমিটির উদ্যোগে বাঁকুড়া মাচানতলার ক্লাব প্রাঙ্গণে বাঁকুড়া ভলান্টেরি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির সহযোগিতায় একটি স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সম্পাদক বিপ্রদাস মিদ্দা জানান, এ দিনের শিবিরে ১ জন মহিলা সহ ৮৫ জন রক্তদান করেন। ছবিঃ সুকান্ত কর্মকার

শীতের রাতেও সচল আউটডোর ক্যানিংয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলতি বছরের হাঁড় কাঁপানো শীতে জবুথবু দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং সহ গোটা বঙ্গ। সম্প্রতি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে দেখা গেল এক মানবিক ঘটনা। এই মহাকুমা হাসপাতালে প্রতিদিনই বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার রোগী আসে চিকিৎসার জন্য। সাধারণত যে কোনও হাসপাতালের আউটডোর সকাল থেকে দুপুর বা বিকেল পর্যন্ত খোলা থাকে। তবে ক্যানিং হাসপাতালের উদ্যোগে এক নতুন ডাঃ কার্তিক নসিপুরি। প্রতিনিয়ত রোগীর সংখ্যাটা হয় ৩৫০-এর অধিক। সকাল ৯টায় রোগী দেখা শুরু হলেও যতক্ষণ লাইনে থাকেন ততক্ষণ রোগীকে পরিষেবা দিয়ে যান চিকিৎসক, সেটা রাত ৮টা বা ৯টা যাই হোক না কেন।

এমন ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের অস্থি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ কার্তিক নসিপুরি জানিয়েছেন, 'রোগীরা আমার অপেক্ষায় থাকেন। ফলে রাত ৮টা

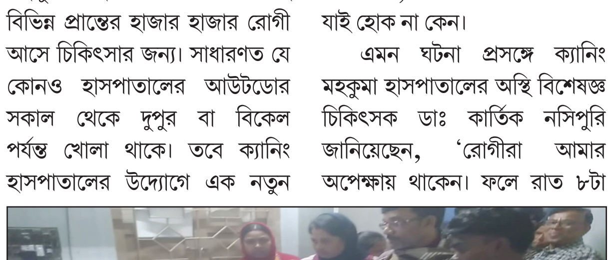

পরিকল্পনা করা হয়েছে। রোগীদের সেবা প্রদানে প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবার হাসপাতালের আউটডোর সহ ফার্মেসি খোলা রাখা হয় রাত ৮ টা পর্যন্ত। জানা গিয়েছে, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে প্রতি মঙ্গলবার আউটডোরে রোগী দেখেন অস্থি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ৯টা যাই হোক না কেন আউটডোরে পরিষেবা দিয়ে থাকি। বহু দূরদুরান্ত থেকে মানুষজন আসেন। তাঁদের কে তো ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে রোগীর সংখ্যা বেশি হোক বা কম হোক, সেই সংখ্যা বড় কথা নয়। আমি আমার কর্তব্যে আমি অবিচল।'

তীব্র ঠাণ্ডা ও কুয়াশার দাপটে আলু ও শশা চারার বৃদ্ধি ব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি : কনকনে ঠাণ্ডার সঙ্গে কুয়াশার দাপটে বিপাকে পড়েছে বঙ্গের কৃষিক্ষেত্র। আবহাওয়ার এই সাঁড়াশিচাপে আলু থেকে শুরু করে শশার চারাগাছের স্বাভাবিক বাড়বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। এমনকি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিরূপ প্রভাব পড়েছে বোরোধানের বীজতলা সহ নামলা করে লাগানো সরষের খেতও। সুদীর্ঘ কয়েক বছর পর এবার কার্যত অগ্রহায়ণের শেষ সপ্তাহ থেকেই জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করে। এইমুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডায় জবুথবু অবস্থা হলেও কিন্তু, থেমে থাকেনি কৃষিকাজ। আমন ধান খেত থেকে গোলায় উঠতে না উঠতেই বিভিন্ন জায়গায় জোরকদমে শুরু হয়ে গিয়েছে বোরোধান চাষের প্রস্তুতির পাশাপাশি আলু, শশা, সরষে সহ বিভিন্ন রবিশস্যের চাষ। রাজ্যের 'শস্যগোলা' পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়েও কৃষিক্ষেত্রের একইরকম ছবিটা ধরা পড়ছে। সাধারণত পৌষের শেষ থেকে শুরু করে মাঘ মাসের মাঝ পর্যন্ত এরাজ্যে বোরো ধান চারা রোপণের সময়। এজন্য কিছুদিন আগেই বোরোধানের বীজতলা তৈরির কাজও শেষ হয়েছে। সেইসঙ্গে অনেক জায়গায় ইতিমধ্যেই আলু, শশা, পিঁয়াজ, সরষে সহ নানাবিধ রবিশস্যও চাষ করা হয়েছে। কিন্তু, তীব্র ঠাণ্ডার পাশাপাশি সকাল-বিকাল কুয়াশার কারণে এইসকল কৃষিক্ষেত্র কিছু কিছু সমস্যার মুখে পড়েছে। কৃষিজমিতে লাগানো চারাগুলির অনেকাংশই ঠিকমতো বেড়ে উঠতে পারছে না। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার বিস্তীর্ণ অংশ সহ লাগোয়া হুগলি জেলার একাংশ জুড়ে সাধারণত একটু দেরিতেই বোরোধানের বীজতলা তৈরি, আলু, পিঁয়াজ সহ রবিশস্যের চাষ করা হয়। এক্ষেত্রে সেইসব জায়গায় সমস্যাটাও বেশি। কোথাও আলুর জমিতে চারার স্বাভাবিক বোরোচারার বাড়বৃদ্ধিও ব্যাহত হচ্ছে। একইসঙ্গে প্রবল ঠাণ্ডার কারণে কিছুক্ষেত্রে কৃষিমজুরও মিলছে না বলে চাষিরা

বৃদ্ধি হচ্ছে না। কোথাও শসাচারার পাতাগুলি হলুদ হয়ে যাচ্ছে। অনেক জায়গায় বীজতলার জানাচ্ছেন। সবমিলিয়ে কৃষিক্ষেত্রে চারাগুলি যদি যথাযথ সময়ে ঠিকমতো ও সুস্থভাবে বেড়ে উঠতে না পারে তাহলে পরবর্তীতে ফলনেও তার বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকে। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নতুন গ্রামের কৃষক দেবব্রত মণ্ডল বলেন, বহুদিন পর দেখলাম পৌষমাসের প্রথম থেকেই এরকম তীব্র ঠাণ্ডা পড়ল। এই ঠাণ্ডার কারণে বোরোধানের বীজতলায় চারা ঠিকমতো বাড়তেই পারছে না। এতে পরে ধানচাষে সমস্যায় পড়তে হবে। কালনার সিমলন এলাকার কৃষিজীবী পরিবারের প্রভাত দাস বলেন, এবারে তীব্র ঠাণ্ডার পাশাপাশি প্রবল কুয়াশার কারণে অনেক জায়গাতেই আলুর চারা ঠিকমতো বেড়ে উঠতে পারেনি। এমনকি, শশাগাছের পাতাও হলুদ হয়ে হয়ে যাচ্ছে এবং বৃদ্ধি কম হচ্ছে। অবিলম্বে রোদ ঝলমলে আবহাওয়া না হলে ফসলের ফলন মার খাওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়।

প্লাস্টিকমুক্ত জয়দেব মেলায় থাকবে ডুবুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি : ইলামবাজার ব্লকের জয়দেব-কেন্দুলি মেলা এবার আরও ১ দিন বেড়ে ৫ দিনের হচ্ছে। ১৩-১৭ জানুয়ারি ঐতিহ্যবাহী জয়দেব-কেন্দুলি মেলা চলবে। এবছর প্লাস্টিকমুক্ত মেলা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এই মেলাকে। প্রায় ৫০০ বাউল ফকিরের আখড়া, প্রায় ৬০০ স্থায়ী দোকান এবং ২০০০ অস্থায়ী দোকান থাকবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, ডুবুরি, শতাধিক সাফাইকর্মী থাকছে। মেলায় ভেন্ডিং মেশিন বসানো হচ্ছে যেখানে মাত্র ১০ টাকায় পরিবেশবান্ধব কাপড়ের ব্যাগ মিলবে। বিজ্ঞানসম্মত শৌচাগার মেলায় তৈরি করা হচ্ছে। জয়দেব-কেন্দুলিতে পুলিশ কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। পুন্যস্নানের জন্য হিংলো জলাধার থেকে জল ছাড়া হবে। মহিলাদের পোশাক বদলের জন্য ব্যবস্থা থাকছে। নিরাপত্তার জন্য বহু জায়গায় সিসি ক্যামেরা লাগানো হবে। 'প্রয়াস' অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে স্টল বুকিং শুরু করেছে প্রশাসন।

হিন্দু মিলন মন্দিরের অনুষ্ঠান

মলয় সুর : চন্দননগর পালপাড়ায় অবস্থিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ পরিচালিত হিন্দু মিলন মন্দিরের ১৮ তম বার্ষিক অনুষ্ঠান ৯-১১ জানুয়ারি পর্যন্ত পালিত হচ্ছে। প্রথম দিন সকালে সঙ্ঘের পতাকা উত্তোলোন দিয়ে শুরু হয়। এরপর দুপুরে চন্দননগর তিলিঘাট থেকে শোভাযাত্রার মাধ্যমে শহরের বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে

পরিক্রমা করে পালপাড়া আশ্রমে ভক্ত শিষ্য ও সন্ন্যাসীরা মন্দিরে প্রবেশ করেন। জগদ্গুরু আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজকে ধূপধুনো আর মন্ত্রোচ্চারণে মন্দির জুড়ে তৈরি হয় পবিত্র ও শান্তিময় পরিবেশ। সঙ্ঘের প্রাক্তন সম্পাদক স্বপন ঘোষ বলেন, ৩ দিন ব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে গীতাপাঠ, সমবেত গীতাপাঠ, পুষ্পাঞ্জলি, কীর্তন ও ভজন, হোমযজ্ঞ হয়। কনকনে ঠাণ্ডার প্রকোপ উপেক্ষা করে ভোর থেকেই মন্দিরে উপস্থিত বহু ভক্ত এই মহতি আয়োজনে সামিল হন।

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের উপর মানবসেবার প্রবচন বাণী উল্লেখ করেন। ছিলেন সঙ্ঘের সম্পাদক প্রিয়রঞ্জন সরদার, সভাপতি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, কোষাধ্যক্ষ দিলীপ দাস, স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ, স্বামী সুরেশানন্দজী মহারাজ, স্বামী হৃষিকেশানন্দজী মহারাজ। এই বিশেষ দিনগুলিতে মন্দির চত্বরে যেন ভক্তির উজ্জ্বল আলোয় আধ্যাত্মিকতার উৎসবে পরিণত হয়।

বিজেপির পরিবর্তন সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া সদর জেলা বিজেপির ডাকে রামরাজাতলা পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে ৪ জানুয়ারি বিকেলে দলের তরফ থেকে এক পরিবর্তন সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য্য। উপস্থিত ছিলেন সঞ্জয় সিং, ভারতী ঘোষ, গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন শমীক বাবু বাংলাদেশে হিন্দু হত্যার প্রতিবাদে সোচ্চার হন।

তিনি বলেন, 'ওপার বাংলায় দীপু দাসকে নৃশংসভাবে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে মারার ঘটনা ঘটল। অথচ বাংলার বুদ্ধিজীবীরা তখন কোথায়? কেন প্রতিবাদে তাঁদের কলম বেরোল না?' উল্লেখ্য, এদিনের পরিবর্তন সভায় বেশ কয়েকজন অন্যান্য দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও হুগলী ডিস্ট্রিক্ট সমবায় ইউনিয়নের সহযোগিতা ভদ্রেশ্বর কোঅপারেটিভ এ আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ ২০২৫ উদযাপন পালন করা হল ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়। সমবায়ের পতাকা উত্তোলনের মধ্যে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সমিতির প্রাক্তন সভাপতি সীতারাম ঘোষ ও বাড়সুল সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রিন্সিপাল গোবিন্দ দাস। এরপর সমিতির ম্যানেজার কল্যাণ চন্দ্র ঘোষ সমিতির ৩০ বছরের শ্রীবৃদ্ধি কিভাবে হল তা ব্যাখ্যা করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা সমবায় পারিদর্শক শুভাশিস দাস, তিনি সমবায়ের উপর বক্তব্য রাখেন। এছাড়া প্রাক্তন জেলা সমবায় পারিদর্শক সন্তোষ ভট্টাচার্য্য, প্রাক্তন সমবায় অডিটর নবেন্দু ত্রিপাটি, প্রাক্তন সমিতির সভাপতি সীতারাম ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান তাপস কুমার দাস, প্রাক্তন সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ দাস। সবশেষে প্রিন্সিপাল গোবিন্দ দাস সমবায়ের উপর ওনার মূল্যাবান বক্তব্য রাখেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠভাবে পরিচলানা করেন সমিতির ম্যানেজার কল্যাণ চন্দ্র ঘোষ।

বারুইপুরে 'ফিউচার ইয়ুথ লিডার্স বুটক্যাম্প'

সৃজিতা মালিক : কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনস্থ মেরা যুবা ভারত, বারুইপুর-এর উদ্যোগে ২৭ ডিসেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে তিন দিনব্যাপী 'ফিউচার ইয়ুথ লিডার্স বুটক্যাম্প' অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে আয়োজিত হয়। এই বুটক্যাম্পে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন ব্লক থেকে আগত ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী মোট ৩২ জন যুব-যুবতী অংশগ্রহণ করেন। বুটক্যাম্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুবসমাজের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ, সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ নাগরিক নেতৃত্ব গড়ে তোলা। বুটক্যাম্প চলাকালীন নেতৃত্ব বিকাশ, যোগাযোগ দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন, ডিজিটাল ও আর্থিক সাক্ষরতা, শাসনব্যবস্থা, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প, যোগ ও ধ্যান, কেরিয়ার গাইডেন্স এবং কমিউনিটি মোবিলাইজেশন সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণমূলক সেশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী দিনে উপস্থিত ছিলেন শ্রী অশোক সাহা, রাজ্য অধিকর্তা, মেরা যুবা ভারত সংগঠন, পশ্চিমবঙ্গ ও আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। সমাপ্তি ও সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী ইষ্টেশানন্দ মহারাজ, প্রধান শিক্ষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়। যুব আইকন হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন শ্রী চন্দন রায়। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী অরূপ সাহা, শ্রীমতী বিপাশা ঘোষ, শ্রীমতী সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য, শ্রী রূপাঙ্কর ঘড়ামি, শ্রী কামিনী কুমার গুচ্ছাইত এবং শ্রী সৈকত মণ্ডল। এই বুটক্যাম্প অংশগ্রহণকারী যুব-যুবতীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্বের মানসিকতা এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

৪৫ তম মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ জানুয়ারি বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে 'ভাষার ঐতিহ্য রক্ষা আমাদের অঙ্গিকার' শীর্ষক ৪৫ তম মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলার প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। ৯৮টি স্টল নিয়ে এই মেলা চলবে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত। এছাড়াও রয়েছে লিটল ম্যাগাজিন প্যাভেলিয়ন এবং অন্যান্য স্টল। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) তথা বইমেলা কমিটির কার্যকরী কমিটির সভাপতি চিরন্তন প্রামাণিক, বিধায়ক তথা জেলা বইমেলা কমিটির সহ সভাপতি মহম্মদ আলি, বইমেলা কমিটির সম্পাদক তথা ভারপ্রাপ্ত জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক অমিত সাহা, স্থানীয় লাইব্রেরি অথরিটি সদস্য মহম্মদ ফারুক হোসেন প্রমুখ। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে মেলা প্রাঙ্গণে। রয়েছে জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের প্রদর্শনী কক্ষ। প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রসঙ্গত, গত বছর মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলায় প্রায় ১ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছিল। প্রায় ১ লক্ষ মানুষ এসেছিলেন বইমেলায়। গতবারের তুলনায় এবার আরও বেশি বই বিক্রি হবে বলে আশাবাদী বইমেলা কমিটি।

এদিন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী বলেন, 'মুর্শিদাবাদ ছাড়া ভারতবর্ষের কথা ভাবা যায় না। সেই জেলায় বইমেলা বই বিক্রিতে রেকর্ড তৈরি করেছে রাজ্যের বুকে। গতবছর গোটা রাজ্যে বইমেলাগুলির মধ্যে দিয়ে ১০ লক্ষ বই মানুষের কাছে পৌঁছেছে। অজানা বিষয়কে জানতে গেলে বই ছাড়া বিকল্প নেই। বইমেলা ঘিরে এমন উন্মাদনা দেশের আর অন্য কোনো রাজ্যে দেখা যায় না। আমি মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনকে বলবো, বইমেলার ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে যতগুলো পঞ্চায়েত পড়বে, সেখানকার মানুষকে বইমেলায় নিয়ে আসার জন্য বাসের ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখার জন্য। আমি জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পুরসভাগুলির কাছে বইমেলা থেকে বই কেনার আহ্বান করছি।'

হাসপাতালের বেডে কুকুর বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাঁইথিয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের বেডে কুকুর শুয়ে থাকার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ৬ জানুয়ারি সাইথিয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে দেবীপ্রসন্ন চৌধুরীর(৭৪) মৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে সরব হয় তার পরিবারের সদস্যরা। ২০২১ বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী এবং ২০২৪ সালের লোকসভা

নির্বাচনে বোলপুর লোকসভাকেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পিয়া সাহার শ্বশুর দেবপ্রসন্ন চৌধুরী। ২০১৬-২০২১ সাল পর্যন্ত সাইথিয়া পৌরসভার বিজেপি কাউন্সিলর ছিল পিয়া সাহা। যদিও ছড়িয়ে পড়া ভিডিও পুরাতন বলে দাবি ব্লক মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক নাসির ইকবালের।

ফ্রেজারগঞ্জে দুটি স্কুলে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাতের অন্ধকারে পরপর দুটি স্কুল চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো ফ্রেজারগঞ্জ এলাকায়। কোলাপ্সের গেট ভেঙে দুটি স্কুলের নগদ প্রায় ৮০ হাজার টাকা সহ মিড ডে মিলের বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে পালিয়েছে চোরেরা। ফ্রেজারগঞ্জের লক্ষীপুর এলাকায় লক্ষ্মীপুর প্রবর্তক জুনিয়র হাই স্কুল এবং লক্ষীপুর প্রবর্তক প্রাইমারি স্কুলে'এই চুরির ঘটনা ঘটে। ৭ জানুয়ারি স্কুলে এসে শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রথমে স্কুলের মেন গেটের ভাঙ্গা অংশ দেখতে পান। এরপরই স্কুলের ভেতরে ঢুকেই চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে যায়। স্কুলের বেশ কয়েকটি আলমারি ভেঙে তাণ্ডব চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ছাত্রছাত্রীদের নতুন করে ভর্তির জন্য এবং মিড ডে মিলের টাকাসহ সরস্বতী পুজোর প্রায় ৪০ হাজার টাকা ছিল লক্ষ্মীপুর প্রাইমারি স্কুলে। এই টাকা নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। শুধু তাই নয়, স্কুলের মিড ডে মিলের রান্নার সামগ্রী সহ স্কুলের ঘণ্টাও নিয়ে পালিয়েছে তারা।

ঠিক এই প্রাইমারি স্কুলের পাশে থাকা লক্ষ্মীপুর জুনিয়র হাই স্কুলেও তাণ্ডব চালায় দুষ্কৃতীদের দল। একই কায়দায় ওই স্কুলেরও প্রায় ৪০ হাজার টাকাসহ স্কুলের মিড ডে মিলের বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীদের দল। দুটি স্কুলে চুরির ঘটনায় নগদ প্রায় ৮০ হাজার টাকা সহ লক্ষাধিক টাকার জিনিস নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনার পরেই দুটি স্কুলের পক্ষ থেকে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে তদন্তের কাজ শুরু করে। স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের অনুমান, এই ঘটনা কারো একার পক্ষে সম্ভব নয়। এই চুরির ঘটনা একটি দল মিলে করা হয়েছে। এ বিষয়ে লক্ষ্মীপুর প্রবর্তক প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক গৌতম প্রামাণিক বলেন, মঙ্গলবার রাতে প্রবর্তক আশ্রমের একটি অনুষ্ঠান চলছিল। সেখানেই আমরা ছিলাম। হয়তো আমাদেরকে নজর রেখে এই কাণ্ড ঘটানো হয়েছে। ঘটনায় টাকা সহ স্কুলের বিভিন্ন সামগ্রী চুরি যাওয়ায় পরবর্তীতে স্কুল চালাতে যথেষ্ট সমস্যায় পড়বেন বলে জানান স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা।

পরিবর্তন সংকল্প জনসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬ জানুয়ারি গোসাবার বেলতলি বাজারে অনুষ্ঠিত হল বিজেপির 'পরিবর্তন সংকল্প জনসভা'। এদিন জনসভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা লকেট চ্যাটার্জী, জয়নগর সাংগঠনিক জেলার জেলা সভাপতি উৎপল নস্কর সহ একাধিক জেলা ও রাজ্য বিজেপির নেতৃত্ব।

এদিন জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে লকেট চ্যাটার্জী রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বলেন, '১৫ বছরে তো গরীব মানুষ ও বিজেপির কোটি কোটি খেলে, আর নয়। এখন আর সুযোগ দেওয়া যাবে না। মালদার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, যাদের বাড়ি ঘর ভেঙে গঙ্গায় তলিয়ে গেল, তারা ঘর পেল না। আর যারা অট্টালিকার উপর বসে রয়েছে, তারা ঘরের পর ঘর পাচ্ছে। এই হচ্ছে বাংলার অবস্থা। রাজ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, অথচ মহিলাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়েই চলেছে। মহিলাদের মান সম্মান রুখতে পথে নেমেছিলাম। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারে বারে তা ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বিচার হয়নি, আমরা কিন্তু আন্দোলন জারি রেখেছি মহিলাদের সম্মান বাঁচানোর জন্য। সমগ্র রাজ্যজুড়ে মহিলাদের উপর অত্যাচার চলছে। রাজ্যে মহিলাদের কোন সুরক্ষা নেই। পাশেই বাংলাদেশে দীপু দাসের মতো একের পর এক হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে। ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোন বিবৃতি দেননি। একটাও কথা বলেননি। তিনি তুষ্টিকরণের রাজনীতি করছেন। যাঁদেরকে তিনি তুষ্টিকরণ করছেন, তারাও সব বুঝতে পেরেছেন। তাঁরা মুখ ঘুরিয়ে

নিচ্ছেন। বুঝতে পেরেছেন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য। ফলে বিধানসভা নির্বাচনে এই সরকারের বিসর্জন অবশ্যম্ভাবী। পরিবর্তন সংকল্পের মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষকে সজাগ হতে হবে। হতে হবে সচেতন। তবেই হবে বাংলা পরিবর্তন।'

দখলমুক্ত হল প্রতীক্ষালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : যাত্রী প্রতিক্ষালয় হয়ে উঠে তৃণমূল পার্টি অফিস। পড়ে প্রকাশ্যে আসতেই রং তুলি নিয়ে মুছে ফেলা হল পার্টি অফিস। সাধারণ মানুষের যাতায়াতের জন্য যেকোনো ধরনের যানবাহনের অপেক্ষায় বাসস্ট্যান্ডের যাত্রী প্রতীক্ষালয় একমাত্র ভরসা কিন্তু সেই যাত্রী প্রতীক্ষালয়ই এখন হয়ে উঠে তৃণমূলের পার্টি অফিস। লাভপুর ব্লকের বিপ্রটিকুরী বাসস্ট্যান্ড ও তাঁতবান্দী বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে এমনই ছবি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়। তা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক মহলে। লাভপুরে বিডিওর কাছে বিজেপি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। বিজেপির দাবি, আগেই তাঁতবান্দি প্রতীক্ষালয়টি দখল করা হয়েছিল পরে ইংরেজি নববর্ষের দিন বিপ্রটিকুরীর প্রতীক্ষালয়টিও তৃণমূল দখল করে পার্টি অফিস বানিয়ে উদ্বোধন করে। প্রশাসনের উচিত ওই অফিস যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে বন্ধ করা। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে স্থানীয়রাও। লাভপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি তরুণ চক্রবর্তী বলে, ভুলবশত স্থানীয় কর্মীরা এমনটা করেছে। এই ঘটনায় প্রশাসন যে সিদ্ধান্ত নেবে আমরা তা মেনে চলবো। আর তারপরেই ৫ জানুয়ারি

দেখা গেল ওই দুটি পার্টি অফিসকে দখলমুক্ত করতে। রীতিমতো রং তুলি দিয়ে মুছে ফেলা হল তৃণমূলের ওই পার্টি অফিস। স্থানীয় তৃণমূল নেতা প্রভাতচন্দ্র মণ্ডল বলেন, ব্লক নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী এই পার্টি অফিস আমরা মুছে দিয়েছি। আগে এখানে কোন যাত্রী প্রতিক্ষালয় ছিল না! একটি ঘর তৈরি হয়ে পড়েছিল। সেই ঘরটিকেই রিপিয়ারিং করে আমরা দলীয় কার্যালয় বানিয়েছিলাম। এই প্রতীক্ষালয় দখলমুক্ত হওয়ায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

অপ্রকাশিত অডিট রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় অগ্নিসংযোগের ঘটনার পর রাজ্য সরকার ঘোষণা করে ছিল রাজ্যের দমকল দপ্তর ও কলকাতা পৌরসংস্থার যৌথ উদ্যোগে অগ্নিসংযোগের অডিট করবে। সেই অডিট রিপোর্ট কী প্রকাশিত হয়েছে? আর তা না হলে, কবের মধ্যে প্রকাশিত হবে? এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার পৌর আলোকায়ন দপ্তর মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সি বলেন, রাজ্যের দমকল দপ্তর ও কেএমসি যৌথ উদ্যোগে ফায়ার অডিট শুরু করেছে। এই কাজটি মূলত রাজ্যের দমকল দপ্তরই করছে। যেখানে দমকল দপ্তর কেএমসির প্রয়োজন মনে করে, সেখানে কেএমসি ফায়ার অডিটের জন্য সহায়তা করছে।

মহেশতলায় নয়া পৌর প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : দ্রুত বৃষ্টির জমা সরাতে কলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিম শহরতলি বেহালা পশ্চিমের মহেশতলা সংলগ্ন এলাকায় নতুন পৌর প্রকল্প চালু হতে চলেছে। এ প্রকল্পে বেগোর খাল পাম্পিং স্টেশন থেকে মূল খাল পর্যন্ত জল দ্রুত নামানোর জন্য পাইপ লাইন বসানো হবে। ভারী বর্ষায় কারণে মহেশতলা সংলগ্ন কলকাতা পৌরসংস্থার বরো ১৪-র ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এবার এর সুরাহা করতে পৌর নিকাশি দপ্তর নতুন পৌর প্রকল্প শুরু করতে চলেছে। পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, বেগোর খাল নিকাশি পাম্পিং স্টেশন থেকে অমর্ত্যনগর কালভার্ট(বড়ো পোল) পর্যন্ত ১,৩০০ মিলিমিটার ব্যাসের পাইপ বসানো হবে। প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্পে প্রস্তাবিত নতুন পাইপলাইন বসানো হলে মূল খালে জল নিষ্কাশন সহজ হবে। ফলে এলাকায় জল জমার সমস্যা অনেক কমবে।

কেবল তার গোছানোর কাজ চলছে অতি মন্থর গতিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের শাসক দলের পৌরপ্রতিনিধি তথা কলকাতা পৌরসংস্থার ১০ নম্বর বরোর অধ্যক্ষা জুঁই বিশ্বাস অভিযোগ করেছেন, এর আগে বহুবার আমি ও কলকাতা পৌরসংস্থার অন্যান্য পৌরপ্রতিনিধিরা এই বিষয়টি নিয়ে পৌর এই অধিবেশন কক্ষে প্রশ্ন তোলেন, তা সত্ত্বেও 'কেবল্ ট্রে লেইং' করার কাজের কোনও অগ্রগতি চোখে পড়ার মতো নয়। বিশেষ করে ১০ নম্বর বরোর ১২টি ওয়ার্ডের কোনও বস্তিতে কাজ এখনও শুরুই হয়নি। তাই এই বিষয়ে মহানাগরিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং কবের মধ্যে এই কাজ শুরু করা হবে ও শেষ করা সম্ভব হবে?

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা আলোকায়ন ও বিদ্যুতায়ন দপ্তর মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সি বলেন, ১০ নম্বর বরোর ৯৩ ও ৯৪ নম্বর ওয়ার্ডের জন্য ইতিমধ্যেই স্থানীয় যাদবপুর কেন্দ্রের সাংসদ সায়নী ঘোষের সাংসদ তহবিলের অর্থানুকূল্যে, স্থানীয় টালিগঞ্জ কেন্দ্রে বিধায়ক অরূপ বিশ্বাস ও রাসবিহারী কেন্দ্রের বিধায়ক দেবাশিস কুমারের বিধানসভা এলাকার উন্নয়ন তহবিলের অর্থানুকূল্যে কেবল্ ট্রে লেইয়ের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। ৯৩ নম্বর ওয়ার্ড গোবিন্দপুর রোড এবং ৩১, সিআইটি রোডের কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং ৯৪ নম্বর ওয়ার্ডের মাদারতলা, হঠাৎ, হোগলা পাড়া, উত্তরণে ইতিমধ্যেই 'কেবল্ ট্রে লাইনে'র কাজ শুরু হয়েছে।

জুঁই বিশ্বাস অতিরিক্ত প্রশ্নে বলেন, সাংসদ যেখানে টাকা দিয়েছে তা, দিয়ে সেখানে হয় তো একটা বা দু"টো ওয়ার্ডে কেবল্ ট্রে লেইয়ের কাজ হবে, ৮১ নম্বর ওয়ার্ডেও প্রায় ২০টি বস্তি অঞ্চল রয়েছে, যেখানে এখনও কোনও কাজ শুরু হয়নি। আমরা কলকাতা পৌরসংস্থার আলোকায়ন দপ্তর থেকে একাধিক তারের বিষয়ে কেন কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছি না? উত্তরে মেয়র পারিষদ বলেন, ইতিমধ্যেই আমরা কেবল কোম্পানিগুলোর সঙ্গে তিনটি মিটিং করেছি। দু"টো মহানাগরিকের সঙ্গে এবং একটি পৌর মহাধ্যক্ষের সঙ্গে হয়েছে। তাদের কথানুযায়ী কাজ হচ্ছে। যেখানে যেখানে অর্থানুকূল্য পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে কেবল ট্রে লেইং করছি। পরবর্তীকালে কলকাতার পুরোটাতেই ধীরেধীরে একাজ করা হবে।

বাতাসে মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌর এলাকায় শীতের মরসুমে বাতাসে মাইক্রো প্লাস্টিকের দূষণ কণা বেশি মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে মানুষের শ্বাসকষ্টজনিত বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থার শাসকদলের ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দের প্রশ্ন, কলকাতা পৌরসংস্থা কী প্রশাসনিক ও কলকাতা পুলিশের সহায়তা নিয়ে প্লাস্টিকমুক্ত শহর গড়তে পারে না?

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ দপ্তরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, 'কলকাতায় মাইক্রো প্লাস্টিক কণার জীবাণু মাপার ব্যবস্থা নেই। কারণ, এটি অতীব ক্ষুদ্র দূষণ কণা। যা বাতাসে থাকতে পারে। মানুষের দেহে শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্যের যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ আছে, তার মধ্যে এই ৫টি কণার কোনও উল্লেখ নেই। এটার রিসার্চ জারি চলছে। পরিবেশ তত্ত্ববিদরা আলাপ আলোচনা করছে। আমাদের যে ১২টি কণা রয়েছে, তার মধ্যে প্লাস্টিক কণা নেই। যার জন্য এটা মেশিনের মাধ্যমে মাপা শুরু হয়নি। তবে আলোচনা জারি রয়েছে। আগামীদিনে যাতে এটা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা যায়। এবং তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। সেজন্য কলকাতা পৌরসংস্থা চেষ্টা করছে।

শহরে শতাধিক নাইট ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার অন্তর্গত অঞ্চলে ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব, ক্যালকাটা ক্লাব, লেক ক্লাব ইত্যাদির মতো কতগুলি বাণিজ্যিক ক্লাব রয়েছে? কলকাতায় দু"ধরনের বাণিজ্যিক ক্লাব রয়েছে। একধরনের হল কমার্শিয়াল মেম্বারস ক্লাবে রেস্টুরেন্টের সঙ্গে বার থাকে। আরেক ধরনের কমার্শিয়াল মেম্বারস ক্লাবে রেস্টুরেন্ট ও বার পাশাপাশি থাকবে। কলকাতায় এরকম ৭৭টি কমার্শিয়াল মেম্বারস ক্লাব আছে যেখানে রেস্টুরেন্ট ও বার আছে এবং মোট ৩৮ টি কমার্শিয়াল ক্লাব আছে, এখান রেস্টুরেন্ট ও বার নেই। কলকাতায় ২৪০টি বাণিজ্যিক

প্রতিষ্ঠান। এরা অনলাইনে লাইসেন্স রিনিউ করে। কলকাতা পৌরসংস্থায় আলাদা করে নাইট ক্লাবের তথ্য আলাদাভাবে লিপিবদ্ধ নেই। 'সার্টিফিকেট অব এনালিস্টমেন্ট' এখন অনলাইনে পাওয়া যায়। এটা ব্যবসা করতে বাধ্যতামূলক নয়। তবে এটা নেওয়া একটা নিয়ম। তবে কমার্শিয়াল ক্লাবের পুলিশ লাইসেন্স লাগে, ফায়ার লাইসেন্স লাগে, এক্সাইজ লাইসেন্স লাগে। তবে কলকাতা পৌরসংস্থা বিল্ডিং রুলস। বিল্ডিং পার্মিশন নিয়ে তৈরি করতে হবে। তবে সবকিছু কলকাতা পৌরসংস্থার এক্তিয়ারে নেই। বা সবকিছু কলকাতা পৌরসংস্থার পৌর আইনেও নেই।

এসডিসিএমের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচলেন টিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ জানুয়ারি ১২২৬০ নম্বর বিকানের শিয়ালদা দুরন্ত এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু করে এসে পরদিন দাঁড়ালো ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে। ৬ জানুয়ারি ঝাড়খণ্ড থেকে কিছু দূর এগোতেই টিটি শশধর নস্কর অনুভব করলেন বুকে ব্যথা তারপরেই হার্ট অ্যাটাক। খবর এলো শিয়ালদহ স্টেশনে, দুরন্ত এক্সপ্রেস আর কোথাও দাঁড়াবে না একেবারে দমদম তারপর গন্তব্য স্টেশন শিয়ালদহে। কিন্তু বেশি দেরি হলে হয়ে যাবে বিপদ হয়তো বাঁচানো যাবে না শশধরবাবুকে। তাই হল্ট না থাকার সত্ত্বেও শিয়ালদহর সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার যাশরাম মিনা তৎপরতার সাথে আসানসোলে দাঁড় করালেন ট্রেন। রেলের তরফ থেকে সকলেই তৈরি ছিল আসানসোল স্টেশনে। গোল্ডেন

আওয়ারের মধ্যেই সশধর বাবুকে পৌঁছে দেওয়া হয় আসানসোলের এক হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তার। রেল কর্তৃপক্ষ তৎপরতায় একজন প্রতিনিধিকে হাসপাতালে রাখা হয়েছিল। সেদিন রাতেই পরিবারের লোক কলকাতা থেকে পৌঁছে গিয়েছে হাসপাতালে।

বিদ্যুতে মৃত্যুর দায় কার?

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের বর্ষায় কলকাতা পৌর এলাকায় বৈদ্যুতিকরণে যে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে তার দায় সিইএসসি এড়িয়ে গিয়েছে। ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে তার দায় কার ঘাড়ে বর্তাবে? এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার আলোকায়ন ও বিদ্যুতায়ন দপ্তরের মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সি বলেন, '২০২৫ সালে কলকাতায় অতিবর্ষণের দিন কলকাতার রাজপথে জলজমার ফলে তড়িতাহত হয়ে একাধিক যে দুর্ঘটনাগুলি ঘটেছে, সেই মর্মান্তিক ঘটনাগুলিতে কলকাতা পৌরসংস্থার আলোকায়ন ও বিদ্যুতায়ন ব্যবস্থার সঙ্গে কোনও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। ভবিষ্যতে এধরণের ঘটনা ঘটলে ঘটনার নিরীক্ষণে পৌর আলোকায়ন দপ্তর দায়িত্ব নিতে আরম্ভ করবো।

বিকশিত ভারতে বঙ্গের ৪৫ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ ২০২৬-এ অংশ নিতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৪৫-এর অধিক তরুণ পথিকৃতকে নয়াদিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা করানো হল ৭ জানুয়ারি। সারা দেশে ৫০ লক্ষেরও বেশি যুবারা অংশগ্রহণ করেছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ৯-১২

জানুয়ারি নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত হতে চলা বিকশিত ভারত ইয়াং লিডার্স ডায়ালগ ২০২৬-এ অংশ নেবে। ৪ দিনের জাতীয় সংলাপের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যের তরুণদের জন্য এই গর্বের মুহূর্তটি উপলক্ষে ঐতিহাসিক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রাঙ্গণে প্রেরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুবরাজপুরের বিধায়ক অনুপ কুমার সাহা, যিনি নির্বাচিত তরুণ পথিকৃৎদের জাতীয় মঞ্চে যাত্রার জন্য শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, 'সারা দেশ জুড়ে ৫০ লক্ষেরও বেশি যুবক-যুবতী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে থেকে ১৫,০০০ জন রাজ্যস্তরের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হন। এই নির্বাচিত তালিকা থেকেই পশ্চিমবঙ্গের ৪৫ জনেরও বেশি কৃতী তরুণ নেতৃত্ব জাতীয় সংলাপে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছেন।' তিনি আরও বলেন, '৪ দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে নির্বাচিত তরুণরা বিভিন্ন উপস্থাপনা ও ভাবনা বিনিময়ের অধিবেশনে অংশ নেবেন। এই তরুণ নেতৃত্ব কেবল অংশগ্রহণকারী নন, বরং 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার, যাঁদের ভাবনায় থাকবে উদ্ভাবন, দায়িত্ববোধ ও দেশগঠনের সংকল্প।' ছবি : প্রীতম দাস

পরীক্ষা : শীতের পৌষালী সন্ধ্যায় সম্প্রতি গোপালপুর শীতলা বিদ্যালয়ে প্রয়াস মকটেস্টের মহেশতলা কেন্দ্র আয়োজিত কৃতীছাত্র ছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানের কয়েকটি মুহূর্তের ছবি। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ ড.বিশ্বব্রত মান্না, নেতাজি গবেষক ও শিক্ষাবিদ ড.জয়ন্ত চৌধুরী, প্রখ্যাত শিক্ষক স্বর্ণেন্দু সরকার, ও বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি সনৎ মণ্ডল। সঞ্চালনায় সেন্টার ইন চার্জ গিরিধারী চক্রবর্তী। সহযোগিতায় দুই ছাত্র আকাশ গায়েন ও সাহিল রজক।

পরিদর্শণ : নিউ টাউনে বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালিতে এলটিআই মিনড্রেট ক্যাম্পাস ২০২৬ থেকে ২৫,০০০ আইটি চাকরির নতুন কেন্দ্র। ক্যাম্পাস পরিদর্শণ করলেন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র

গীতা পাঠ : বাঁকুড়ার ঝাটিপাহাড়ি রেল ময়দানে কার্তিক মহারাজ।হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো 'শত কণ্ঠে গীতা পাঠ'-এর আরও একটি পবিত্র ও মহিমান্বিত অনুষ্ঠান। ভক্তি, নিষ্ঠা ও ধর্মীয় চেতনায় মুখরিত হয়ে উঠল সমগ্র পরিবেশ।

স্মৃতি ধন্য : ১১৭ তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ সুধীর কুমার মিত্র রচিত বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ নিয়ে ৯ জানুয়ারি সকালে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় কালীঘাটে ২ কালী লেন স্থিত তাঁর বাসভবনে। ছবি : প্রণব গুহ

অস্পষ্ট : কুয়াশার চাদরে – হাড় হিম করা ঠান্ডা কুয়াশায় চিনপাই স্টেশন।

কলকাতায় নয়া কমিউনিটি হল নির্মাণ আপাতত স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা পৌরসংস্থার নির্বাচনের প্রাক্কালে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি ছিল যে, কলকাতা পৌর এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ড একটি করে 'কমিউনিটি হল তৈরি করা হবে এবং সেই মতো কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিকও কেন্দ্রীয় পৌরভবনে পৌর অধিবেশনে ঘোষণা করেছিলেন যে, ওয়ার্ডে উপযুক্ত জায়গা থাকলে কমিউনিটি হল তৈরি করা হবে। কিন্তু কলকাতা পৌরসংস্থার মধ্য কলকাতাস্থিত ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও পর্যন্ত কোনও কমিউনিটি হল তৈরি করা হয়নি।

কলকাতা পৌরসংস্থার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের ৪/১ডি, মদন দত্ত লেন, কলকাতা ১২ তে একটি জায়গা আছে। কলকাতা পৌরসংস্থার নথি অনুযায়ী চণ্ডীচরণ মেমোরিয়াল ক্লাব ওই জমিতে দীর্ঘদিন একটি জিমন্যাজিয়াম চালায়। মহানাগরিকের কাছে আমার অনুরোধ যে, আগামী অর্থবর্ষে যদি কলকাতা পৌরসংস্থা অর্থবরাদ্দ করে, তাহলে ওই জিমন্যাজিয়াম"কে একতলায় রেখে দোতলায় ও তিনতলায় একটি কমিউনিটি হল তৈরি করা সম্ভব। স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে বলেন, ৪৮ নম্বর ওয়ার্ড কমবেশি ৫০টি বস্তি অঞ্চল রয়েছে। এই কমিউনিটি হল ওখানে তৈরি হলে এই অঞ্চলের বস্তিবাসীসহ অন্যান্য বাসিন্দারা ভীষণভাবে উপকৃত হবে।

এবিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতার প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে কমিউনিটি হল তৈরি হলে, সবথেকে বেশি আনন্দ আমি পেতাম। কিন্তু নয়া দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে বাংলাকে বঞ্চিত করছে। জমতে জমতে এখন মোট ১ লক্ষ ৯৭ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে বাংলার পাওনা। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বাংলার গ্র্যান্টের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব দেওয়া আছে। সেই গ্র্যান্টগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা পাচ্ছি না। আর এই গ্র্যান্টগুলি পাচ্ছি না বলেই কলকাতায় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নয়া কমিউনিটি হল তৈরি করা যাচ্ছে না। তবে বিশ্বরূপ দে যখন বলেছে, তখন বাকি এই সময়কালে এটা করা যায় কী না, তা দেখা হবে বলে মহানাগরিক জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২২ সালের পর কলকাতায় নতুন করে, আর কোনও কমিউনিটি হল তৈরি করা হয়নি। আর একটা কমিউনিটি হল তৈরি হলে তার রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় অনেক বেশি। বর্তমানে কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডে কলকাতা নিয়ন্ত্রিত কমিউনিটি হল রয়েছে ৮০টি। ন্যূনতম ভাড়া ১০,০০০ টাকা। তবে এসি সুবিধাযুক্ত হলে ভাড়া কোথাও ১৫,০০০ টাকা বা কোথাও ২০,০০০ টাকাও হয়। আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারগুলির মধ্যে এই কমিউনিটি হলগুলি সাধারণত ভাড়া দেওয়া নেই। এই হলগুলি বর্তমানে অনলাইনে বুকিং করতে হয়।

মাঙ্গলিকী

বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস গ্রন্থের প্রকাশ অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : শরৎচন্দ্রের কলকাতা সহ বাসভবনে (২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড) লালমাটি প্রকাশন সংস্থার তরফ থেকে ২৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত হল বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস গ্রন্থটি। স্বাগত ভাষণ দিলেন ড.শঙ্কর ঘোষ। অতিথিদের বরণ করে নেওয়ার পর একে একে বক্তব্য রাখলেন অতিথিরা। এমন গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা এবং লেখকের

গ্রন্থের লেখক স্বনামধন্য অভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। গ্রন্থ উন্মোচনে ছিলেন শিক্ষাবিদ ড. পিনাকেশ সরকার, প্রখ্যাত সুরকার গায়ক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শনিবারের চিঠি পত্রিকার সম্পাদিকা সাগর মিত্র ও লালমাটি সংস্থার কর্ণধার নিমাই গরাই। উপস্থাপনা, সঞ্চালনা, গুণপনার উপরই সবিশেষ গুরুত্ব দিলেন তাঁরা। কথার ফাঁকে ফাঁকে গানও শোনা গেল পিনাকেশ সরকার, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ও শঙ্কর ঘোষের কণ্ঠে। বাংলা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের গৌরবময় ইতিহাস এই গ্রন্থের বিষয় নাট্যমোদীদের আকর্ষণ করবে নিঃসন্দেহে।

উলুবেড়িয়া বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় উলুবেড়িয়া পৌরসভা প্রাঙ্গণে উলুবেড়িয়া বইমেলা সম্পন্ন হল। মেলার দিনগুলোয় আলোচনা সভা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ছিল। উদ্বোধন করে উলুবেড়িয়া কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, 'উলুবেড়িয়া কলেজের বর্তমান এবং প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা বইমেলা থেকে বই কিনে সেই বই পড়ার পর বই কেনার রশিদ সহ বই উলুবেড়িয়া কলেজে ফেরৎ দিলে কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের সেই বইয়ের দাম দিয়ে দেবে। শুধু তাই নয় এই বছর কলেজের লাইব্রেরির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বই এই বইমেলা থেকে কেনা হবে।' উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান অভয় দাস, হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরি দাস, সহকারী সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য্য, বিধায়ক বিদেশ বসু, বিধায়ক প্রিয়া পাল, হাওড়া গ্রামীণ জেলার পুলিশ সুপার সুবিমল পাল, উলুবেড়িয়ার মহকুমাশাসক মানস কুমার মণ্ডল, উলুবেড়িয়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ইনামুর রহমান প্রমুখ।

সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের মিঠেকড়া আড্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ষ শেষের শেষ রবিবার হাড় কাঁপানো শীত অপেক্ষা করেও সাংবাদিক ও কবি-সাহিত্যিকরা মেতে উঠলেন সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের মিঠেকড়া

আড্ডায়। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিমাদ্রি মিশনের উদ্যোগে ২৮ ডিসেম্বর রবিবার সোনারপুর ঘাসিয়াড়া মোড়ে বালক সঙ্ঘে সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের মিঠেকড়া আড্ডা'র আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এই আড্ডার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন হিমাদ্রি মিশনের সভাপতি বিশিষ্ট চিকিৎসক গিরীন্দ্রনাথ মণ্ডল। এই অনুষ্ঠানের সব থেকে বড় প্রাপ্তি অরণ্যদুত পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা অরণ্যদূত পত্রিকার ৩০ বছর ও বঙ্গদর্পণ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা সুন্দরী সুন্দরবন ৫-এর মলাট উন্মোচন। উদ্বোধন করেন সাংবাদিক সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ও উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহ। এই আড্ডায় অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের প্রাক্তন সেচমন্ত্রী তথা কবি সুভাষ নস্কর, হিঙ্গলগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাবন্ধিক আনন্দময় মণ্ডল, রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার প্রাক্তন উপ পৌরপ্রধান তড়িৎ চক্রবর্তী, সাংবাদিক- রক্তিম দাস, দেবাংশু চক্রবর্তী, পল্লব রায়, প্রণব মজুমদার, অধ্যাপক ডঃ বিমল কুমার থানদার, কবি- সুচরিতা চক্রবর্তী, কার্তিক চন্দ্র সরকার, নিতাইপদ মণ্ডল, সুশীল মণ্ডল, হিমাংশু দাস, সমরেশেন্দু বৈদ্য, বীরেন্দ্র নাথ মণ্ডল, সহদেব মণ্ডল, রজতশুভ্র গায়েন, কনক কান্তি রায়, মুক্তি চক্রবর্তী, উত্তম কুমার হালদার, রঞ্জন চৌধুরী, মিহির মণ্ডল প্রমুখ।

বড়দিনের সন্ধ্যায় উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত থানার আইসি অভিজিৎ দাসের উদ্যোগে বারাসত থানার পক্ষ থেকে বারাসত থানা এলাকাধীন সমস্ত খ্রীষ্টান উপাসনালয়ে (চার্চে) ফুল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

কল্পতরু উৎসবকে কেন্দ্র করে দমদম জিআরপির পক্ষ থেকে দক্ষিণেশ্বরে ১০০ জন গৃহহীন দুঃস্থ মানুষকে শীতের কম্বল বিতরণ করা হয়। দমদম জিআরপি থানার পক্ষ থেকে এ খবর জানান, আইসি সঞ্জীব দাস।

আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন

অসীম কুমার মিত্র : দুদিনের আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন হল গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে। উদ্বোধন করলেন মালায়ালম ভাষার বিশিষ্ট কবি প্রভা ভার্মা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত সম্মেলনে। আমাদের আত্মার ধুলো পরিষ্কার করে দেয় কবিতার অন্তর্লীন চেতনা।' সংগঠক সভাপতি নীলাঞ্জনা শাণ্ডিল্য স্বাগত ভাষণ দেন। উলুবেড়িয়ার বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক ও বাণীবন হাই স্কুলের প্রাক্তন বাংলার শিক্ষক এবং এই সংগঠনের সম্পাদক

ছিলেন কবি সুবোধ সরকার, অমিতাভ গুপ্ত, সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুবাদক জ্যোতির্ময় দাশ, পানিত্রাস শরৎস্মৃতি গ্রন্থাগারের সভাপতি এবং বিশিষ্ট শিক্ষক সুমন মুখোপাধ্যায়, স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ, অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী, মহেশ পোরিয়াল (নেপাল), জিবলাল সপকোটা (নেপাল), জ ফ্রেডরিক(ফ্রান্স)। অনুষ্ঠানের সভাপতি সুবোধ সরকার বলেন, 'এই ধরনের অনুষ্ঠান বিশ্ববোধের সাথে পরিচিতি ঘটায়। একদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীতে যে বোধের জন্ম দিয়েছিলেন সেই বোধের ঐতিহ্যকে আমরা ধারণ করি এই ধরনের অধীর কৃষ্ণ মণ্ডল বলেন, '২০২০ সাল থেকে ভারতের বিভিন্ন ভাষার কবি সাহিত্যিকদের সাথে আন্তর্জাতিক সাহিত্যের ভাবনার আদান প্রদানের একটা চমৎকার সুযোগ করে দেয় এই সম্মেলন। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও আমাদের এই প্রচেষ্টা শুধুমাত্র সাহিত্যের মিলনায়তনকে আরও সমৃদ্ধ করে। দুদিন ধরে চলবে একাধিক বিষয়ে সেমিনার, কবিতা ও গল্পপাঠ।' জীবনকৃতি কবি অমিতাভ গুপ্ত এবং অনুবাদক জ্যোতির্ময় দাশ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে বনানী পত্রিকা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক বরেন্দু মণ্ডল এবং কবি শুভেন্দু দত্ত।

তপোবন থেকে হেঁটে হেঁটে মেলায় আসতাম

সাগরের ভূমিপুত্র বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এখন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী। গঙ্গাসাগরের পুরোনো স্মৃতি ও মেলার উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেছেন আমাদের প্রতিনিধি প্রিয়ম গুহ–র সাথে সঙ্গে ছিল প্রীতম দাস। সাক্ষাৎকারের ভিডিও দেখতে পারবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে।

প্রশ্ন : গঙ্গাসাগর মেলা আন্তজার্তিক মেলা হওয়ার ক্ষেত্রে কোথায় আটকাচ্ছে?

উত্তর: আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার পর বহুবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এটা করেনি। আপনারা জানেন সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী মানুষজন এই মেলায় আসে। রাজস্থান, বিহার, হরিয়ানা গুজরাট সব জায়গা থেকেই আসে। কেন্দ্রীয় সরকার কেন এটিকে ওয়াল্ড হেরিটজ হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে না সেটা আমাদের জানা নেই। এমনকি আমাদের পুরীর শংকরাচার্য বলেছেন এই মেলাকে জাতীয় মেলা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা। কিন্তু কারণটা কি আমরা বলতে পারবো না। আমরা বলছি, যে কুম্ভ মেলাকে যেমন আপনারা টাকা দিচ্ছেন তাতে আমাদের কোনও অসুবিধা নেই। অথচ কুম্ভতে আসতে গেলে রাস্তা–ঘাটের এত সমস্যা নেই। এখানে আসতে গেলে নদীপথ পেরোতে হয়। অথচ এখানে মন্দিরের যে প্রণামী ওঠে সেই টাকাটা পুরোটাই উত্তরপ্রদেশে জ্ঞানদাসজী মহারাজের কাছে চলে যায়। পুরোটাই থাকে রাজ্য সরকারের দায়িত্ব, তাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়। অনেক আগে কোনও এক ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে কেস হয়েছিল সুপ্রিমকোর্টে। পরে সেই কেস খারিজ হয়ে যায় ধর্মীয় ব্যাপার হিসেবে।

প্রশ্ন: কোন গঙ্গাসাগর মেলা আপনার বেশি ভালো লাগে ছোটবেলার সাগর মেলা নাকি সরকারি তত্ত্বাবধানের সাগর মেলা ?

উত্তর: যখন আমি প্রথম গঙ্গাসাগর মেলায় গেছি তখন ক্লাস ৮ কিংবা ৯ এ পড়ি। তখন এত রাস্তাঘাট, আলো, উন্নয়ন ছিল না। আমরা ওই তপোবন বলে একটা জায়গা ছিল সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে মেলায় আসতাম। তপবনের এই দিকে তখন সমস্ত দোকানদার বসতো। তখন মেলা এত ধুমধাম করেও হত না। কপিলমুনির মন্দির বর্তমানে যেখানে আছে, সেখানে ছিল না আরো দূরে ছিল, প্রায় ১২০০ মিটার আগে একটি ছোট্ট মন্দির। আগের বামফ্রন্ট সরকার তাও পিলগ্রিম ট্যাক্স বা রিজিয়া কর নামে একটি কর নিত। ২০০১ সালে বামফ্রন্ট আমলে বুদ্ধদেববাবু

মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন আমি বিধায়ক ছিলাম, তখন এই বিষয়ে বিধানসভায় প্রশ্ন তুলেছিলেন। তখন বুদ্ধদেববাবু সহানুভুতির সাথে দেখেন ও আমায় একদিন তাঁর অফিসে ডেকে পুরো ব্যাপারটা সবিস্তারে জানেন। পরে তিনি কান্তিবাবুকে বলেন এই বিষয়টি দেখার জন্য। ২০১১ সালে বর্তমান তৃণমূল সরকার আসার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যারা গঙ্গাসাগর মেলায় আসছেন তারা আমাদেরই দেশের মানুষ, তাদের থেকে কর নেওয়া ঠিক নয়। তারপর সেই করও তুলে দেওয়া হয়। তাই আমার জন্য ছোটোবেলার সাগর আর বর্তমানে গঙ্গাসাগর মেলার মধ্যে আকাশ–পাতাল তফাৎ।

প্রশ্ন: ব্রীজ হলে মাঝিদের জীবিকা নিয়ে কিছু ভাবা হয়েছে?

উত্তর: এটা খুব ভালো প্রশ্ন। এটা নিয়ে এখনও তেমন কিছু ভাবা হয়নি। যারা ভেসেল বা লঞ্চ চালাচ্ছে তারা তো সরকারি, তাদের তেমন কোনও অসুবিধা হবে না। তবে যারা নৌকা করে যাত্রী পারাপার করে, তাদের কথা ভাবতে হবে। যদিও সরকারের একাধিক প্রকল্প রয়েছে। ইতিমধ্যে সবই তারা পাচ্ছে। তাও গুরুত্ব দিয়ে এবিষয়ে ভাবা হবে। চিন্তা নেই।

প্রশ্ন: সমুদ্র ভাঙনে বিপদ দেখা দিচ্ছে, কিন্তু কোনও স্থায়ী সমাধান করা যাচ্ছে না কেন? দীঘার মত পার বাঁধানো যাচ্ছে না কেন?

উত্তর: সে ব্যাপারেই প্রতিনিয়ত কথা চলছে। নেদারল্যান্ড রাজা সন্ন্যাসী তাঁর দল নিয়ে সমীক্ষা করে গিয়েছে। আশা করা যায়, কোনও না কোনও স্থায়ী সমাধান এই বিশেষজ্ঞ দল দিতে পারবে। আমাদের এখন একটাই ভাবনা কীভাবে বাঁচানো যায় কপিলমুনি আশ্রমকে।

প্রশ্ন ৫ : গঙ্গাসাগর মেলার জন্য আপনার আর কি কি করা বাকি আছে বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর: দেখুন ৩৪ বছর পর নতুন একটি সরকারের ১৫ বছর চলছে। এই সরকারের আমলে সাগরের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষ করে গ্রামীণ রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে পরিষেবা প্রদানে। আগে সাগর ব্লকে আইসিডিএস সেন্টার ছিল না, এখন তাও চালু হয়েছে। অর্থনীতির হাল ফিরেছে। স্কুল কলেজেও উন্নয়নের হাল ফিরেছে। সাগর মেলাও এক নতুনভাবে সেজে উঠেছে। প্রত্যেক বছর ড্রেজিং করা হয়, এবছরও করা হয়েছে। লঞ্চ, ভেসেল ইত্যাদি চলছে যাত্রীদের নির্বিঘ্নে সাগর দ্বীপে পৌঁছানোর জন্য। এছাড়াও স্বগত তোরণ ও পরিকাঠামোর দিক থেকেও উন্নত হয়েছে ও সাগর বাসস্ট্যান্ডও নতুন করে বড় করা হয়েছে এবছর।

রেলের উপহার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্যার্থীদের জন্য রেল দপ্তরের উপহার হিসেবে ১০ থেকে ১৬ জানুয়ারি শিয়ালদহ স্টেশন থেকে বিশেষ কিছু ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলি মধ্যবর্তী স্টেশন বলতে শুধুমাত্র কাকদ্বীপ ও লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনেই দাঁড়াবে।

শিয়ালদহ থেকে নামখানার উদ্দেশ্যে বিশেষ ট্রেনগুলির সময়সূচি : ১. রাত ১২:০১ মি, ২. রাত ০১:৩৩ মি, ৩. রাত ০২:৫৫ মি, ৪.সকাল ০৬:১৫ মি, ৫. দুপুর ০২:৪০ মি। এছাড়াও কলকাতা স্টেশন থেকে সকাল ১০:৪৫ মি একটি ট্রেন(বর্ধিত) কাকদ্বীপের উদ্দেশ্যে ও রাত ০৯:৩০ মি–এ

একটি ট্রেন নামখানার উদ্দেশ্যে ছাড়া হবে।

নামখানা থেকে শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে বিশেষ ট্রেনগুলির সময়সূচি : ১. রাত ১২:০৭ মি, ২. রাত ০১:০৬ মি, ৩. রাত ০১:২৫ মি, ৪. রাত ০২:৫২ মি, ৫. সকাল ০৯:১০ মি, ৬. সকাল ১১:১৮ মি, ৭. দুপুর ০১:৩৫ মি, ৮. সন্ধ্যা ০৬:৩৫ মি, ৯. রাত ১০:১০ মি। এছাড়াও দুপুর ০২:১৬ মিনিটে কাকদ্বীপ থেকে শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ ট্রেন ছাড়া হবে।

ডায়মন্ড হারবার থেকে নৌকা করে পৌঁছাতে হত সাগর

স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ

ভারত সেবাশ্রম সংঘ ১৯৫০ সাল থেকে প্রায় ৭৬ বছর ধরে গঙ্গাসাগর মেলায় সেবা প্রদান করছে। আমরা যখন শুরু করেছিলাম তখন গঙ্গাসাগর মেলা এত উন্নত ছিল না। স্বাধীনতার পর ১৯৫০ সাল থেকে স্বামীজীরা ডায়মন্ড হারবার নৌকা করে প্রায় ১ দিন ধরে যেতেন সাগরে, তখন যাতায়াত অনেক দুর্গম ছিল। এই দুর্গমতার কারণে স্বামীজী সহ সাধারণ মানুষ মারাও যেত। তারপর আস্তে আস্তে কাকদ্বীপ লট নং–৮, নামখানা, কচুবেরিয়া ইত্যাদি হল। প্রথম থেকেই আমারা অনেক কষ্ট করে করেছি। তখন আমাদের আশ্রমও ছিল না ১৯৭৫ সালে আশ্রম তৈরি হয়। গোটা ভারত থেকে গঙ্গাসাগরের জন্য পুণ্যার্থীরা আসে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত ১৫ বছর ধরে যে ভাবে গঙ্গাসাগর মেলাকে পরিচালনা করছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি বছর মন্ত্রী সভার প্রত্যেক মন্ত্রীটিকে ডেকে আলোচনা করে তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন।

আগে আমাদের প্রায় ৫০০ জন স্বেচ্ছাসেবক থাকতো। এখন সেই সংখ্যাটা প্রায় ১৫০০ জন ও সাথে ৫০ জন সন্যাসী থাকে। সাগর মেলার কয়েক দিন স্বেচ্ছাসেবকরা সারা দিনরাত পরিষেবা দেয়। আশ্রমে

আমাদের প্রায় ৪ থেকে ৫ হাজার লোকের থাকার ব্যবস্থা থাকে, সারাদিনে প্রায় ১০ হাজারের বেশি পুণ্যার্থীদের খাওয়া–দাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এছাড়াও সারাদিন কীর্তন, সেবা গান, ধর্মীয় সভা, দুঃস্থদের সাহায্য, কম্বল বিতরণ ইত্যাদির ব্যবস্থাও থাকে। গঙ্গাসাগর মেলা যদি জাতীয় মেলার তকমা পেলে তা খুবই ভালো হবে।

ব্রীজ তো হচ্ছে। হলে ভালোই হবে তবে এর কিছু ভালো ও কিছু মন্দ দিক আছে। ব্রীজ হয়ে গেলে সাগরের মাহাত্ম্য কমে যাবে তবে সাগরে যাওয়া অনেক সুবিধা হবে। এর ফলে সারাবছরই প্রচুর পুণ্যার্থী সাগরে যাবে, সেখানকার অর্থনীতি, ব্যবসা–বাণিজ্য সবই বাড়বে। তবে আশঙ্কা একটাই ধর্মীয় এই স্থানটিকে মানুষ পিকনিক স্পট না বানিয়ে দেয়। সেখানে গিয়ে আমিষ খাওয়া, সুরা পান করা হলে সাগরের ধর্মীয় মাহাত্ম্য নষ্ট হবে, সেখানকার পরিবেশ নষ্ট হবে।

আন্ডার ওয়াটার আরওভি নিয়ে প্রস্তুত এনডিআরএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি বছরের মত এবছরও গঙ্গাসাগর মেলাকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করবার জন্য ন্যাশনাল ডিজাসটার ম্যানেজমেন্ট ফোর্স বা এনডিআরএফ–এর দল পৌঁছে গিয়েছে গঙ্গাসাগরে। সাগর মেলার বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের ঘাঁটি ইতিমধ্যেই চোখে পড়েছে। সাগর মেলাকে যে কোনও দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচাতে অতন্দ্র প্রহরায় রয়েছেন তাঁরা। এ বছর বিশেষ কিছু পরিকল্পনা নিয়ে তাঁরা তৈরি, এনডিআরএফের সেকেন্ড ইন কমান্ড এবিষয়ে জানালেন, গত বছর আমাদের ৫টি দল গিয়েছিল গঙ্গাসাগর। এই বছর সেই সংখ্যাটি আরোও ২টি বাড়িয়ে মোট ৭টি দল গঙ্গাসাগরে গিয়েছে। এছাড়াও মহিলাদের সুরক্ষার্থে বিশেষ মহিলা সুরক্ষা বাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে মেলা চত্বরে। এই বছর আমরা একটি আন্ডার ওয়াটার আরওভি বা রিমোর্ট অপারেটিং ভেহিকেল যেটি রিমোট দিয়ে চালনা করা যায় সেটিও ব্যবহার করছি। আগের বছরের মত এই বছরও এনডিআরএফের পক্ষ থেকে দুটি নজরদারি কুকুর ইতিমধ্যেই গঙ্গাসাগরে পৌঁছে গিয়েছে।

মেলার সময়ের জোয়ার–ভাটা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গঙ্গাসাগর মেলার সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান কাশীর পঞ্জিকা মতে অনুষ্ঠিত হয়। তিথি অনুযায়ী ১৪ জানুয়ারি রাত ০৮:১৯ মিনিটে সূর্য মকর রাশিতে প্রবেশ করবে, কিন্তু স্নানের পুণ্যলগ্ন শুরু হবে ১৪ জানুয়ারি উষালগ্নে। পুণ্যলগ্ন থাকবে বেলা ০১:১৯ মিনিট পর্যন্ত।

মেলার সময় পুণ্যস্নানের তিথির সাথে জোয়ার–ভাটার সময়সূচী :১৩ জানুয়ারি প্রথম জোয়ার সকাল ০৫:১৩ মিনিট থেকে শুরু। ভাটা পড়বে ১২:১২ থেকে, এরপর আবার জোয়ার আসবে সন্ধ্যা ০৬:৩০ মিনিট নাগাদ।

১৪ জানুয়ারি ভাটা পড়বে রাত ০১:২১ মিনিট নাগাদ। এদিনের প্রথম জোয়ার সকাল ০৬:৫২ মিনিট থেকে শুরু হয়ে তা স্থায়ী হবে প্রায় বেলা ১২টা পর্যন্ত। এরপর আবার দ্বিতীয় ভাটা পড়বে বেলা ০১:৪৫ নাগাদ। ওইদিনে দ্বিতীয় জোয়ার হবে সন্ধ্যা ০৭:৫৪ নাগাদ। পরদিন অর্থাৎ ১৫ জানুয়ারি প্রথম জোয়ার আসবে সকাল ০৮:২১ মিনিটে ও পরবর্তী জোয়ার– রাত ০৮:৪৯ নাগাদ।

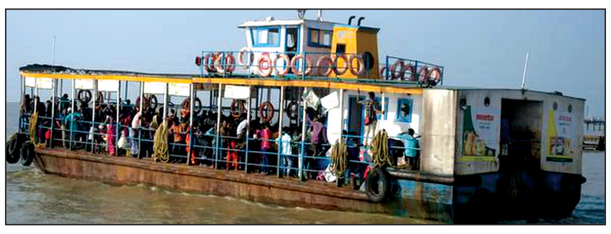

গঙ্গাসাগর মেলায় ৮১ বছর ধরে পরিষেবা দিচ্ছে রেড ক্রস

নিজস্ব প্রতিনিধি : গঙ্গাসাগর মেলায় লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী হাজির হন কপিল মুনির মন্দির লাগোয়া সমুদ্রতটে। সেই সমস্ত তীর্থযাত্রীদের জন্য গত ৮১

বছর ধরে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে চলেছে ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির দক্ষিণ ২৪ পরগনা শাখা। এবারও যথারীতি গঙ্গাসাগর মেলায় পরিষেবা দেবে রেড ক্রস সোসাইটি। গঙ্গাসাগর বাসস্ট্যান্ড থেকে ৩ নম্বর রাস্তায় ঢোকার মুখেই ডানদিকেই রেড ক্রস সোসাইটির কার্যালয়। নিজস্ব সংস্থার একটি ঘর নির্মাণ হয়েছে। তার সামনেই অস্থায়ী প্যান্ডেল করে তীর্থযাত্রীদের পরিষেবা দেওয়া হয়। রেড ক্রসের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাখার সম্পাদক শ্যামল মুখোপাধ্যায় জানালেন, এবার মোট ১৫৫ জন স্বেচ্ছাসেবক রেড ক্রস সোসাইটির সঙ্গে থাকছে। তীর্থযাত্রীদের মূলত ওপিডি, অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, ফার্স্ট এইড পরিষেবা দেওয়া হবে। এছাড়া ২ টি অ্যাম্বুলেন্স থাকছে অসুস্থ মানুষদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য। স্ট্রেচার নিয়েও স্বেচ্ছাসেবকরা প্রস্তুত থাকবেন অসুস্থ মানুষদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য। বিভিন্ন তীর্থযাত্রী শিবির পরিদর্শন করবে স্বেচ্ছাসেবকরা কেউ অসুস্থ হলে সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হবে। রেড ক্রসের এই চিকিৎসা পরিষেবা ২৪ ঘণ্টা জারি থাকবে মেলা চলাকালীন।

সিভিল ডিফেন্সের রেসকিউ ড্রোন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ জানুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে ২০২৬ সালের গঙ্গাসাগর মেলা। সাগরতটে পুণ্যার্থীদের ঢল নামতে শুরু করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের এই ভিড়ে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবার আসবে অত্যাধুনিক রেসকিউ ড্রোন। প্রতিবছরই মুড়িগঙ্গা নদী বা মেলার বিভিন্ন স্নানঘাটে অসাবধানতাবশত তলিয়ে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা ঘটে। সেই ঝুঁকি কমাতে প্রশাসনের তুরুপের তাস এই বিশেষ ড্রোন। ড্রোনের কার্যকারিতা নিয়ে ৮ জানুয়ারি একটি সফল মহড়া সম্পন্ন হয়েছে। এই ড্রোনটি কেবল নজরদারি করবে না, বরং জলে বিপদগ্রস্ত কোনো ব্যক্তিকে শনাক্ত

করার সাথে সাথে দ্রুত গতিতে তাঁর কাছে পৌঁছে যাবে। ড্রোনটি ডুবন্ত মানুষকে ভেসে থাকতে সাহায্য করবে এবং বিশেষ প্রক্রিয়ায় উদ্ধার করে পাড়ে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে একটি অত্যাধুনিক ড্রোন মোতায়েন করা হলেও, ভিড় ও পরিস্থিতির সংবেদনশীলতা বিচার করে ভবিষ্যতে আরও ড্রোন নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে প্রশাসনের। প্রশাসনের এই আধুনিক উদ্যোগে খুশি আগত পুণ্যার্থী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষও।

স্নানের সময় ও খুঁটিনাটি

গোবিন্দ চক্রবর্তী : প্রাচীন এই তীর্থক্ষেত্রটি পশ্চিমবঙ্গে হলেও এই মেলায় যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান কাশীর পঞ্জিকা মতে অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্জিকা মতে এবার স্নান শুরু হবে উষালগ্ন থেকে পূণ্যলগ্ন বেলা ১:১৯ মি পর্যন্ত। এবারে কে–১ বাসস্ট্যান্ড সরানো। এতে তীর্থযাত্রীদের চলাচলে সুবিধা হবে। এবার তীর্থ যাত্রীদের ১–এ এবং ৬ নম্বর ঘাটে স্নান করে ২নং রাস্তা দিয়ে মন্দিরে আসতে হবে। তীর্থ যাত্রীদের জন্য বীমা ব্যবস্থাটি বহাল থাকবে। এবছর গঙ্গাসাগরে প্রায় ২০০ এনজিও সেবার কাজে যুক্ত। এদের মধ্যে২৫–৩০টি এনজিও অর্থ সহ অন্যান্য সুবিধা ভোগ করে।

টাইম মেশিনে চেপে সাগর মেলায়

আলিপুর বার্তার আর্কাইভ থেকে

মিনি পশ্চিমবঙ্গে এবার দিঘার জগন্নাথ মন্দির

সৌরভ নস্কর : মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নানে আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা। তার আগেই গঙ্গাসাগর মেলায় আগত দেশ–বিদেশের পুণ্যার্থীদের জন্য এক বড় চমক নিয়ে হাজির রাজ্য প্রশাসন। মেলা প্রাঙ্গণে এবার পা রাখলেই দেখা মিলবে বাংলার শ্রেষ্ঠ ৭টি মন্দিরের রূপরেখা। বুধবার পুণ্যার্থীদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেওয়া হল এই বিশেষ 'টেম্পল জোন' গত বছর ৫টি মন্দিরের আদল তুলে ধরা হলেও, ২০২৬–এর মেলায় সেই সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয়েছে সাত। প্রথাগত কপিলমুনির আশ্রমের পাশাপাশি এবার পুণ্যার্থীরা দর্শনের সুযোগ পাবেন: দীঘার জগন্নাথ মন্দির, বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর মন্দির, কালীঘাট মন্দির, তারাপীঠ, দার্জিলিং–এর মহাকাল মন্দির ও মদনমোহন মন্দির। প্রখ্যাত শিল্পী দীপঙ্কর দত্ত এবং তাঁর দক্ষ কারিগরদের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে এই শিল্পকর্ম। বাঁশ, থার্মোকল, কাপড় এবং রংয়ের নিখুঁত কারুকার্যে মন্দিরগুলি এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, মনে হবে আপনি খোদ সেই তীর্থস্থানেই দাঁড়িয়ে আছেন। ৮ জানুয়ারি মেলা শুরুর আগেই এই স্থাপত্যগুলি দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক আধিকারিকদের মতে, গঙ্গাসাগরে আসা বহু বৃদ্ধ পুণ্যার্থীর পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করা সম্ভব হয় না। তাঁদের কথা মাথায় রেখেই মেলা প্রাঙ্গণে এই বিশেষ আয়োজন। একদিকে যেমন বাংলার সংস্কৃতি ও স্থাপত্যকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা হচ্ছে, অন্যদিকে পুণ্যার্থীদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় যোগ হচ্ছে নতুন মাত্রা। দীঘার নতুন জগন্নাথ মন্দিরের আদল এবং বেলুড় মঠের শান্ত পরিবেশের প্রতিচ্ছবি এবার মেলার প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন শিল্পী দীপঙ্কর দত্ত। মেলা শুরুর আগে থেকেই এই ৭ মন্দির দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন আগত তীর্থযাত্রীরা।

নতুন প্রযুক্তি নিয়ে তৈরি হ্যাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : হ্যাম রেডিয়োর হাত ধরে গঙ্গাসাগর মেলায় আসছে নতুন প্রযুক্তি। সারা বিশ্ব থাকবে একেবারে হাতের মুঠোয়। রেডিয়ো তরঙ্গতে অনেকসময় কথাবার্তা সীমান্ত লাগোয়া জলপথে পড়শী দেশের কাছেও চলে যেতে পারে। নিরাপত্তায় পড়বে এক বিশাল প্রভাব। এর তত্ত্বাবধানে থাকছেন জয়ন্ত বৈদ্য এবং শোভন চক্রবর্তী। তাই এই বছর ডিজিটাল মোবাইল রেডিয়োয় সুরক্ষিত ভাবে হবে বার্তা বিনিময় এবং এখানে লিখেও বার্তা পাঠানো যায়। এছাড়াও মহিলা বাহিনী সাগর মেলায় বিচরণ করবেন। বাহিনীতে রয়েছেন পম্পা, চন্দনা চক্রবর্তী, রিঙ্কু নাগ বিশ্বাস, মাসৃশি কর্মকার, অমৃতা চক্রবর্তী ও সাবর্নী নাগ বিশ্বাস। হ্যামরেডিয়োর লট নং–৮–এর দায়িত্বে রয়েছেন শৌমিক ঘোষ ও শুভঙ্কর সাহা, কচুবেড়িয়ায় থাকবে বিভাস মণ্ডল মাহাতো, নামখানায় হীরক সিনহা ও সাগরে থাকছেন অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস। সাগর মেলায় হারিয়ে যাওয়া বা অসুস্থ হয়ে থেকে যাওয়া পুণ্যার্থীদের বন্ধু হল হ্যামরেডিয়ো। কারণ ছবি সহ তাদের বিবরণ তুলে ধরা থাকে তাদের পোর্টালে। মেলা শেষে এনাদের শুরু হয় তৎপরতা। এছাড়া সাগরে কিছু অবৈধ ওয়ারলেস ব্যবহার করা হয়। তবে এবছর ইতিমধ্যেই এসপি–কে

চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে এবং যারা অবৈধভাবে কাজ করবে তাদের চিহ্নিতকরণ করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমনটাই জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের রেডিয়ো ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস।

আতশ কাচে

প্রয়াত কালমাদি

প্রয়াত কালমাদি। বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ ১৬ বছর ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন তিনি। ২০১০ সালে দিল্লিতে আয়োজিত কমনওয়েলথ গেমসে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল প্রয়াত এই নেতার বিরুদ্ধে। তার জন্য গ্রেপ্তারও হন তিনি।

বাড়ল রেফারি

ফিফা ক্রমতালিকায় ১৪২-এ চলে গিয়েছে ভারত। এত 'আঁধারে'র মাঝেও কিছুটা হলে 'আলো' জ্বলল ভারতীয় ফুটবলে। ফিফার তালিকায় বেড়েছে ভারতীয় রেফারির সংখ্যা। ফিফার তালিকায় বৃদ্ধি পেয়েছে তিন ভারতীয় রেফারির নাম। এর মধ্যে রয়েছেন এক মহিলাও, নাম রচনা কামানি। দ্বিতীয় মহিলা রেফারি হিসাবে ফিফার স্বীকৃতি পেলেন গুজরাটের রচনা। তাছাড়াও জায়গা করে নিয়েছেন পুদুচেরির অশ্বিন কুমার, দিল্লির আদিত্য পুরকায়স্থরা।

প্রশান্ত-র মৃত্যুশোক

প্রাক্তন ফুটবলার প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারে শোকের ছায়া। পুত্রহারা হলেন ১৯৮৪ এশিয়ান কাপ খেলা ফুটবলার। মাত্র ৩১ বছর বয়সে না ফেরার দেশে চলে গেলেন প্রাক্তন ফুটবলারের কনিষ্ঠ পুত্র প্রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। বছর চারেক আগে মাথায় টিউমার ধরা পড়েছিল তাঁর। অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া ময়দানেও।

হামিদ ছাড়লেন

মরক্কোর স্ট্রাইকার হামিদ আহমেদকে ছেড়ে দিল ইস্টবেঙ্গল। জানা গিয়েছে, হামিদ নিজেই দল ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা জানান। পরিবারের সঙ্গে কাটাতে চান তিনি। তবে হামিদকে বাদ দেওয়া হল কিনা সেই প্রশ্নও উঠছে। কারণ তাঁর পারফরম্যান্স নজরকাড়া ছিল না। ক্লাবের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই মুহূর্তে হামিদ পরিবারের সঙ্গে কাটাতে চান। মাঠের বাইরে খেলোয়াড়ের ভাল থাকার কথা বিচার করেই হামিদের ইচ্ছাকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। দ্রুত পরিবর্ত ফুটবলার খুঁজে নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের তরফে।

ম্যাথেউস আসছেন

কলকাতায় আবারও পা পড়তে চলেছে কিংবদন্তি লোথার ম্যাথেউসের। ১৯৯০ সালে জার্মানির ফুটবল বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ম্যাথেউস বেঙ্গল সুপার লিগের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর। এই লিগ শুরুর আগে কলকাতায় এসে টুর্নামেন্টের ঢাকে কাঠি দিয়েছিলেন। এ বার আসছেন নক আউট পর্যায়ে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ২৬ জানুয়ারি অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনে শহরে আসছেন ম্যাথেউস।

মুস্তাফিজ পিএসএলে

আইপিএল থেকে খালি হাতে ফিরতে হলেও মুস্তাফিজুরের পাশে দাঁড়াল পাকিস্তান। সে দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ পাকিস্তান সুপার লিগে সুযোগ পেলেন তিনি। এ বার আইপিএলকে টেক্কা দিতে একই সময়ে পিএসএল আয়োজনের ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।

মরিয়া বাংলা

ঘোষণা করা হল ৭৯তম সন্তোষ ট্রফির মূল পর্বের গ্রুপ বিন্যাস। আগামী ২১ জানুয়ারি থেকে অসমে শুরু হবে সন্তোষ ট্রফির মূল পর্বের খেলা। ফাইনাল ৮ ফেব্রুয়ারি।

গত সপ্তাহে গ্রুপ বিন্যাস হয়েছে। দু'টি গ্রুপে ভাগ করে গ্রুপ বিন্যাস ঘোষণা করা হয়েছে। 'এ' গ্রুপে বাংলার সঙ্গে রয়েছে তামিলনাড়ু, উত্তরাখণ্ড, নাগাল্যান্ড, রাজস্থান ও আয়োজক অসম। গ্রুপ 'বি' তে রয়েছে কেরল, সার্ভিসেস,পাঞ্জাব, ওড়িশা, রেলওয়েজ ও মেঘালয়। ১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে গ্রুপ পর্বের খেলা। সব মিলিয়ে ৩৫টি দল খেলছে গ্রুপ পর্বে। বাংলা গতবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য তারা সরাসরি মূল পর্বে খেলবে। গতবারের রানার্স আপ কেরলও সরাসরি নামবে ফাইনাল রাউন্ডে। এছাড়াও সরাসরি ফাইনাল রাউন্ডে খেলবে আয়োজক অসম।

ম্যাচ গড়াপেটা নিয়ে প্রকাশ্যে আইএফএ-র অন্তর্দ্বন্দ্ব

সুমনা মণ্ডল: ম্যাচ গড়াপেটাকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে আইএফএ-র অন্তর্দ্বন্দ্ব। আইএফএ-এর সহ-সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলেন সৌরভ পাল। আইএফএ-র ভূমিকায় অসন্তুষ্ট খোদ আইএফএ-র দুই পদাধিকারী স্বরূপ বিশ্বাস, সৌরভ পাল। প্রতিবাদে সরব দুই কর্তা। সহ সভাপতি আইএফএ স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, 'আমরা যাঁরা মাটে ফুটবল খেলি আমরা জানি বেশির ভাগ ক্লাবের কোনও স্পনশারশিপ নেই। আমরা সকলে নিজের পকেটের টাকা খরচা করে ক্লাব চালাই। আমাদের কষ্ট দুঃখ বেদনার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে আজ। ফিক্সিং এখন বাংলার ফুটবলে ছেয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই আমাদের ফুটবলের উন্নতি হোক। তার জন্য সবার কাছে আমাদের আহ্বান ফিক্সিংয়ের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। সেটা যে গেঞ্জি পরেই ফিক্সিং করুক না কেন, আমাদের ধরতে হবে। পুলিশকে সাহায্য করতে হবে। এই ধরনের মানুষদের ময়দান ছাড়া করতে হবে। বাংলার ফুটবলকে কলুষিত করা থেকে আটকাতে হবে আমাদের।' সৌরভ পাল জানান, পদের লোভে নয়, ফুটবলের স্বার্থে সাধারণ ফুটবলপ্রেমী হিসাবে ময়দানকে বেটিং আর ফিক্সিং থেকে মুক্ত রাখতে কোনও অবস্থাতেই প্রতিবাদ করা থেকে পিছিয়ে আসবেন না।

কলকাতা লিগে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের ঘটনায় ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন ফুটবল কর্তাসহ ফুটবলারদের গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশ।

অভিযোগ, তারপরও কমছে না ফুটবলে গড়াপেটার ঘটনা। নতুন প্রতিভা তুলে আনার লক্ষ্য নিয়েই শ্রাচি ও আইএফএর যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়েছে বেঙ্গল সুপার লিগ। নতুন প্রতিভা তুলে আনতে এই লিগ শুরু করেছে শ্রাচি ও আইএফএ। বাংলার জেলায় জেলায় শুরু হয়েছে এই লিগ। কিন্তু এই লিগকে কালিমালিপ্ত করতে ময়দানে নেমেছেন আইএফএ-এর একাংশ। আইএফএ গোষ্ঠী কোন্দলের প্রভাব পড়ল লিগের উপরেই।

সৌরভের অভিযোগ, 'বেশ কিছু ম্যাচ ফিক্সিং হচ্ছে কিছু কিছু সময় খেলার সময় ব্ল্যাক আউট হয়ে যাচ্ছে। বেটিং অ্যাপে এই খেলা দেখা যাচ্ছে। আমরা এই বিষয়ে সব তথ্য আইএফএকে দিয়েছি। কিন্তু আইএফএ জেগে ঘুমাচ্ছে। আমরা সঠিক তদন্ত দাবি করছি। পুলিশের কাছে সব ভিডিও তুলে দেওয়া হয়েছে। কেন কলকাতা লিগ শেষ হওয়ার পর আইএফএ পুলিশের কাছে গেল।'

এদিকে অভিযোগের প্রেক্ষিতে শ্রাচী স্পোর্টসের শীর্ষকর্তারা আইএফএ সভাপতি ও সচিবের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন। তাঁরা আইএফএ কর্তাদের অনুরোধ করেন বেঙ্গল সুপার লিগে ম্যাচ ফিক্সিং ও বেটিংয়ের যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা তাঁদের প্রতিষ্ঠান ও আইএফ-এর ভাবমূর্তির পক্ষে ক্ষতিকর বলেই জানান। তাঁরা আইএফকে এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশি তদন্তের অনুরোধ জানিয়েছেন। তবে ম্যাচ ফিক্সিং রোধে আইএফএ যথেষ্টই সচেষ্ট বলে দাবি করেন আইএফএ সচিব।

সফট বল নারী শক্তি প্রতিযোগিতা

সুমন আদক : সম্প্রতি হাওড়া জেলা সফট বল অ্যাসোসিয়েশন ও ডট ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় মহিলাদের নিয়ে হাওড়ায় জেলাভিত্তিক সফট বল নারী শক্তির ট্রফি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আমতার পাত্রপোল ফুটবল মাঠের পরিচালনায় ছিল পাত্রপোল পল্লী

যুব সংঘ ও দ্য ফায়ার ঈগল। গত রবিবার অনুষ্ঠিত ওই প্রতিযোগিতায় বাঁকুড়া, নদীয়া, হুগলি ও হাওড়া জেলার মহিলা দল অংশ নেয়। বিজয়ী হয় বাঁকুড়া। রানার্স হয় হাওড়া জেলা। প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা সফট্ বল অ্যাসোসিশনের প্রধান উদ্যোক্তা অমন গোস্বামী, সভাপতি তাপস বাকুলি, ডট ফাউন্ডেশন ও হাওড়া জেলা সফট বল অ্যাসোসিয়েশনের সহ সম্পাদক দীপঙ্কর পোড়েল, চন্দ্রপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ স্বর্ণাভ রায় সহ আরও অনেকে। সংগঠনের পক্ষ থেকে দীপঙ্কর পোড়েল জানান, 'যেহেতু খেলাটা এই মাঠে প্রথম তাই দর্শকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। আমাদের উদ্দেশ্য, এই খেলায় সারা বাংলা তথা দেশের হয়ে হাওড়া জেলার মেয়েরা প্রতিনিধিত্ব করুক।'

বাংলাদেশের বায়না মানল না আইসিসি ভারতেই খেলতে হবে বিশ্বকাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতে খেলতে যাব না, পাকিস্তানের মতো আমাদেরও ম্যাচও শ্রীলঙ্কায় দিতে হবে'। এটা ছিল আসন্ন বিশ্বকাপ নিয়ে বাংলাদেশের দাবি। তাদের এই দাবি প্রথমে উড়িয়ে দিয়েছিল বিসিসিআই। এবার একই পথে হাঁটল আইসিসি। পরিষ্কার জানিয়ে দিল, 'ভারতেই খেলতে আসতে হবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে। আর না আসলে, কাটা যাবে পয়েন্ট'। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আইসিসি-র কাছে চিঠি লেখে। জানায়, তারা নিরাপত্তার জন্য ভারতে খেলতে যেতে চায় না। বদলে বেছে নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশ কলকাতা ও মুম্বইয়ে খেলবে। প্রস্তুতি সারা। এই পরিস্থিতিতে ম্যাচ সরে গেলে সবদিক থেকে সমস্যা হবে আয়োজকদের। এরপরই ভার্চুয়াল বৈঠক হয়। যেখানে বিসিবি-কে জানানো হয়, তাদের দাবি মানছে না আইসিসি। কারণ, না আসার পর্যাপ্ত কারণ দেখাতে পারেনি বাংলাদেশ। বিশ্বকাপ খেলতে হলে তাদের ভারতেই আসতে হবে। যদি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে না আসে, তা হলে পয়েন্ট কাটা যাবে। অর্থাৎ, বিপক্ষকে ওয়াকওভার দেওয়া হবে।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং বাংলাদেশে টানা ভারত বিরোধী কর্মকাণ্ডের জেরে বিসিসিআই বাংলাদেশি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে সরিয়ে দেয়। বিসিসিআই-এর নির্দেশে কেকেআর ফিজকে সরাতে দেরি করেনি। এরপরেই বাংলাদেশ একের পর এক সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে তারা আইপিএল সম্প্রচার তাদের দেশে নিষিদ্ধ করে। তারপর তারা ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে অস্বীকার করে। যার পর নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল আইসিসি।

এই সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশের সামনে খোলা রইল দুটো রাস্তা। তাদের খেলতে আসতে হবে। আর যদি না আসে তা হলে তাদের বিপক্ষকে ওয়াকওভার দেওয়া হবে। যদিও আরও একটা কাজ করতে পারে আইসিসি, তারা বাংলাদেশের জায়গায় অন্য দলকে ডাকতে পারে বিশ্বকাপের জন্য।

সুপার লিগে নজর কাড়ছেন প্রতিভাবানরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জোরকদমে চলছে বেঙ্গল সুপার লিগ। যেখানে প্রথম থেকেই যথেষ্ট দাপট দেখিয়ে আসছে সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি থেকে শুরু করে হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স সহ নর্থ বেঙ্গল উত্তর ২৪

পরগনার মতো দলগুলি। তবে খুব একটা পিছিয়ে নেই বর্ধমান ব্লাস্টার্সের মতো দল। এই টুর্নামেন্টে বিদেশি ফুটবলারদের পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে লড়াই করে বারংবার সকলের নজর কাড়ছেন বাংলার ফুটবলাররা। যার ফলস্বরূপ এখনও পর্যন্ত টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে সবার উপরে রয়েছে রবি হাঁসদার নাম। এখনও পর্যন্ত তিনি করেছেন মোট ৫টি গোল। বর্তমানে জেএইচ আর রয়্যাল সিটি ফুটবল ক্লাবের হয়ে খেলছেন তিনি। এছাড়াও এই তালিকার রয়েছেন আকিব নাওয়াবদের মতো খেলোয়াড়রা। বিদেশি ফুটবলাররা থাকলেও এই টুর্নামেন্ট থেকে বাঙালি ফুটবলারদের সকলের সামনে নিজেদের প্রমাণ করার সুযোগ করে দেওয়াই অন্যতম লক্ষ্য। সেক্ষেত্রে বাকিদের মতো প্রথম থেকেই যথেষ্ট নজর কাড়ছেন সাহিল হরিজন। বর্তমানে হোসে রামিরেজ ব্যারেটোর হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেলছেন তিনি। গত নর্থ ২৪ পরগনা ম্যাচে দলের হয়ে প্রথম গোল তুলে এনেছিলেন সাহিল। জানা গিয়েছে, এবার নাকি আইলিগের এক ক্লাবে যোগদান করতে চলেছেন সাহিল হরিজন। সেক্ষেত্রে উঠে আসতে শুরু করেছে কিবু ভিকুনার ডায়মন্ড হারবার এফসির নাম। যদিও এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি তাঁর যোগদানের বিষয়টি। মনে করা হচ্ছে তাঁকে দলে নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে বাংলার এই ফুটবল দল।

জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সুব্রত মণ্ডল : সম্প্রতি হুগলী জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের ব্যবস্থাপনায় ৪৫ তম হুগলী জেলা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল হুগলীর বলাগড় ব্লকের গুপ্তিপাড়া আয়দা মিলনী সংঘের মাঠে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এদিনের এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুভ সূচনা করেন চাপদানি বিধানসভার বিধায়ক অরিন্দম গুইন। জেলার ৪টি মহকুমা শ্রীরামপুর, সদর, চন্দননগর ও আরামবাগ মহকুমার মোট ৩২৬ জন প্রতিযোগী ৪২টি বিভাগে অংশগ্রহণ করে। এদিনের সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার তুলেদেন হুগলী জেলা প্রাথমিক সংসদের চেয়ারম্যান শিল্পা নন্দী, বলাগড় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিক্ষা মণ্ডল প্রামাণিক, সহ সভাপতি বিশ্বজিৎ শীল, হুগলী

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সেলের কোঅর্ডিনেটর সুবর্ণ মণ্ডল, বলাগড় ব্লক অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক গৌরব চক্রবর্তী, বলাগড় পশ্চিম চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সোনাক্ষী বিশ্বাস সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

বারুইপুরে একদিনের কবাডি প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংঘের পরিচালনায় একদিনের কবাডি প্রতিযোগিতা হয়ে গেল বারুইপুর রাস মাঠে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া অ্যাসোসিয়েশনে প্লাটিনাম জুবিলি বছরে এই কবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই কবাডি প্রতিযোগিতা পুরুষ ৪ দল এবং মহিলাদের ৪ দল অংশ নেয়। দলগুলি হল আর সি স্পোর্টিং ক্লাব, সূর্যপুর স্পোর্টিং ইউনিয়ন,মৌখালী গোপী নাথপুর প্রগতি সংঘ, কোদালিয়া সাধারণ সম্মেলনী। উভয় টিমেই মহিলা ও পুরুষ খেলোয়ারা এখানে অংশগ্রহণ করেছে। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্রীড়া অ্যাসোসিয়েশনের ওয়ার্কিং কমিটির প্রেসিডেন্ট শক্তি

রায় চৌধুরী, বারুইপুর পৌরসভার উপ পৌরপ্রধান গৌতম দাস, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিকাশ দত্ত,১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আশীষ দেব রায়, ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোজাফফর আহমেদ দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্রীড়া অ্যাসোসিয়েশনের কমিটি সম্পাদক সুপ্রিয় ঘোষ ও ক্রীড়া জগতের অন্যান্যরা।

পুরুষদের ফাইনালে মৌখালী গোপী নাথপুর প্রগতি সংঘ ১৫-১২ পয়েন্টে আরসি স্পোর্টিং ক্লাবকে মধ্যে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। মহিলাদের ফাইনালে কোদালিয়ার সাধারণ সমিতি ২৬ -২৫ পয়েন্টে সূর্যপুর স্পোটিং ইউনিয়নকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।

করঞ্জলীতে যোগাসন প্রতিযোগিতা

উত্তম কর্মকার : করঞ্জলী সারদা যোগা জিমনাস্টিক অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানা এলাকার করঞ্জলী অঞ্চলে ৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল সারা বাংলা যোগাসন প্রতিযোগিতা ২০২৬। করঞ্জলী ব্রজকিশোর বহুমুখী বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের মাঠে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় সাড়ে ৪০০ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগীদের বয়সসীমা ছিল ৭ থেকে ১৪ বছর।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুলপি বিধানসভার বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন করঞ্জলী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অভিজিৎ বৈরাগী, বিশিষ্ট সমাজকর্মী চন্দ্রশেখর সাহা, এশিয়ান যোগা ইনস্টিটিউটের সম্পাদক উজ্জ্বল কুমার ঘোষ সহ আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন করঞ্জলী সারদা যোগা জিমনাস্টিক অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের কর্ণধর শ্যামচাঁদ তাঁতি। প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু আয়োজন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন উপস্থিত অতিথিরা। এই উপলক্ষে শ্যামচাঁদ তাঁতি বলেন, 'যোগব্যায়াম ও জিমনাস্টিকের মাধ্যমে মানুষ যেমন শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে পারেন, তেমনি ছোটবেলা থেকেই আত্মনির্ভরতার কৌশল রপ্ত করা অত্যন্ত জরুরি—সে পুরুষ হোক বা নারী। আগামীদিনে এই প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনকারী ছাত্রছাত্রীরা যে সার্টিফিকেট পাবে, তা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে যথেষ্ট সহায়ক হবে।'

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সময়ে বহু মানুষ শারীরিক অক্ষমতা ও নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। সেই প্রেক্ষাপটে নিয়মিত শরীরচর্চা, যোগাসন ও জিমনাস্টিক ভবিষ্যতে মানুষকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এদিনের প্রতিযোগিতা ঘিরে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। আয়োজকদের মতে, ভবিষ্যতেও এই ধরনের ক্রীড়া ও যোগা বিষয়ক কর্মসূচির মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে সুস্থ জীবনধারার দিকে উৎসাহিত করা হবে।

ক্যারাটেতে ক্যানিংয়ের ক্ষুঁদেদের জয়জয়কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬৫ টি গোল্ড, ৫ টি সিলভার ও দুটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে তাক লাগিয়ে দিল ক্যানিংয়ের ৩৬ জন ক্ষুঁদে ক্যারাটে প্রতিযোগি। যা ক্যানিং তথা সুন্দরবনের বুকে সর্বকালিন এক বিরল রেকর্ড। উল্লেখ্য ২৮ ডিসেম্বর কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে জাতীয়স্তরে ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে

'স্পোর্টস ফেস্টিভাল বিজন নাইয়া মেমোরিয়াল কাপ -২০২৫' ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় প্রায় ৫০০ জন প্রতিযোগি অংশগ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে ক্যারাটে প্রশিক্ষক শিহান রাজু বিশ্বাসের নেতৃত্বে ক্যানিং থেকে ৩৬ জন প্রতিযোগি অংশগ্রহণ করেছিল প্রতিযোগিতায়। কাতা, কুমিতে এবং কিহন বিভাগে ৬৫ টি গোল্ড, ৫ টি সিলভার ও ২ টি ব্রোঞ্জ পদক উপহার দেয় সোমদত্তা মণ্ডল, সৌমিলি মণ্ডল, আয়ুষ বিশ্বাস, অদিতি দেবনাথ, জয়দেব দাস, ইরফান হাবিব খান, সায়ন মণ্ডল, অদ্রিজা দে, দেবস্মিতা মণ্ডল, ত্রিশা বাল্মিকী, সোহন মল্লিক, অনুরাগ সরদার, সিধু জাগুলিয়া, প্রিতম মণ্ডল, বিজেতাংশু দেবনাথ সহ অন্যান্যরা।

কান্দি মহকুমাস্তরীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুর্শিদাবাদের বড়ঞা উত্তর চক্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৪১তম কান্দি মহকুমাস্তরীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। পাঁচথুপি ত্রৈলোক্যনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঘিরে খুদে পড়ুয়া, শিক্ষক শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং স্থানীয়দের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রচণ্ড শীতও এই উৎসাহে ব্যাঘাত করতে পারেনি। কান্দি মহকুমার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচিকাঁচা পড়ুয়াদের উৎসাহিত করতে এদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক অপর্ণা মণ্ডল নিজে। মশাল জ্বালিয়ে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মোট ৬৪টি ইভেন্টে ২৭২জন ছাত্রছাত্রী এদিন খেলায় অংশ নেয়। মহকুমাস্তরীয় এই খেলায় জয়ীরা আগামীতে জেলা এবং রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। এদিন খেলার মাঠ জুড়ে ছিল প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের ছবি সম্বলিত কাট আউট। যা মাঠটিকে দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছিল।

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক অপর্ণা মণ্ডল বলেন, 'আমি ২০২৩ সাল থেকে মুর্শিদাবাদে জেলা প্রাথমিক পরিদর্শক হিসেবে রয়েছি। প্রতি বছরই খুব উৎসাহের সঙ্গে আমরা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পালন করে থাকি। প্রতিবছরই আমি চেষ্টা করি প্রতিটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত হতে। বাচ্চা, শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে অভিভাবক, সবাই ভীষণ উৎসাহিত। শিক্ষক-শিক্ষিকারা গোটা রাত জেগে মাঠ তৈরি করেছেন। মাঠটি অসাধারণভাবে তারা তৈরি করেছেন। আজকে আমার এখানে এসে খুব ভালো লাগছে।'

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০২৬

-ঃ পরিচালনায় ঃ- মাঙ্গলিকী
(নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)
সামালি, মনসাতলা, দঃ ২৪ পরগণা

১৬ই জানুয়ারী ২০২৬, শুক্রবার

একক রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রতিযোগিতা
সকাল ১১টায় ঃ 'ক' বিভাগ (১২ বৎসর পর্যন্ত)
প্রকৃতি পর্যায়ের যে কোন গান।
দুপুর ১২.৩০টায় ঃ 'খ' বিভাগ (১২ বৎসরের উর্দ্ধে)
(প্রেম পর্যায়ের যে কোনো গান)।
দুপুর ২টায় ঃ একক আধুনিক বাংলা গান প্রতিযোগিতা
(১০ বৎসরের উর্দ্ধে)
দুপুর ৩টায় ঃ- দলগত দেশাত্ম বোধক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা
(সর্ব সাধারণ)
বিকাল ৪টায় ঃ একক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ঃ (সর্ব সারাধণ)
সলিল চৌধুরীর গান।

১৭ই জানুয়ারী ২০২৬, শনিবার

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা
সকাল ১১টায় ঃ 'ক' বিভাগ (৯ বৎসর পর্যন্ত)
সময় সীমা অনধিক ২.৩০মিনিট।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়,
অপূর্ব দত্তের কবিতা/ছড়া যে কোন একটি।
দুপুর ১২.৩০টায় 'খ' বিভাগ (৯ বছর উর্দ্ধে ১৪ বছর পর্যন্ত)
সময় সীমা অনধিক ৩.৩০মিমিট।
সুকান্ত ভট্টাচার্য, নজরুল ইসলাম, ভবানী প্রসাদ মজুমদার
যে কোনো কবিতা।
দুপুর ২টায় ঃ গ বিভাগ (১৪বৎসরেরউদ্ধে সর্বসারাধরণ)
সময় সীমা ৪মিনিট।
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ সরকার, শুভ দাসগুপ্ত
যে কোনো কবিতা।

১৮ই জানুয়ারী ২০২৬, রবিবার

সকাল ১০.৩০মিনিট ঃ অঙ্কন প্রতিযোগিতা।
(কেবলমাত্র কাগজ সরবারহ করা হবে) 'ক' বিভাগ-৭ বৎসর পর্যন্ত (যেমন খুশি), 'খ' বিভাগ - ৭ বৎসরের উর্দ্ধে ১০ বৎসর পর্যন্ত (যেমন খুশি), 'গ' বিভাগ-১০ বৎসর উর্দ্ধে ১৩ বৎসর পর্যন্ত (বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে), 'ঘ' বিভাগ - ১৩ বৎসর উর্দ্ধে ১৮ বৎসর পর্যন্ত (বিষয় ঃ 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের ১৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে নিজস্ব চিন্তন চিত্র অঙ্কন।
একক সৃজনশীল নৃত্য প্রতিযোগিতা।
দুপুর ১২টায় ঃ 'ক' বিভাগ (১২ বছর পর্যন্ত)
দুপুর ২.৩০মিনি 'খ' (১২ বছরের উর্দ্ধে)
বিকাল ৪টায় ঃ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।
২৩শে জানুয়ারী,২০২৬ ,শুক্রবার
সামালী বিবেক নিকেতন প্রাঙ্গণে নেতাজীর জন্ম জয়ন্তী পালন।
পতাকা উত্তোলন, সকাল ১১টায় ঃ সরস্বতী পূজা, খিচুরি ভোগ প্রদান
বিকাল ৪টায় ঃ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

-ঃ নিয়মাবলী ঃ-

১। প্রতিপ্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রবেশ মূল্য নেই।
২। তবলা ও তবলাবাদক সংস্থার পক্ষে থাকবে। প্রয়োজনে নিজস্ব তবলাবাদক সঙ্গে আনা যাবে। হারমোনিয়াম থাকবে। অন্য কোন যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহার করা যাবে না।
৩। বয়সের প্রমাণপত্র সঙ্গে আনতে হবে।
৪। আন্তরিক আবেদন ঃ প্রতি প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র প্রথম স্থানাধিকারী/ স্থানাধিকারিণীকে ১৮ই জানুয়ারী ২০২৬ রবিবার মাঙ্গলিকীর অনুষ্ঠান মঞ্চে তাদের প্রতিযোগিতার বিষয় উপস্থাপন করতে হবে। সময় ঃ দুপুর ৩টা।
৫। সর্বক্ষেত্রে বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
৬। নৃত্যের ক্ষেত্রে, প্রতিযোগি বা প্রতিযোগিনীর নির্বাচিত গানের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় পেনড্রাইভ অথবা মোবাইল সঙ্গে আনতে হবে।
৭। দলগত সংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে রুচি সম্মত (হিন্দি ব্যতীত) যে কোনও দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করা যাবে। যন্ত্রবাদক ব্যতীত কমপক্ষে ৪জনের দল হতে হবে।

-ঃ নাম জমা দেবার স্থান ঃ-

প্রিয়ম গুহ, চেতলা ঃ 9038640030
সুধীর নন্দী, সামালী বিবেক নিকেতন ঃ 2495 9148 / 8013523095
স্বপন কুমার মান্না, উমেদপুর, বজবজ-২ ঃ 8240333544
রশ্মি বালা, সরশুনা, বেহালা ঃ 8777757597
দেবাশীষ ঘোষ, বজবজ ঃ 9123767097
কাশীনাথ সিংহ, বাখরাহাট ঃ 6291783722
ডোনা জানা, বজবজ ঃ 7687073421
সুব্রত মণ্ডল, সোনারপুর ঃ 7278760081
সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর ঃ 6295332027
শুভাশীষ চক্রবর্তী, বাওয়ালী ঃ 8777796002
সুভাষ দাস, ক্যানিং ঃ 9732697373

মিডিয়া পার্টনার ঃ আলিপুর বার্তা

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com